কর্ণধার

মাসিকপত্র ও সমালোচনা।

প্রথম খণ্ড—১২৯৪।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"
মোহ-মুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রী[illegible]নাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২৩ নং পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
নিউ ক্যানিং প্রেসে
শ্রীসেখ রাসেদ আলি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সূচিপত্র।

কর্ণধার।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

(প্রথম খণ্ড ১২৯৪)

মঙ্গল-গীত।

বেহাগ—একতালা।

জয় হে শ্রীহরি।—

অচিন্ত্য জ্ঞান কারণ অব্যয় বিরাটরূপ অনাদি মুরারি।

পূর্ণ-জ্যোতির্ম্ময় সত্য সনাতন, ত্রিভুবন নাথ অনন্ত মহান,

নিখিল-পরাণ এক নিত্যধন, সৃজন-পালন-সংহার-কারী।

করিতে হরণ কলুষ ভূভার, যুগে যুগে যিনি হয়ে অবতার,

শান্তি-প্রেম-স্রোত করেন বিস্তার এ মহীতলে;—

গতি-মুক্তিদাতা অনাথ-বান্ধব, চিদানন্দময় যিনি সদাশিব,

নমি ভক্তি ভরে সেই আদি দেব, লীলারূপী নারায়ণ দর্পহারী।

হরি, কর্ণধার বিপদ-তুফানে, নিস্তারিতে কেহ নাহি তোমা বিনে,

রক্ষ দয়াময় এ পাতকী জনে, সংসার-সাগরে দিয়ে পদ-তরী।

প্রার্থনা।

*অতি ভীষণ ভব-সাগর, চিত ব্যাকুল বড় হইল।
তট লঙ্ঘন করি' গর্জ্জন ছুটি' ধাইল, ঝড় উঠিল॥
জল ঝম্পয়, ঘন কম্পয় তনু নৌকা ভব-সাগরে।
হরি-শ্রীপদ-তরি-সম্পদ বিনু রক্ষা তরি কে করে?

দীনবন্ধু! প্রেম-সিন্ধু! স্নেহ-বিন্দু অর্পণে।
তার তার, কর্ণধার! কর্ণধার-জীবনে॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রাণের বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশ হইতে চিন্তাশীল বাঙ্গালা লেখকের, এবং চিন্তোদ্দীপক বাঙ্গালা পুস্তকের আদর একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এইরূপ দেখিয়া সহজেই বোধ হয় যে, বঙ্গবাসীর মস্তিস্ক ও চিত্তবৃত্তিসকল বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ প্রণিধান দ্বারা বুঝিতে পারিবেন।

একে ত পাঠক ও লেখক সম্প্রদায়ের এই অবস্থা, তাহাতে আবার আমরা নির্ব্বোধ ব্যক্তি; সুতরাং যাহা তাহা লিখিয়া জনসাধারণ্যে প্রচার করা আমাদের অনুচিত; এবং সাধারণেরও বিরক্তিজনক। ইহা পরীক্ষা দ্বারা এক প্রকার জানা গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি দয়া করিয়া আমাদের বাল-চাপল্য পাঠ করেন বলিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ-বন্ধনে আমরা বদ্ধ আছি। অতএব 'কর্ণধার' পত্রিকার সকল পাঠক এইরূপ বিষয়পাঠ করুন, আর না করুন সে জন্য আমাদের বিশেষ কোন অনুরোধ নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাদের লেখা বা খেলা দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী কার্য্য করা আমাদের উচিত বোধ হইতেছে। সে পরামর্শটী এই;—

* লঘু গুরু উচ্চারণে এই ছন্দ পাঠ করিতে হইবে।

এই সংসার কার্য্যালয়ে আজ কাল অনেক লোক অর্থের আশায় পরিশ্রম করিতেছে। রাজত্ব, দাসত্ব, জমীদারী, মহাজনী, ব্যবসায়, কল, কারখানা, মোট বহা, ফেরি করা ইত্যাদি অনেক প্রকারেরই কার্য্য সর্ব্বদাই এই কার্য্যালয়ে সম্পন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বকালে কথপোকথন দ্বারা, এবং দূরদেশ হইলে লোক প্রেরণদ্বারা, ঐ সকল কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইত। কালক্রমে মনুষ্যশরীরধারী প্রাণিগণ ভূর্জ্জপত্রাদিতে লিখিয়া পত্ররূপে মনের ভাব প্রকাশপূর্ব্বক লোক প্রেরণ দ্বারা আপনাদের বিষয় কার্য্যের সুবিধা সাধন করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রাযন্ত্রাদির কৌশলে, এবং নানাপ্রকার ডাক-বাহকের কার্য্যদক্ষতায় সংসার কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারিগণের বড়ই সুবিধা হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে এই সময় এইরূপ সুবিধা-জনক পদার্থসকলের মধ্যে সংবাদ পত্রেরই অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তদ্দ্বারা বঙ্গবাসি-কর্ম্মচারিগণেরই বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। তজ্জন্য বঙ্গবাসী দ্বারা দেশবিদেশস্থ নানাবিধ লোকের অনেক উপকার হইতেছে ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন।

যাঁহারা এই সংবাদপত্র-সকলের সম্পাদক, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বড় লোক। কারণ, অনেক প্রকার ব্যবসায়ী ব্যক্তি তাঁহাদের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ দ্বারা উপকার লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। যদিও সংবাদপত্রের অধ্যক্ষগণ বিনামূল্যে এ উপকার করেন না, তথাপি বিজ্ঞাপনপ্রকাশকগণ তাঁহাদের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ; কেন না, উহারা সম্পাদকগণের বিজ্ঞাপন-প্রকাশজনিত উপকারের বাধ্য।

এখন সংসার-কার্য্যালয়ের এই ত অবস্থা। অতএব ভাই স্বজাতিগণ* ! আমরা যে কয়েক জন আছি, সকলে মিলিয়া এই সময় একটী ব্যবসায় করিবার উদ্যোগ করিলে হয় না? এ ব্যবসায়ে টাকার প্রয়োজন নাই, এ স্থানটীও (সংসার) ব্যবসায়ের উপযুক্ত বটে, প্রয়োজনীয় পদার্থও অপর্য্যাপ্ত আছে, লোক জন সর্ব্বদা বিনা বেতনে আদেশপালন করিবে, কার্য্যাধ্যক্ষ অপরিমিত উৎ-

* লৌকিক জাতিতে যিনি যতই নিকৃষ্ট হউন না কেন, যাঁহাদিগের সহিত প্রাণের এক জাতিত্ব আছে তাঁহারাই স্বজাতি।

সাহের সহিত কার্য্য করিবেন, এবং ইহা দ্বারা সকলেরই কষ্ট দূর হইবে।—অতএব ভাই সকল! একবার ইহা চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না?

যদি এ প্রস্তাব কাহারও গ্রাহ্য হয়, তবে প্রথমে কোন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও আজ কাল এ ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদাতার সংখ্যা অল্প বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এবং ঐ সকল ব্যক্তি এই সময়, নূতন, পরিচ্ছন্ন দ্রব্যের আমদানির সংবাদ পাইলেই তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত মূল্যে যত্নের সহিত ক্রয় করিবেন; সুতরাং এ ব্যবসায়ে বিশেষ লাভও হইবার সম্ভাবনা।

এই ব্যবসায়ের নাম, পরে জানিতে পারিবে। এক্ষণে প্রথমতঃ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এমন একখানি সংবাদপত্রের সন্ধান করিতে পার, যাহাতে বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থব্যয় হয় না, অথচ সংসারের সকল ব্যক্তিই এই ব্যবসায়ের সংবাদ প্রাপ্ত হন?

হয় ত এই কথা শুনিয়া তোমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে না, অথবা আমাদিগকে উন্মাদ বলিয়া উপেক্ষা করিবে; কিন্তু বাস্তবিক এইরূপ একখানি মাত্র সংবাদপত্র আছে, তাহার নাম "অন্তর্জগৎ পত্রিকা।"

আদি-নগর-নিবাসী "সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাধিকারী" নামক জনৈক বদান্য ভদ্রলোক উহার সম্পাদক। তাঁহার এমনই দয়া যে, তিনি নিজে লেখক হইয়া লিখেন, অক্ষর-সংযোজক (কম্পোজিটর) হইয়া বর্ণ যোজনা করেন, মুদ্রাকর (প্রেসম্যান) হইয়া ছাপেন, এবং অবশেষে নিজেই উহা বহন করিয়া অন্তর্জগৎবাসী সমগ্র প্রাণীকে অল্পকালের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে মুক্তহস্তে বিতরণ করেন। অতএব ভাইসকল! এই সংবাদপত্রেই আমাদের প্রাণের বিজ্ঞাপন প্রচার করাই মঙ্গল ও সুবিধাজনক।

এক্ষণে বল দেখি ভাই! বিজ্ঞাপনে কি লেখা যায়? এখনকার লোক বিজ্ঞাপনে আড়ম্বর থাকিলে গ্রাহ্য করেন না,—'উপহার' থাকিলে প্রতারণা মনে করেন,—'বিনা মূল্যে দিব' বলিলে উপহাস করেন,—অতএব এ সময় আমাদের ব্যবসার জন্য কিরূপে বিজ্ঞাপন দিলে সকলেরই গ্রাহ্য হইবে বল দেখি?

* * * * *

যদি আমাকেই লিখিতে হয়, তবে আমি এইরূপ লিখিতে পারি;—দেখ ইহা তোমাদের মনোনীত হয় কি না?

"হে বঙ্গবাসী মূলধনবিহীন ব্যবসায়াকাঙ্ক্ষী ভাইসকল! আমরা সংসার-কার্য্যালয়ে একটী নূতন প্রকার ব্যবসায় সংস্থাপন করিতেছি—যদি কেহ ইহার অংশী হইতে চাও,তবে শীঘ্র আমাদের সহিত আসিয়া সংযুক্ত হও। সংযোগ (একভাব) ব্যতীত এ ব্যবসায় চলিবে না। ইহাতে যত অধিক সংযোগ লাভও ততই অধিক। এ ব্যবসায়ে সংযোগের নিমিত্ত মুদ্রার প্রয়োজন হয় না। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে প্রথমে আমাদিগকে পরীক্ষা কর। পরে বিশ্বাস হইলে তোমার 'আপনাকে' (নিজ জীবন বা আত্মাকে) এই ব্যবসায়ে সংযুক্ত করিতে হইবে। ইহার নাম " জীবন-যোগ-ব্যবসায়।"

এই জীবন-যোগ-ব্যবসায় দ্বারা যে কি লাভ হইবে, তাহা তোমরা নিজে পরীক্ষা না করিলে বুঝিতে পরিবে না। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইলে এই সংসার-কার্য্যালয়ের-মধ্যে যে ব্যক্তি যাহা করিবেন, বা যাহা ভাবিবেন, এবং যাহা চাহিবেন, তোমরা আপন আপন ঘরে বসিয়া তাহা জানিতে ও পূর্ণ করিতে পারিবে। সাগর, নগর, মরুভূমি, শূন্য প্রভৃতি যেখানে তোমাদের যাইতে ইচ্ছা হইবে, অথবা দরিদ্রকে দান, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, আপনার স্বচ্ছন্দবর্দ্ধন, প্রভৃতি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হইবে। বলিতে কি 'দুঃখ' শব্দটী আর তোমাদের নিকট স্থানই পাইবে না। রাজা, সম্রাট্, নবাব, দেবতা অথবা ঈশ্বর এ সকলের মধ্যে যাহা হইলে তোমরা আপনাকে সুখী মনে কর, এই ব্যবসায়ে সংযুক্ত হইতে পারিলে তাহাই হইতে পারিবে। কিন্তু ভাই সকল! এই জীবন-যোগের ব্যবসায়ে সংযুক্ত হইবার আর অধিক সময় নাই। কারণ, এক্ষণে এই জীবন আমাদের প্রায় সকলেরই অতীব অনায়ত্ত; কখন যে ইহা আমাদের হস্তান্তর হইয়া কোথায় যাইবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু জীবন-যোগ ব্যবসায়ী লোকের মুখে শুনা যায় যে, একবার এই ব্যবসায়ে কৃত-কার্য্য হইতে পারিলে আর কোন কালেই জীবনের ধ্বংস বা দুরবস্থা পর্য্যন্তও নাই!

অতএব, আইস ভাই সকল! ভব-কার্য্যালয়ে এই ভঙ্গুর জীবনের যোগ-ব্যবসায় দ্বারা দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত, যদি অজর, অমর, স্বাধীন, ও অদ্বিতীয় বড়লোক হওয়া যায়, তবে তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান সময়ে অনেকের বিবেচনায় এই কথা অলীক বা স্বপ্ন-প্রসূত বলিয়া বোধ হইতে পারে. কিন্তু একবার হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া জ্ঞানাক্ষুঃ দ্বারা স্থিরভাবে দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, এই ব্যবসায়ের ন্যায় সত্য, লাভ-জনক, ও আনন্দপ্রদ ব্যবসায় আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী।

আর্য্য শাস্ত্র—সাকার উপাসনা।

অভেদ্য-হিমাদ্রি-শিখর-কুল-সংরক্ষিত, অনন্ত-রত্নাকর-বারিধি-পরিবেষ্টিত-সুভোগ্যঋতুষড়ৈশ্বর্য্যশালী আর্য্যগণের বাসস্থলী এ ভারতভূমি, বিধিসৃষ্ট নববর্ষে বিভক্ত জম্বুদ্বীপমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। সতত সুধাক্ষারিত কামধেনুর স্তনদলের ন্যায় ধরয়িত্রীর এ ভারতাঙ্গ মহতীপ্রকৃতিপরিচালনে ঋতুসহযোগে সম্পুষ্ট হইয়া কল্পতরুসদৃশ অবিরত কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রদানে কদাচিত পরাঙ্মুখ নহে। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন দেবগণাদৃত ধর্ম্মানুশীলনশীল সর্ব্বকাম মহর্ষিগণার্চ্চিত জ্ঞানজ্যোতিসুশোভিত জিতেন্দ্রিয় রাজর্ষিগণ পরিপূজিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে, প্রজারঞ্জনে, কর্ত্তব্য পালনে রত নৃপতিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া অনন্ত আদিমকাল হইতে—ধর্ম্মের উৎকর্ষতা সাধকের সাধনার যজ্ঞকুণ্ডস্বরূপ—এ পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ভারত সূর্য্যাদি গ্রহদেবতাগণেরও কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সদাচারী সত্যনিষ্ঠ ঋষিগণ সংগৃহীত ভগবল্লীলানিচয়সমাবিষ্ট সেই পৌরাণিক ভারত-ইতিবৃত্ত-লিপি সকলের সম্যক উপদেশ সকল উজ্জ্বল আলোকরূপে স্বচ্ছস্ফটিকসদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন মহোদয় ব্যক্তিগণের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইলে যে কত অলৌকিক আভা বিকীর্ণ হয়, তাহা ভগবদ্ভক্তমহাজনগণের জীবন বৃত্তান্তে উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু অধুনা, ভারতের প্রথম রত্ন ভগবানের মুখস্বরূপ বেদ, অনুসন্ধান অভাবে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে।—দর্শনাদি অঙ্গনিচয় কণ্টকারণ্যে কুসুমের ন্যায়, জরাগ্রস্ত পুরুষের ন্যায়, অযত্নে নীরবে মৃত্যোন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে। শুভ প্রাণোদক, সারগর্ভ ধর্ম্ম সংহিতা-বিবৃত-মহাবাক্য সকল

সামান্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায় ব্যবসায়ার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। যজ্ঞাদি সদানুষ্ঠান-বিরত, ধর্ম্মকর্ম্মভ্রষ্ট অনাচারপ্লাবিত সমাজে ব্রহ্মাণগণের যজ্ঞোপবীত বোধ হয় কণ্ঠশোভাবর্দ্ধনার্থ ধৃত হইতেছে। শবচুল্লী বা ভয়ার্ত্তনাদ-সধ্বনিত দাহ্যমান গৃহসংলগ্ন সর্ব্বভুকভিন্ন হব্যাহুতি পরিসেবিত সুবাসিত মঙ্গলোল্লাসিত যজ্ঞবহ্নি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কালবশবর্ত্তী এ অবনতি আর কত দূর অগ্রসর হইলে যে চরমসীমা প্রাপ্ত হইবে, তাঁহা কে বলিতে পারে? এতদ্বিষয় ক্ষণিক চিন্তা করিলেও হৃদয় অতি শীতল হইয়া যায়। পণ্ডিতবর মোক্ষমুলারের নিকট বেদ-ব্যাখ্যা শ্রবণ, ধীমান কর্ণেলের নিকট গীতাধ্যয়ন, সুবিজ্ঞ কারলাইল প্রভৃতির উপদেশে ধর্ম্ম সংশয় খণ্ডন, বঙ্গ বাঙ্গালার সৌভাগ্যের পরিচয় বটে, কিন্তু ভারত ইতিবৃত্তের প্রতি পৃষ্ঠা যে ঘোর অজ্ঞতা কলঙ্ক কালিমায় রঞ্জিত হইতেছে, ইহা বিজ্ঞ সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু দেবার্চ্চনা-স্থলাভিষিক্ত লোভান্ধ স্বার্থপরতা স্বীয়চ্ছায়া দর্শনে দংশনোদ্যত হিংস্রক সর্পের ন্যায় পরশ্রীকাতরতায় যতই কেন দুর্ব্বৃত্তভাবে অনিষ্ট সম্প্রাদনে যত্নবান হউক না, ধর্ম্মের মর্ম্ম-ভেদীপণ্ডিতগণ যদৃচ্ছাবাদে শাস্ত্রোক্তির ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ অদূরদর্শী হৃদয়ে যতই কেন নাস্তিকতা-বীজ বপন করুন না, আহার বিহারাদি নিয়ম প্রতিপালিত ইন্দ্রিয় বশবর্ত্তী, বন্ধু দ্বারা পরিজনাদ সহবাসলোলুপ, প্রতিপদে সংসারশৃঙ্খলাবদ্ধ জড়দেহধারী সাকারসেবক ভ্রমান্ধ আত্মাভিমানী মানব, নভোকুসুমচয়নসদৃশ নিরাকার ধ্যানের ভান ধরিয়া মুদ্রিত নয়নে অন্ধকার আকাশতলে বামনের চন্দ্র স্পর্শের ন্যায় বিকৃতাকারে, যুগ যুগ কঠোর ব্রতাচারী ব্রহ্মর্ষিগণবাঞ্ছিত পরম ব্রহ্মানন্দপদ মুহূর্ত্তমধ্যে স্বকীয়ায়ত্বাধীন করিতে করপ্রসারণ করিয়া যত ইচ্ছা তমোরাশিসঞ্চয় করুন না কেন, কঠিন পাঠানখড়্গো অজেয় উচ্চ সত্যধর্ম্মাশ্রমকে মধুর প্রলোভন কৌশলবলে আনত করিয়া বিজয় পতকা হস্তে কলিপ্রভাবে প্রভাবযুক্ত পাপ-রাজ যতই কেন স্ফীতবক্ষ হউন না, আবহমানকাল প্রচলিত স্বপ্রকাশ সত্য কখনই অপ্রকাশিত থাকিবে না। যুগযুগান্তরাদি মহাপ্রলয়ের পরও যাহা পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, সেই অবিনশ্বর সত্ত্ব-গুণ-শালী আর্য্য-ধর্ম্ম-বীজ কখনই বিনষ্ট হইবার নহে।

মহা মহা দেশের মহা মহা ধর্ম্মাত্মা উপদেষ্টাগণ গ্রথিত ধর্ম্মলিপি সকলের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে সাধুযোগিগণ স্ব স্ব দেশীয় জীব-সাধারণের মঙ্গলার্থ এবং তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপনার্থ যে সকল মহাবাক্য গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুধাময় আর্য্যশাস্ত্র-সিন্ধু হইতে স্বভাবজাত স্রোতস্বিনীস্বরূপ ইহ ধর্ম্ম মূলোৎপন্ন নব শাখা বা কৃত্রিম খনন কৌশল আহরিত বেগবতী তটিনীস্বরূপ কালক্রমে কূটকৌশলে প্রয়োজনানুযায়ী সঙ্কলিত হইয়াছে, তথাপিও সে সেই সকল ধর্ম্ম চরিত্র মহাজনগণের উপদেশ সকল মরুদেশে বীজ বপনের ন্যায় অনার্য্যদেশীয় স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের করে ন্যস্ত হওয়ায় সতত দুর্গতি লাভ করিতেছে ইহার কারণ উপদেষ্টাগণের সল্পায়ুতা-প্রযুক্ত জাগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞতা কিম্বা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মতত্বভেদে অপারক অপরিপক্ক বুদ্ধিসঞ্জাত গ্রন্থ সমূহের অশুদ্ধতা বা অসম্পূর্ণতা মাত্র ;—যদধ্যায়নে শিক্ষার্থীচিত্তে অম্বুবিম্ব সদৃশ ক্ষণাধিক ও ধর্ম্মভাব স্থায়ী হইতে পারে না। তবে আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলকে আদর্শস্বরূপ রাখিয়া যে সকল গাথা সংগ্রথিত হইয়াছে, অনার্য্যত্ব নিবন্ধন সমধিক পরিমাণে লঘু হইলেও তাহা কাল্পনিকপন্থাবলম্বী ক্ষণস্থায়ী দলাপেক্ষা দীর্ঘায়ুসম্পন্ন। যাহা হউক, ছায়াস্বরূপ এই সকল অপধর্ম্ম বা গ্রন্থাদি কালে লীন হইবে, কিন্তু সনাতন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রাদি ভগবৎকৃপায় সুচিরসমুজ্জ্বল থাকিবে, ইহা জগতের প্রত্যাঙ্গে প্রকাশ পায়।

দাহিকা শক্তি সত্বেও অগ্নি যেরূপ, আলোক প্রকাশ করিয়া অন্ধকার দূর করেন, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের সুখসেব্যবাঞ্ছিত বিষয়াদি বিরাজিত, ঐহিক সুখ সম্পত্তি, চরিতার্থক্ষম প্রলোভনময় সংসারাশ্রমও যোগ্যজনে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদানে মুক্তহস্ত; একারণ শ্রেষ্ঠাশ্রম বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু মায়ার মহিয়সী মহিমায় অতি সতর্ক স্বভাব বিজ্ঞগণকেও মোহিত হইতে হয় ভাবিয়া অনন্ত-ধীশক্তি বিশিষ্ট পূজ্য আর্য্যঋষিগণ—অধিকন্তু সাংসারিকগণের মুক্তির কারণ—নানা সুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন সংসারাশ্রমী হিন্দুগণকে আর্য্যঋষিগণ নির্ণীত সুকর্ম্মরত সুগমপন্থাবলম্বী দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন আচারাবলম্বী অনার্য্য গ্রন্থদণ্ডাদি জড়পূজক—নিকৃষ্ট নরপূজক পৌত্তলিকগণও তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক সম্ভাষে, উপহাস করিয়া মূঢ়তাপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ফলতঃ তাহাদিগের

অসার বাক্যের প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া সাকার উপাসনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারোদ্যত জনসমাজে অবশেষে ইহা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বল্পায়ু হীন-স্বভাব মূঢ় জীবগণের ঈর্ষোক্তি সকল অপেক্ষা সত্যব্রত জন্মতপস্বী চিরঞ্জীব ব্যাসাদি মহর্ষিগণের পঞ্চম বেদস্বরূপ অমৃতময়ী লিপি সকলের গুরুত্ব অসংখ্য পরিমাণে অধিক অনুভূত হয়। সকলকাম সুরথ শ্রীরামাদি মহাব্রতীগণ, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদি ধর্ম্মাত্মাগণ, রুদ্রাংশ সম্ভূত মহানুভব শঙ্করাচার্য্যাদি সাধকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্ববিদগণ বহুদর্শীতা ও বিশেষ অভিজ্ঞতালব্ধ মনে যে ধর্ম্ম কর্ম্মের অবতারণাদ্বারা প্রতিষ্ঠাবান ও সকলের পূজ্য হইয়াছেন, সেই সকল সুফলপ্রদ কার্য্যকলাপকে আদর্শস্বরূপ দৃষ্টি পূর্ব্বক বিজ্ঞজন-ধার্য্য—তদনুসরণ পন্থাভিন্ন তদ্বিরোধে বাক্য বিন্যাস সামান্য মূঢ়তা নহে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

মিবার রাজবংশের উৎপত্তি।

সুবিখ্যাত টডসাহেব যৎকালে রাজস্থানের ইতিহাস সংগ্রহ করেন, সময় বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রাশি রাশি তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে প্রধানত চারণদিগের গ্রন্থের প্রতিই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী চারণগণ যে সময় প্রথমত বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করেন, সেই সময় তাঁহাদিগকে আবার পুরুষানুক্রমে প্রচলিত প্রবাদ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বসংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং রাজপুতকুলের প্রথম অবস্থার ইতিহাস টডসাহেব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি পুরাণ ও পুরুষাক্রনুমে প্রচলিত প্রবাদের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ প্রত্যেক রাজবংশের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কবি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমরা ত্রিপুরার "রাজমালা" ও কাছাড় 'রাজবংশাবলী' সমালোচনা কালে দেখাইয়াছি যে প্রাচীন ও অপ্রাচীন সমস্ত রাজবংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কবি কল্পনায় জড়িত রহিয়াছে। মহাবীর নপোলিয়ান যৎকালে ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন সেই সময়

তাঁহাকে অষ্ট্রীয়ার রাজবংশজ প্রচার করিবার জন্য এক সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কুঁচবিহার রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা হারুয়া মেচের ঔরসজাত ও কুঁচকন্যা হীরার গর্ব্ভজাত বিশুকে দেবাধিদেব মহাদেবের পুত্র বিশ্বসিংহ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জগতে কেহই আপনাকে নীচবংশজ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে না। (ইচ্ছাকরা উচিত ও নহে।) সুতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে, যখন কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাপুরুষ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহার অনুচর ও আত্মীয় বর্গ তাঁহাকে কোন একটী বিখ্যাত বংশজাত বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

মহাত্মা টড তাঁহার গ্রন্থে মিবার রাজবংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—রঘুকুল তিলক রামচন্দ্রের দুই পুত্র জন্মে, যথা লব ও কুশ। এই লব নবকুটী (লাহোর) নগরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার উত্তর পুরুষগণ দীর্ঘকাল এই নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে লববংশজাত কনকসেন সৌরাষ্ট্র জয় করিয়া বল্লভী নগরে স্বীয় রাজপাঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ৬৬ শকাব্দে (১৪৪ খ্রীঃ অঃ) এই ঘটনা হইয়াছিল। কনকসেনের প্রপৌত্র বিজয়সেন বিজয়পুর ও বিদর্ভ নগরী নির্ম্মাণ করেন। কনকসেন হইতে শীলাদিত্য পর্য্যন্ত টড সাহেব নিম্ন লিখিতরূপ বংশাবলী রচনা করিয়াছেন।

আবিষ্কৃত তাম্রশাসন আলোচনা করিয়া এই বংশের যে বংশাবলী সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।
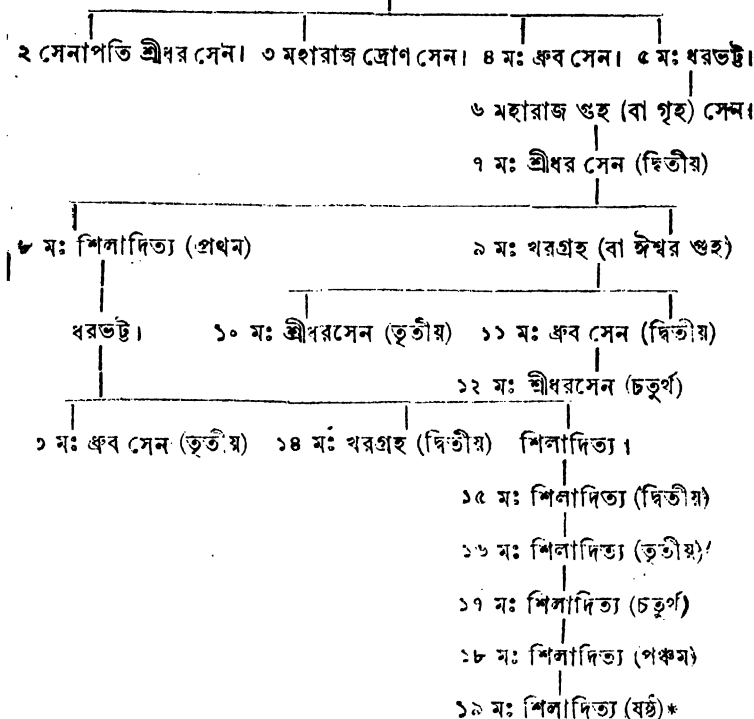
যে সকল তাম্রফলক হইতে এই বংশাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে বংশের স্থাপয়িতা কনকসেন কিম্বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধরসেনের নামের সহিত "মহারাজ" পদ সংযুক্ত নাই। কেবল "সেনাপতি" শব্দ সংযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোন প্রবল পরাক্রমশালী রাজার সেনাপতিস্বরূপে এই রাজবংশ প্রথমে সৌরাষ্ট্রে উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপর কনকসেনের দ্বিতীয় পুত্র দ্রোণ সেন মহারাজ

---

* See Journal A. S. Bengal Vol. IV. p. 586, and Vol. VII. p. 966, I. A. Vol VI. p. 17, and Vol. VII. p. 80, মৎপ্রণীত সেন রাজগণের এবং C. R., A. S. B. p. 115.

আখ্যা ধারণ করত সেই রাজাধিরাজদিগের সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কালে সেই সম্রাট বংশ হীনপ্রতাপ হইলে ইহারা স্বাতন্ত্র অবলম্বন করেন।

তাম্রশাসন, প্রস্তর লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা সমূহ আলোচনা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্বে মগধের গুপ্ত* বংশীয় সম্রাটগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত এই বংশের স্থাপন কর্ত্তা। তাঁহার পৌত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ধারণকরেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্ত "পরাক্রম" ও তৎপত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত "বিক্রম" অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের বিজয় ডঙ্কা সমস্ত ভারতে নিনাদিত হইয়াছিল। এই মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের সেনাপতি কনক সেন সৌরাষ্ট্রের রাজ্য শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।†

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং ইহার উদ্দেশ্য কি? এই বিষয়টি ঈদৃশ জটিল যে হটাৎ ইহার তাত্ত্বিক অর্থ উপলব্ধি করা নিতান্ত কঠিন। কতপ্রকার লোকে এই শব্দকে কত রূপ অর্থে যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। সামান্য লোকেরা মনে করেন যে তবে ধর্ম্ম বোধ হয় অনেক রকম, কিন্তু তাহা নহে; ধর্ম্ম এক হইয়াও ব্যক্তি ও জাতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ধর্ম্মশব্দের যৌগিক অর্থ দেখিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে সমগ্র মনুষ্যকে একত্র বদ্ধ করিয়া রাখাই ধর্ম্মশব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত। কারণ ধৃ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক মন্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটি সাধিত হইয়াছে। তার্কিকগণ ধর্ম্ম শব্দের এই অর্থ করেন :—

* মৌর্য্যবংশ নহে।

† I. A. Vol. VI. p. 9, and C. R. p. 116.

"ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিসাধনং।
গঙ্গাস্নানাদি যাগাদি ব্যাপারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ অদৃষ্ট দুই প্রকার ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়। গঙ্গাস্নানাদি ও যাগাদি করিলে এক অপূর্ব্ব জন্মায়, তাহার বিনাশ নাই এবং সেই অপূর্ব্বদ্বারা কালান্তরে স্বর্গাদি লাভ হয়। নতুবা অধুনা কৃত যাগাদিদ্বারা মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ অযৌক্তিক হয় কারণ যাগাদির করণানন্তরই ধ্বংস প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে ধর্ম্মশব্দের এই লক্ষণ করিয়াছেন "চোদনা লক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ"—"চোদনা পদেনা পূর্ব্বরূপকার্য্য প্রতিপাদকং বাক্যমুচ্যতে, তেন লক্ষতে প্রমীয়তে যোঽপূর্ব্বরূপঃ কার্য্যোঽর্থঃ স ধর্ম্ম ইতি সূত্রার্থঃ।"

অর্থাৎ অপূর্ব্বরূপ কার্য্য প্রতিপাদক বাক্যদ্বারা যাহার প্রমাণ করা যায় এমন যে অপূর্ব্বরূপ অর্থ তাহার নাম ধর্ম্ম। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই দুই মত ফলে এক। সংহিতাকার মনু, 'ধর্ম্ম' কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যাক ঃ—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনা মাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥"

অর্থাৎ বেদ, বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি ও ব্রহ্মণ্যতাদি ত্রয়োদশপ্রকার শীল, সাধুদিগের সদাচার এবং আত্মতুষ্টি এই চারিপ্রকার ধর্ম্ম প্রমাণ। পদ্মপুরাণে ধর্ম্মের বিশেষ প্রকার নির্ণয় আছে। যথা ঃ—

"পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্।"

অর্থাৎ সৎপাত্রেদান, কৃষ্ণে ভক্তি, মাতা পিতার সেবা, শ্রদ্ধা, (বিশ্বাস), দেবতাদিগকে পূজোপহার দান, এবং গোগ্রাস প্রদান এই ছয়প্রকার ধর্ম্ম লক্ষণ।

যাহাইহউক না কেন ধর্ম্ম যে কি এবং কিরূপ অনুষ্ঠানে যথার্থ ধর্ম্ম সাধিত হয় তাহা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত মনুষ্যসাধ্যাতীত। এ বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধ্য নয়। এ বিষয়ে তর্কে কিছুই স্থির করা যাইতে পারে না। বিশ্বাস ভিন্ন কোন ধর্ম্মই সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। সকল সাম্প্রদায়িক-

গণই এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত অধিক দেখাইবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তারা বলিয়াছেন "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি" অর্থাৎ বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। কোন বঙ্গকবি বলিয়াছেন," "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" খৃষ্ট বলিয়াছেন, "Faith can move mountains." অতএব দেখা যাইতেছে যে বিশ্বাস ভিন্ন আমরা কখনই কোন ধর্ম্মবিষয়েই স্থির করিতে পারি না। স্বীকার করিলাম বেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণাদি সকলেই একবাক্যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানাদিকে ধর্ম্ম সাধন বলিয়াগিয়াছেন। এবং কাহাকে সৎকর্ম্ম বলে তাহারও বিশেষ বৃত্তান্ত দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বাক্য যে, একবারে অভ্রান্তরূপে গৃহীত হইবে এ কথা যদি কেহ না স্বীকার করেন তবে তাঁহাদের সে বাক্যে কোন ফল হইল না। অবএব অগ্রে বিশ্বাসের প্রয়োজন— তদনন্তর ধর্ম্ম সাধন হইতে পারে। যেমন কোন শিশুকে তাহার পিতামাতা প্রভৃতি যাহা শিক্ষা দেয় শিশু তাহাই শিক্ষা করে। তখন তাহার কোন তর্ক শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। কিন্তু সেই ধ্রুব বিশ্বাস বলেই অবশেষে পার্থিব অবশ্য জ্ঞেয় সকল বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করে। সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে আমরা সকলে শিশু; বেদাদি আমাদিগের পিতামাতা স্বরূপ; তাঁহারা আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দেন তাহা যদি আমরা একান্ত অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে আমরা অবশেষে বিশেষ ফল লাভ করিতে পারিব সন্দেহ নাই। তাঁহাদের উক্তি, তর্কদ্বারা সপ্রমাণ করিতে গেলে কেবল ক্রমশঃই অধিকতর জটিলতায় পতিত হইয়া অনন্তকাল সন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। যে কোন বিষয়েই প্রমাণ করিতে হউক না কেন তাহার এক মূল ভিত্তি প্রয়োজন। সেই মূলভিত্তি অবলম্বনে আমরা অতি উন্নত ও প্রশস্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারি। প্রাসাদের স্থৈর্য্য ও দৃঢ়ত্ব ভিত্তির স্থৈর্য্য ও দৃঢ়ত্বের উপর নির্ভর করে। এ ধর্ম্মপ্রাসাদও ঠিক সেইরূপ। আপ্ত বাক্যাদিতে শ্রদ্ধা যখন ধর্ম্মের মূলভিত্তি হইল, তখন ঐ শ্রদ্ধা অবিচলিতভাবে থাকিলেই ধর্ম্ম ও অবিচলিত থাকিবে সন্দেহ নাই। উহার বৈপরীত্যে অতি বিষময় ফল উৎপাদিত হইয়া অধিকারীকে ধর্ম্মজীবনবিহীন করিয়া ফেলিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

জটাধারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ বা ভূমিকা।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত শিউরির দক্ষিণ পশ্চিম কোণাংশে অন্যূন পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান মধ্যে 'বক্কেশ্বরের মন্দির' নামে একটী শিব-মন্দির আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কত দিন অতীত হইল যে এই দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; অথচ পুরুষানুক্রমে বহুতর হিন্দুর নিকট এই মহামন্দির সুপরিচিত। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে মহামুনি অষ্টাবক্র ঐস্থানে আশ্রম গ্রহণ করিয়া বহুদিন যাবৎ যোগসাধন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদ্বারাই এই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া, সাধারণে ইহঁাকে 'বক্কেশ্বর শিব' বলিয়া থাকে। বক্কেশ্বরের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পাঁচটী 'কুণ্ড' অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই কুণ্ডগুলির জল সর্ব্বদাই উষ্ণ প্রস্রবণের মত ফুটিতেছে। ইহার একটীর নাম 'সূর্য্যকুণ্ড।' সর্ব্বাপেক্ষা এইটীরই মহাত্ম্য অধিক। মন্দিরের সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। নদীটীরও নাম 'বক্কেশ্বর নদী'—মন্দিরকে দক্ষিণ পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত প্রান্তর; মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র পল্লী বিরাজিত। ইহার মধ্যে ভিহি বক্কেশ্বর ও তাঁতিপাড়া এই দুইটি প্রধান,—অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। নিজ মন্দিরের নিকটে কোনরূপ লোকের বাসস্থান নাই। স্থানটী অতি মনোরম; ক্ষণকাল তথায় অতিবাহিত করিলে বিষয় বিষে জর্জ্জরিত প্রাণও শান্তিরসে আপ্লুত হয়; সুতরাং, বীরভূম জেলায় বক্কেশ্বর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিন, দেশ দেশান্তর হইতে কত শত যাত্রী, প্রাণের আশা মিটাইবার জন্য, মহাদেবের পবিত্রমূর্ত্তি দর্শনলালসায়, নয়নের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানা স্থানের নানা প্রকারের লোক সমবেত হওয়ায় তথায় একটী মেলা বসিয়া থাকে।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, শিবচতুর্দ্দশীর দিনে এরূপ একটী মেলা বসিয়াছে। লোকে লোকারণ্য;—কত সন্ন্যাসী, কত সাধু, কত গৃহী শিব-দর্শন মানসে বহু দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।

সকলের হৃদয়ই কি এক আনন্দে উৎফুল্লিত; সমস্ত দিনের উপবাসে এবং বহু পথভ্রমণজনিত শ্রান্তিতেও কোনরূপ কষ্ট অনুভব করিতেছে না। সকলেই সাগ্রহে রাত্রের অপেক্ষায় কোনক্রমে দিবাংশ অতিবাহিত করিতেছে; এবং যাহার যতটুকু সাধ্য, পূজার আয়োজনে তৎপর রহিয়াছে।

যাত্রীর মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মধ্যে অধিকাংশই বিধবা। একে স্ত্রীলোক, পথভ্রমণজনিত কষ্ট ভোগ করা অভ্যাস নাই; সুতরাং অধিকাংশই মৃতপ্রায় হইয়া, কেবল ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে বলিয়া এরূপ দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতেছে। তাহাতে আবার চৈত্রমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে আরো সন্তাপিত। এত কষ্টের মধ্যেও সকলের প্রসন্ন মুখ। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া সকলে নানারূপ বাক বিতণ্ডা করিতেছে। স্ত্রীলোক যেখানে যাউক না কেন, একটু ঝগড়া না করিলে তাহাদের মন সুস্থির হয় না; সুতরাং শিব দর্শনে আসিয়াছে বলিয়া কি তাহাদের নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? সুযোগ পাইয়া অনেকে ক্ষণকাল হাত নাড়িয়া ঝগড়া করিয়া লইল। সকল স্থলেই অভিমানই বিবাদের মূল,—সুতরাং এখানেও তাহাই ঘটিল। শ্যামা বলিল "আমি চার প'র জেগে কি পরে একটা করে পূজো কর্‌তে পারি" তারামণি তাহার কথায় হাসিয়া বলিল "তুই যা' বলিস তাই বাড়াবাড়ী; তুই চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে থাকৃতে পারিসনে তুই আবার রাত জাগ্‌বি" বিন্দু বলিল "হাতে পাঁজী মঙ্গলবার,—যে যা করে আজকেই দেখা যাবে; মিছে ঝগড়া করিস কেন লা?" ইহার মধ্যে একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক প্রথমোক্ত শ্যামাঠাকুরণকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ ভাই! তুই শিব্ পূজোর মন্তোর জানিস?" ইহাতে শ্যামা ঠাকুরণ দ্বিগুণ রাগান্বিত হইয়া মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত পূর্ব্বক বেশ দশ কথা শুনাইয়াদিল। সুতরাং কথায় কথায় উভয় পক্ষে একটী তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়া উঠিল। এইরূপ যেখানে পাঁচজন স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়াছে, সেই খানেই একটা না একটা গণ্ডগোল।

কিন্তু এস্থানের ভক্তের অভাব নাই। কত ভক্ত আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রকৃত প্রাণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আসিয়াছেন। মুখে আর কোন কথা নাই, কেবল 'হর হর ব্যোম ব্যোম' রব। কত ভক্তিমতী স্ত্রীলোকও ভক্তিভাবে

শিবনাম জপ করিতেছেন। সুতরাং, ভাল মন্দয় মিশাইয়া সে স্থান একরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ভাল মন্দে মিশিয়াই এই জগৎ; ভালমন্দ উভয় একত্রে না থাকিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না।

দেখিতে দেখিতে বসন্তকালীন সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে চামর ব্যজন পূর্ব্বক শ্রান্ত পথিকগণের মন প্রাণ শীতল করিয়া, নিঃস্বার্থপরোপকারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া চলিয়া গেল। ক্রমে ধরণী নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। সন্ধ্যা-সুন্দরী তিমির বসনে পরিবৃতা হইয়া মস্তকে নক্ষত্র-রত্ন পরিধান পূর্ব্বক ধরা-উদ্যানে ভ্রমণার্থ অবতীর্ণা হইলেন। অমনি সকলের চমক ভাঙ্গিল। সকলেই সসব্যস্তে পূজার আয়োজনে তৎপর হইয়া মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। প্রান্তর জনশূন্য হইল; কেবল একজন মাত্র নিজস্থান পরিত্যাগ করিলেন না।

মন্দির হইতে দুই তিন রশী ব্যবধানে একটীমাত্র অতিক্ষুদ্র ও জীর্ণকুটীর; কুটীরের অভ্যন্তরটী অতি পরিষ্কার ও পবিত্রজনক, নানাবিধ পূজোপযোগী তৈজসপত্রে সুসজ্জিত। মধ্যে একখানী অতি সুন্দর ও সুঠাম চতুর্ভুজা দেবী প্রতিমা দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। মা সিংহাসনোপবিষ্টা, রত্নকাঞ্চন বিভূষিতা, চারি হস্তে বরাভয় ধনুর্ব্বান ধারিণী। জবাপুষ্প বিল্বদলে মায়ের পাদপদ্ম সুশোভিত; সে প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি দেখিলেই হৃদয়ের ভক্তিভাব স্বতঃই উচ্ছ্বলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপে মা জগদম্বা সেই জীর্ণ পর্ণ কুটীর আলোকিত করিয়া বিরাজমানা। মায়ের সম্মুখে জটাজুটধারী, পরিধানে গৈরিক বসন, গলে রুদ্রাক্ষ, ভালে রক্তচন্দন, সর্ব্বাঙ্গবিভূতি পরিলেপিত একজন সন্ন্যাসী পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সুস্বর তানলয়মান সংযোগে স্তব করিতেছেন। সে স্বর গগণ মার্গ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। যাত্রীদিগের সে গভীর রোলের মধ্যেও কেহ কেহ সে সুগম্ভীর ভক্তিমাখা স্বর শুনিতে পাইতেছে। যাহারা শুনিতে পাইল তাহারা সকলে তত মনোযোগ করিল না। কেবল একজন সে স্বর ভুলিলেন না;—উৎকর্ণে সোৎসুকে সে স্বর লক্ষ্য করিয়া, সে অপূর্ব্ব সংগীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অন্ধকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একে অমাচতুর্দ্দশী, তাহাতে আবার সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই অল্প অল্প মেঘ দেখা দিয়াছিল। উহা এক্ষণে ঘন হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে নিবিড় মেঘরাশি সমস্ত আকাশ মণ্ডল

ঢাকিয়া ফেলিল। মেঘ ছিদ্রশূন্য, জলকণায় পরিপূর্ণ, গাঢ়ধূমবর্ণ; তলে সর্ব্বাবরণ কারিণী অনন্ত নিবিড় অন্ধকার। অন্ধকারে নদী, প্রান্তর, গ্রাম ও মন্দির সমস্ত আবরিত করিয়া ফেলিল। ক্রমে মেঘরাশি ঘোরতর আড়ম্বরে চারিদিক আঁটিয়া যেন আপনার সীমা দখল করিয়া লইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চপলা ভূমণ্ডল চমকিত করিয়া ভীষণরূপে আকাশ-বক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। প্রকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

সময় বুঝিয়া, এই ঘোর দুর্য্যোগ মধ্যে, এই সামান্য পর্ণ কুটীরস্থ ভক্ত-সন্ন্যাসী পুনরায় গদ গদ স্বরে গান ধরিলেন।

* * * * *

সখ্যং চক্রং গদাং শক্তিং, হলঞ্চ মুষলায়ুধং।
খেটকং তোমরঞ্চৈব, পরশুং পাশমেবচ॥
কুন্তায়ুধঞ্চ খড়্গাঞ্চ, সাঙ্গায়ুধ মনুত্তমম্।
দৈত্যানাং দেহনাশায়, ভক্তনাম ভয়ায় চ।
ধারয়ন্ত্যায়ুধান্নীথ্যং, দেবানাঞ্চ হিতায়বৈ॥
নমস্তেস্তু মহারৌদ্রে মহাঘোর পরাক্রমে।
মহাবলে মহোৎসাহে, মহাভয় বিনাশিনী॥
ত্রাহিমাং দেবি! দুষ্প্রেক্ষ্য, শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধিণিঃ!
প্রচ্চাংরক্ষতু মামৈন্দ্রী, আগ্নের্য্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণস্যান্তবারাহী, নৈঋতাং খড়্গধারিণী।
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্বায়ব্যাং মৃগ বাহনা।
উদীচ্চান্দিশি কৌবেরী ঐশানাং শূলধারিণী।
উর্দ্ধঞ্চ রখোদ্‌ব্রহ্মাণী অধাস্তদ্বৈষ্ণবী তথা॥
এবং দশদিশোরক্ষেচ্চামুণ্ডাশববাহনা॥

* * * *

অহঙ্কার মনোবুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্ম্মধারিণী।
প্রাণাপনৌ তথাব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্॥
বজ্রহস্তাচমেরক্ষোৎপাদং কল্যাণ শোভনা।
রসেরূপেচ গন্ধেচ শব্দস্পর্শেচ যোগিনী॥

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণীসদা।
আয়ুরক্ষতু বারাহী ধর্ম্মং রক্ষতু বৈষ্ণবী॥
যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতুমাতরঃ।
গোত্রমিন্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্মে রক্ষচণ্ডিকে।
পুত্রান্ ক্ষেন্মহালক্ষ্মী ভার্য্যাং রক্ষতু ভৈরবী॥

পরম ভক্ত ভক্তিভাবে সজলনেত্রে গদ গদ স্বরে মা জগদম্বার স্তব করিতেছেন, এমন সময় 'জয় মা জগদম্বে' বলিয়া কে যেন কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। স্বর বামাকণ্ঠ নিঃসৃত। সন্ন্যাসী সচকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—গৈরিক বসন পরিধানা, রুদ্রাক্ষ সুশোভিতা, ত্রিশূলধারিণী, এক সুন্দর ভৈরবী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। অপূর্ব্বরূপ, মনোহর কান্তি! এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্ব-সুলক্ষণা রমণীরত্ন, যেন বিধাতা কোন বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধিমানসে সৃজন করিয়াছেন। বয়স অল্প, কিন্তু অবয়ব শান্ত ও গম্ভীরভাব ব্যঞ্জক। দেখিলেই পাষাণ হৃদয়েও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। এই ঘোর দুর্য্যোগেও এ দুস্তর প্রান্তর মধ্যে স্ত্রীমূর্ত্তি অটল। সন্ন্যাসী ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন "মা এখানে যে?" সন্ন্যাসীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সে দেবী মূর্ত্তি 'মা—মা' বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়।

কোন্ পথে?

কর্ণধার! কি করিয়া চালাইবে তরি?
দারুণ—দারুণ সাজ,
পরিয়াছে ধরা আজ,
দয়া মায়া সব পরিহরি,—
কেমনে বা তুমি তব ভাসাইবে তরি?

ভয়াল গভীর নিশি
আঁধারের সনে মিশি
দিগ্বিদিক না হয় নির্ণয় ,—
নাহি চন্দ্র, নাহি তারা
ধরা যেন জ্ঞানহারা
একাকার রাজ্য সমুদয়।
বায়ু বহে ভীমস্বন,
সুগম্ভীর গরজন,
পাগলের মত দিশেহারা ;—
ভয় বাধা কিছু নাই
ছুটেছে সকল ঠাঁই
স্তম্ভিত জগৎ ভয়ে সারা !
গগনে দামিনীবালা,
চমকে করিয়ে আলা,
পলাইছে নয়ন ধাঁধিয়া ;—
ভীষণ ক্রীড়ায় হেন,
তরাসে সাগর যেন,
গুরূচ্ছ্বাসে উঠিছে কাঁদিয়া।
নিবিড় নীলাব্ধি অঙ্গে,
ব্যোমছায়া খেলে রঙ্গে,
ভ্রূভঙ্গে কাঁপিছে চারিভিত ;—
তটে ঘাত প্রতিঘাত,
মুহুর্মুহু বজ্রপাত,
দিগঙ্গনা ভীত সচকিত।
উত্তাল তরঙ্গমালা,
খেলিছে বিকট খেলা,
প্রতিধ্বনি উঠিছে শিহরি ,—

আঁধারে ছায়ার প্রায়
সব মিশাইয়া যায়
এ আঁধারভার ভেদ করি—
কেমনে বা চালাইবে তরি ?

অথবা ভাসাও যদি তরি
কর্ণধার! কোন পথ যাবে তুমি ধরি ?
ভীম-সিন্ধু ওতপ্রোত
প্রখর প্রচণ্ড স্রোত,
ছুটে সব চুরমার করি—
কোন পথে তুমি তব চালাইবে তরি ?

স্রোতোমুখে গেলে ভেসে,
কি যে হবে অবশেষে,
কে-জানে-কি হইবে ঘটন,—
আত্ম রক্ষা হবে দায়,
আছাড়ি গিরির গায়,
হয়ত হইবে নিমগন।
নয়ত চড়ায় বেঁধে,
দিন যাবে কেঁদে কেঁদে,
বান্‌চাল হবে ওই তরি;—
প্রাণের অনন্ত তৃষা
উন্নতি মুক্তির আশা
রবে কারে আশ্রয় বা করি ?
নয়ত অজানা দেশে
কোন্‌খানে যাবে ভেসে,
পারিবে না ফিরিয়া আসিতে;—
নির্ব্বাসিত সম কাল

কাটাইবে চিরকাল
আশা-বাসা ভাঙিবে চকিতে!
নয়ত আঁধার রাতে,
পড়িয়া দস্যুর হাতে,
হারাইবে অমূল্য জীবন;—
উদার কল্পনা কায়া,
হইবে আঁধার ছায়া,
অবসান জনম মতন;—
কর্ণধার! কোন পথে তোমার গমন?

অথবা এমন যদি কর,—
উজান বাহিয়া নদী
কর্ণধার! যাও যদি
ধীরে ধীরে হও অগ্রসর;—
প্রতি পদে সাবধান,
হৃদয়ে ঈশ্বর-ধ্যান,
এই ভাবে চলে যদি যাও;—
হয়ত গো অবশেষে
যেতে পার সেই দেশে
যে দেশের গান তুমি গাও!
মিলিতে না যদি পার
ফিরিয়া আসিতে পার
এ তোমার সাধের আবাসে;—
পাবে স্রোত অনুকূল
পথ নাহি হবে ভুল
দুঃখ ভোগ না হবে প্রবাসে!
সকলেরি দুটি পথ—নিয়মের দাস
কর্ণধার! কোন্ পথে তোমার প্রয়াস?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

জীবন্ত একাগ্রতা

একদা কোন ব্যাধ শিকারার্থ বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন স্থানেই শিকার জুটিল না। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই বেলা যত অধিক হইতে লাগিল, তাহার চিত্তও ততই চিন্তাকুলিত হইল। শিকার করিতে না পারিলে গৃহে যায় কিরূপে? অপগণ্ড শিশু সন্তান, দরিদ্রা ভার্য্যা,—আহা! যাহাদের এ সংসারে আর কোন অবলম্বন নাই,—তাহার আশা-পথ চাহিয়া নীরবে ম্রিয়মাণ রহিয়াছে। ব্যাধের শিকারলব্ধ অর্থ ভিন্ন তাহাদের দিন গুজরানের আর কোন উপায় ছিল না। ইহাতে অতিকষ্টে স্বষ্টে কোন রকমে সেই নিঃস্ব পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত; সুতরাং যেরূপে হোক তাহাকে কিছু না কিছু শিকার করিতেই হইবে। ফলে ভাগ্যক্রমে মিলিতেছে না। হায়! সংসারে দারিদ্র দুঃখাপেক্ষা আর অধিক জ্বালা কি আছে?

পরিধানে জীর্ণবাস, আহারাভাবে শীর্ণকায়, বিষাদ কালিমায় পাণ্ডবর্ণ, তীর ও ধনু হস্তে হতভাগ্য ঘুরিতে ঘুরিতে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল। অবিশ্রান্ত দুর্গম পথভ্রমণে শরীর ক্লিষ্ট, পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াও নিরস্ত হইল না,—উর্দ্ধদৃষ্টে, বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অদৃষ্টকে শতধিক্কার দিয়া মনে মনে ভাবিল, "আজ অশুভক্ষণে কোন্ দুর্ম্মুখের মুখ দেখিয়া বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছি।"

ঘুরিতে ঘুরিতে একটী সুন্দর পক্ষী তাহার নয়ন-পথে পতিত হইল। অমনি আশ্বস্ত প্রাণে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া, যথা রীতি ধনুকে বাণযোজনা পূর্ব্বক উচ্চবৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষীটীর প্রতি লক্ষ্য করিল, কিন্তু সেবার তাহার সে লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; পাখীটি উড়িয়া স্থানান্তরে বসিল। ব্যাধও তাহাতে হতাশ হইল না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার বাণত্যাগ করিল, দুর্ভাগ্যক্রমে এবারও তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না।

তাড়া খাইয়া পাখাটী একবার এ ডাল একবার ও ডাল অবলম্বন করিতেছে, ব্যাধও দ্রুতপদে তাহার লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত হইল না;—একাগ্র মনে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে তাহার বিনাশার্থ কৃত সঙ্কল্প হইয়া ক্রমে ক্রমে অরণ্যের অতি গভীরতমপ্রদেশে—অতি নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল। আরণ্য কণ্টকে সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত, পদদ্বয় কঠিন উপলখণ্ডে

আঘাতিত হইল, কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। যেরূপই হউক তাহাকে পাখীটী মারিতেই হইবে ; সুতরাং এক্ষণে তাহার লক্ষ্য বা চিন্তাস্রোত কি ভিন্নদিকে স্থান পাইতে পারে? সুদৃঢ় অধ্যবসায়, জীবন্ত একাগ্রতা প্রভাবে কেবল তাহাতেই নিমগ্ন রহিয়াছে। এইরূপ একাগ্রমনে যাইতে যাইতে হঠাৎ কি এক গুরু দ্রব্যে বাধা পাইয়া সে ভুমিতে পতনোন্মুখপ্রায় হইল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পশ্চাতে যাহা দর্শন করিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল ;— ভয়ে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত—প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ; ধমণীতে রক্তস্রোত প্রবল বেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। দেখিল, এক পদ্মাসনোপবিষ্ট জটাজুটধারী গৈরিক বসন পরিধান, বিভূতি পরিলেপিত তেজস্বী মহাপুরুষ ধ্যানযোগে ঈশ্বরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারি অঙ্গস্পর্শে সে পতনপ্রায় হইয়াছিল। "নীচ কিরাতজাতির ঘৃণিত অঙ্গাঘাতে যোগার যোগ ভঙ্গ হইয়াছে, কটাক্ষে এখনি ভস্মীভূত করিবে" এই নিদারুণ চিন্তায় সে মৃতপ্রায় হইল। বাষ্পাকুললোচনে—ভয়বিহ্বল সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তপস্বী সমীপে জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল,—দীনভাবে মনে মনে সহস্র ক্ষমা প্রার্থনা করিল,—কিন্তু একটী মাত্রও বাক্য স্ফুরণ করিতে সাহসী হইল না। ভীষণ অজাগর পৃষ্ঠে পদতল পতিত হইলে, সে এতদূর ভীত হইত কি না সন্দেহ।

পরম বিবেকী তাপস তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাকে তদাবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া সকরুণ স্নেহবাক্যে কহিলেন "তোমার কোন ভয় নাই,—আমি তোমার অপরাধ গ্রহণ করি নাই।" কিন্তু একান্ত কৃতজ্ঞ হৃদয় সেই কিরাতকুলভূষণ, তাহাতে প্রবোধ না মানিয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাকুলতার লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল ; এবং প্রাণের সুগভীর কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তাঁহার পদতলে লুণ্ঠন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার আশ্বাস বাক্যে তাহাকে ভুমি হইতে উঠাইয়া কহিলেন,—"আমি সত্য বলিতেছি, তোমার উপর তিলার্দ্ধও অসন্তুষ্ট হই নাই ; বরং তোমার ঈদৃশ সৌজন্যতা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি তোমার বাঞ্ছিত পথে গমন কর।" অতঃপর তিনি মনে মনে বলিলেন —"হায়! সকল মানুষের প্রাণ এরূপ উন্নত হইলে, আজ সংসার কি সুখেরি হইত।"

ক্রমশঃ

জীবন্ত-একাগ্রতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধর্ম্মব্রত তপস্বীর এবম্বিধ আশ্বাস বাক্যেও ব্যাধ সবিনয়ে আপন দোষ স্বীকার করিয়া পুনরায় ম্রিয়মাণ রহিল। তাহার আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইল যে, সে এই কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন-স্বরূপ তাপসের কোন উপকার করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিতাপস, ব্যাধের ঈদৃশ সৌজন্যতা, সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও অদ্ভুত একাগ্রতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, মানুষের কা'র প্রাণে কি অমূল্যধন নিহিত আছে তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি" এ কথা যে অতি সত্য, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে এ দেবচরিত্র অতুল একাগ্রশালী ব্যাধের দ্বারা এমন কোন সুদুর্লভ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে উভয়েরি অনন্তকাল অনন্তসুখ মিলিতে পারে।

এই স্থির করিয়া তিনি ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বাপু! তোমায় আমি অন্তরের সহিত ক্ষমা করি, যদি তুমি আমার একটী কাজ কর। দেখ, আমার একটি ছোট ছেলে আছে, সে বড়ই দুষ্ট—আমার ভারি অবাধ্য—কিছুতেই বশে আ'স্‌তে চা'য়না। তার জন্যে আমি সমস্তই ত্যাগ করে এই বনে এসে আশ্রয় লয়েছি, কিন্তু তা'কে কিছুতেই ধরা পাই না। এই বনের আস্‌পাশেই আছে, অথচ আমাকে দেখা দেয় না। তা, বাপু, তুমি যদি একটু কষ্ট করে তা'কে ধরে এনে দেও, তবে বিশেষ উপকার কর। আর তা'হলে তোমাকেও আর এ জঘন্য বৃত্তি কর্‌তে হ'বে না।"

কৃতজ্ঞ ব্যাধ, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া হৃষ্ট চিত্তে আগ্রহ সহকারে কহিল, "মহাশয়! ইহার জন্য ভাবনা কি;—সে ছেলেটিকে দেখ্‌তে কেমন বলুন

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সুপণ্ডিত তাপসপ্রবর, তখন মহর্ষি ব্যাসোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ—যেরূপে তিনি নন্দালয়ে অপূর্ব্ব লীলা করিয়া ভক্তের

প্রাণ মোহিত করিয়াছিলেন,—সেই জগন্মোহন পবিত্র রূপ অতি বিশদভাবে বর্ণন করিলেন। তাহা ক্ষণকাল মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, অশান্তিময় বিদগ্ধ প্রাণও সকরুণ শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অপ্রেমিক হতভাগ্য লেখক, সে যোগীজন-অপরিজ্ঞেয় ভুবন-মোহন-রূপ বর্ণনে নিতান্ত অক্ষম ;— পাঠকগণ তাহা নিজ নিজ জীবনে অতিগভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া লইবেন।

পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত সুকৃতি ফলে পরমভাগ্যবান সেই ভাবুকাদর্শ ভক্তকুল-চূড়া সরল ব্যাধ,—নির্ব্বাক ও নিস্পন্দভাবে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল। ভক্তি-রসে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া প্রকৃত ভাবগ্রাহীতার পরিচয় প্রদান করিল। বদনমণ্ডলে যেন জীবন্ত একাগ্রতার জীবন্তছবি পরিলক্ষিত হইল। অচল-অটল-স্থির প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বল প্রতিভা যেন আপনা হইতেই পরিচয় দিল, "একার্য্য অবশ্যই সম্পাদিত হইবে।" অনন্ত প্রকৃতিও যেন ইহাতে অনু-মোদন করিলেন।

তদনন্তর সে সুধীর ব্যাধ তপস্বী-চরণে ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক, তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বালকের অনুসন্ধানে প্রস্থান করিল। ক্ষণপরেই অধিক দূর যাইতে না যাইতে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল,—"মহা-শয়! আর একবার সেই রূপ বলুন, আমি ভুলিয়াগিয়াছি।" সুবিজ্ঞ তাপস আবার সেই সুঠাম ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা নবনীরদবর্ণ দুর্ব্বাদলসদৃশ শ্যামরূপ বিবৃত করিলেন, ব্যাধ একাগ্রমনে শুনিল। "এবার আর ভুলিব না" বলিয়া খানিক গেল, পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর একটীবার বলুন, তাহা হইলে আর কখনই ভুলিব না।" তপস্বী পুনরায় সেই মধুর-নাদী-নূপুরপরিশোভিত লোহিত চরণ যুগল, বনফুল সুশোভিত পীতধড়া বাস, পদ্মহস্তবিরাজিত মোহন বাঁশরীর অপূর্ব্ব-মহিমা, মস্তকের কেশরাশি হইতে চরণের নখাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের অলৌকিক গঠন অতি সরলভাবে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিলেন ;—ব্যাধ ঐকান্তিকমনে সমস্ত শ্রবণান্তর গম্ভীর ভাবে প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য, যে, সে এক্ষণে তাহার শীকার বা স্ত্রীপুত্রাদিগের কথা এককালে বিস্মৃত হইয়াছে।

কতক পথ অগ্রসর হইতেছে, আবার খানিক থামিল ; আবার কিছু যায়, পুনরপি নিমীলিতনেত্রে দণ্ডায়মান হয়। ব্যাধস্বভাবপ্রযুক্ত পূর্ব্বস্মৃতি

বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সে সেই রূপ অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে সক্ষম হইতেছে না; সুতরাং একবার বিস্মৃত হয়, আবার আয়ত্ত করিতে যত্নবান হইতেছে। প্রকৃতির এমনি অদ্ভুত ক্ষমতাই বটে!

এমন কিছুক্ষণ বনে বনে ঘুরিয়া, ব্যাধ তপস্বী সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, যে এক অতি দুর্গম পর্ব্বত শিখরে সে যেন ঠিক সেইমত একটি শিশুকে দেখিয়াছে, কিন্তু সে শিশু তাহাকে চকিতের ন্যায় একবার মাত্র দেখা দিয়া যে কোথায় লুক্কায়িত হইল, তাহা সে কিছুতেই সন্ধান করিয়া পাইল না।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মুমুক্ষু তাপস সেই ব্যাধরূপী মহাত্মাকে স্বীয় সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। এইবার তাহার পূর্ণজ্ঞান বিকাশিত হইয়া প্রাণ যেন কি এক নবভাবে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল। যোগীর যোগসিদ্ধ তেজময় বাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া, সেই ব্যাধরূপী আদর্শ-পুরুষ পুনর্ব্বার শিশু উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নবজীবন যেন কিছু অধিক বল সঞ্চয় করিল।

উন্মাদ সদৃশ নির্ব্বাক ও অনন্তরূপধ্যানে তন্ময়প্রায় হইয়া, ভয়াল হিংস্র শ্বাপদকুল পরিবেষ্টিত অরণ্যের গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত ওতপ্রোতভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আহার, বিশ্রাম বা শরীরের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। জীবন্ত একাগ্রতাবলে, ধ্যান-যোগের অচিন্ত্য মহিমায়—সেই মহাত্মা স্বীয় উদ্দেশ্য পালনার্থ পার্থিব জীবনের সমস্তই বিসর্জ্জন করিলেন;—নশ্বর দেহের কার্য্য একপ্রকার শেষ হইয়া আসিল। ধন্য অধ্যবসায়!

এরূপ জীবন্ত একাগ্রতা যাহার হৃদয়ে, অন্তর ঈদৃশ সরল বিশ্বাসে পূর্ণ, তাহার অসাধ্য জগতে কি আছে? ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের ফল কোন কালে বিফল হয়? একদিন এক নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে সেই মহাত্মন শিশুরূপী ভগবান-ধ্যানে তন্ময় আছেন, করুণা-নিধান-সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন-মঙ্গলময়-হরি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন।

ব্যাধ অকস্মাৎ সে অতুলনীয় ভুবন-মোহনরূপ সম্মুখে দর্শন করিয়া, ক্ষণকাল সংজ্ঞাহীন চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। প্রাণ যেন কি এক কেমন ভাবে মাতিয়া উঠিল। হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ ভক্তি-লহরী যেন আনন্দ-তুফানে উদ্বেলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া

আনন্দবিভোর প্রাণে সেই মহাত্মন শিশুরূপী ভগবানকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর ক্রোড়ে তুলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বনপূর্ব্বক, তাপসের শিশুজ্ঞানে তাঁহাকে বিস্তর মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "ছি বাবা! এমন দুষ্টমি কি কর্‌তে আছে? বাপের সঙ্গে একি ভাল দেখায়? চল এখন তোমাকে সেখানে লয়ে যাই।"

বালক কহিল,—"তুমি আমাকে বল্‌ছ বটে, কিন্তু আমার বাপ আমায় তেমন ভালবাসে না, আমার মনের মত কাজ করে না। আমায় যে আদর করে ডাকে, আমি তারি কাছে যাই। বাবা ত আমায় তেমন যত্ন করে না; উল্টে কত সাজা দেয়, তবে আমি তাকে দেখা দেবো কেন?"

ব্যাধ কহিল,—"তা' হোক বাবা! তিনি ত তোমার বাপ, তাঁর উপর কি রাগ কত্তে আছে? আর বিশেষ তুমি না গেলে আমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন না।" এই বলিয়া ভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

করুণানিধান-ভগবান, ভক্তের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ হয় দেখিয়া অগত্যা তথায় যাইতে সম্মত হইলেন। ব্যাধও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পূর্ব্ব কথিত স্থানে তাপস-সমীপে উপনীত হইল এবং সংক্ষেপতঃ স্থূল স্থূল বিষয় জ্ঞাত করিল।

পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত সুকৃতির অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন, সেই ইহলোকের মহাপুরুষ সদৃশ তাপস প্রবর শিশুরূপী ভগবানকে সম্মুখে পাইয়াও দর্শন লাভে বঞ্চিত হইলেন। আজিও তাঁহার সে দিব্য চক্ষু লাভ হয় নাই,—আজিও তাঁহার সে সুদুর্ল্লভ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশাভাব,—সুতরাং তিনি সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। অহো! অদৃষ্ট-চক্রের কি বিচিত্র গতি!

ব্যাধ কহিল, "মহাশয়! দেখুন এই আপনার শিশু কি না?" তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরহিতকাম তাপস, ভগ্ন হৃদয়ে ব্যথিত-প্রাণে মর্ম্মান্তিক যাতনায়ও সে ভাব গোপন করিয়া (পাছে ব্যাধের সন্দেহ প্রযুক্ত তাহার সকলি পণ্ডশ্রম হয়) নিদারুণ কষ্টের সহিত কহিলেন, "হাঁ! এক্ষণে উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি কতদিনে আমার প্রতি সদয় হ'বে?" ব্যাধ তাহাই করিল,—উত্তর হইল (লেখনী কম্পান্বিত হয়) "শত জন্মে।"

যোগীর মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল, এককালে যেন শত বৃশ্চিকে দংশন

করিয়া উঠিল। "শতজন্ম" ভাবিয়া প্রাণ আকুলিত হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে অমনি ধরাশায়ী হইয়া বিলাপ'ধ্বনিতে দিগ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন ;—আত্মগ্লানিকর সকরুণ প্রার্থনায় সে স্থান এক অভিনব দৃশ্যে পরিণত হইল। অরণ্যের পশুপক্ষী আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

অকস্মাৎ সে স্থান কি এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই শিশুর দেহ হইতে একটী অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় রূপ আদি-অন্ত-বিবর্জ্জিত-অলৌকিক রশ্মি বিরাটাকারে গগণমার্গ ভেদ করিয়া ক্ষণকাল স্থির হইল, ব্যাধের পঞ্চভূতময় নশ্বর জড়দেহ ভূমিতে পতিত হইয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে এক অতি তেজময় অবিনশ্বর পদার্থ এই জ্যোতির্ম্ময়ে সংমিলিত হইল।—

একে এক মিশিল।

* * *

স্বর্গে দুন্দভিধ্বনি হইল; দেবলোক হইতে বহুসংখ্যক শুভ্রবেশধারী স্ত্রীপুরুষ তাললয়-সংযোগে অপূর্ব্ব-গান ধরিলেন ;—আকাশ হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সে স্থান এক স্বর্গীয় সুগন্ধে আমোদিত ও মনোহর শোভায় পরিণত হইল।

* * *

তপস্বী এতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য প্রায় পড়িয়া ছিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, সেই বন আর সেই তিনি। আর দেখিলেন, ব্যাধের সদ্য মৃত-দেহ ভূমিতে পড়িয়া আছে। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে স্মরণ হইল, যেন তিনি অচৈতন্য হইবার কিছু পূর্ব্বে এই কয়েকটী কথা জলদগম্ভীর ভাষায় শুনিতে পাইয়াছিলেন ;—"ইহ লোক পরীক্ষাস্থল, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে সকলে কর্ম্মফল ভোগ করে; ইহ জগৎ সকলকে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা বুঝাইতে পারে না।"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া তপস্বী পুনর্ব্বার যোগাসনে উপবেশনানন্তর ঈশ্বরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

তপস্বী ও ব্যাধ-জীবন আমাদের পরম শিক্ষাস্থল। কি আশ্চর্য্য! যিনি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-যোগে ঈশ্বরাধনায় নিযুক্ত—দুশ্ছেদ্য সংসার-শৃঙ্খল যিনি অবলীলাক্রমে ছিন্ন করিয়া কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে নিরত, মায়াময় পার্থিব ধনজন যিনি অনায়াসেই ত্যাগ করিয়া পরম অবিনশ্বর মোক্ষপদ অভিলাষী হইয়াছেন, এহেন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ তাহাতে নিস্ফল হইলেন;—আর মানব-কলঙ্ক কিরাতকুলের একজন সামান্য ব্যক্তি—জীবহিংসা যাহার নিত্য ব্যবসায়, যে ভ্রমে ও কখন ধর্ম্মচিন্তা করে নাই;—সে কি না যা, কখন স্বপ্নেও ভাবেনি, যে নিত্য ব্রহ্মপদ তাহা অনায়াসেই লাভ করিতে সমর্থ হইল। যিনি দীক্ষাগুরু হইয়া অব্যর্থ সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিলেন, তিনি রহিলেন শতযোজন দূর, আর সেই শিষ্য কি না তাহাতে লিপ্ত হইল! বা! কি বিচিত্র রহস্য! ধন্য তিনি, যিনি এ গভীর রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মূল একাগ্রতা বলে ও সরল বিশ্বাসে, মানুষ কতদূর উন্নত-পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারি একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোন সাধুপ্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া আলোচিত হইল।

জন্ম ব্যাধ হওয়া ভাল, পূর্ব্বসুকৃতি যদি রয়।
কর্ম্ম ব্যাধের নাহি মুক্তি, জন্মিলেও মহতাশ্রয়।

প্রাণ-সখা।

কুসুম তুলিয়ে সাজানু বাসর,
গাঁথিনু ফুলের হার;
মরমের মাঝে রচিনু শয়ন,
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার।
আঁধার-আলয়ে, জ্বালিনু প্রদীপ,
গগনে ফুটানু তারা,
নিবিড় জলদে বিজলী হাসানু,
হইয়ে আপন হারা।

তবুগো এখনো, তবু কেন হেতা,
প্রাণসখা এল নাই,
হৃদয়ে চাপা'য়ে পাষাণের ভার,
কেঁদে কত আর গাই ?
নীরব নিশিথে, নিঝুম্ নিবাসে।
আগুলি হৃদয় খানি ;
আশা-পথ চে'য়ে আসা তার ভেবে
কত রব নাহি জানি !
নিরাশার শ্বাসে বুক ভেঙে যায়,
মরমে দারুণ বাজে ;
সপ্ত সিন্ধু বেগে, উথলে সহসা,
নিরাশ হৃদয় মাঝে।
পাখী গে'য়ে গেল, নিকুঞ্জ কাননে
হৃদয়ের দ্বার দেশে ;
প্রাণের উছাস্ এখনো তাহার
হৃদয় বেড়ায় ভেসে !
অদূরে যমুনা কল কল গেয়ে
অনন্তে মিশিবে ব'লে ;
উজান বহিয়া দিশাহারা হ'য়ে—
পথ ভুলে গেল চলে।
বসন্ত আসিয়া ফিরে চলে গেল
প্রাণসখা নাই দেশে ;
মৃদু সমীরণ সেওগো পালাল
মরম্ হুতাস রেখে।
ফুটন্ত হাসিটী কুসুম বালার
টুটিয়া পড়িল ভুঁয়ে ;
হৃদয় ফাটিয়া মধুটী ঝরিল
অধর-পাতাটী নুয়ে।

প্রাণের বাঁধুনি খুলিল ফুলের
নিরাশা নিশাস্ ধায়,
দারুণ বেজেছে কোমল পরাণে
আবেশে শিথিল কায়।
স্তব্ধতার ঘুম ভাঙ্গিয়া সহসা
বাঁশরী বাজায়ে ধীরে;
কে গো চলে যায় কে ওই পথিক,
চে'য়ে চেয়ে ফিরে ফিরে?
চিনি আমি তারে কভু কভু যেন,—
দেখিয়াছি যেন কবে;
এ মোর নিকুঞ্জ ভ'রেছিল যেন
কভু ওই বাঁশী রবে।
বাঁকা বাঁকা ঠাম, বাঁকা শিখি-পাখা,
বাঁকা আঁখি-তারা ছুটি;
বাঁকা সব সেই, বাঁকা সে চাহনি
কে গো যায় ওই ছুটি?
একি অকস্মাৎ একি গো নিকুঞ্জে
কেন এ জোছনা হাসি;
পরাণ মাতান কুসুম-প্রাণের
কেন এ সৌরভ রাশি?
শুষক যমুনা ব'য়ে যায় ওই
ছাপিয়ে হৃদয় কুল,
কোকিলের গানে ভরিল পরাণ
সহসা ফুটিল ফুল।
নুপুরেরধ্বনি, শুনি কোথা যেন
হৃদয়ের অতিদূরে;
ময়ুর, ময়ুরী নাচে সুখে ওই
তমাল তলাটী যুড়ে।

ধেয়ে এল অলি লতিকার পাশে ;—
লতিকা খুলিল প্রাণ,
চুমিয়া মুকুলে গুঞ্জরিল অলি
গাহিল প্রেমের গান।
ধীরে ধীরে অতি, সন্তর্পণে যেন
নিশব্দে পাছুটি ফেলি,
কে এল অতিথী কুঞ্জদ্বারে ওই
করুণ আঁখীটী মেলি ?
পেয়েছি—পেয়েছি এস প্রাণসখা
এস এস কুঞ্জে মোর ;
সারানিশি জেগে, আঁধারে আজিকে
খুলেছি নিকুঞ্জদোর।
প'ড়ে ফুল-রাশি প'ড়ে গাঁথা মালা
চন্দন শুকা'য়ে যায়,
এস প্রাণসখা, এস হৃদি-কুঞ্জে
পূজি তব রাঙা পায়।

শ্রীরাখালচন্দ্র পাল।

স্বর্গীয় লালাবাবু।

ধর্ম্মভাব মানব-জীবনের প্রধান অবলম্বন। ইহা সকলেরই হৃদয়-মধ্যে অগ্নিকণার মত অল্পাধিক পরিমাণে নিহত আছে। লোকে সাংসারিক সুখ সম্পদে যত বিমুগ্ধ হইতে থাকে, ততই মোহরূপ ভস্মরাশি ইহাকে সমাচ্ছাদিত করে। অভিজ্ঞতা-পবন প্রভাবে সেই সমস্ত ভস্মরাশি যখন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন ইহার প্রভা উজ্জ্বলতর ভাবে প্রকাশিত হয় এবং (কোন কারণে প্রতিহত না হইলে) এই কণা পরিমিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্রমশঃ সংবর্দ্ধিত হইয়া পার্থিব দুঃখ-ইন্ধন অবধি বিষয়-বাসনা-কুটীর পর্য্যন্ত সমুদায় সাং-

সারিক পদার্থ দগ্ধ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মভাবাগ্নি প্রবল ভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বে সাংসারিক-সম্পদ-জলধারা সংস্পর্শে অতি ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে; কিন্তু একবার প্রভাববান হইয়া উঠিলে আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না; তখন পূর্ব্বোক্ত সম্পদবারি বর্ষণে সে অনল হ্রস্বীভূত না হইয়া বরং ঘৃতাহুতি প্রাপ্তের মত দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। উপরে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইল, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে এতদ্বিষয় অতি সুন্দররূপে অবগত হইতে পারা যায়।

লালা বাবুর প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী কায়স্থগণ সচরাচর "লালা" নামে প্রসিদ্ধ; তদনুসারে বোধ হয় কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমতঃ পশ্চিমাঞ্চলে এবং তৎপরে পশ্চিমাঞ্চল-প্রত্যাগত বাঙ্গালিদিগের দ্বারা বঙ্গদেশে "লালাবাবু" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবেন। কৃষ্ণচন্দ্র কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমৃদ্ধ লোকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গলার নবাবের সরকারে বিশেষ সম্মানের সহিত চাকরি করিয়া এত প্রচুর ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন যে ইচ্ছা হইলে তিনি তৎসমুদায়ের উপসত্ব হইতেই অনায়াসে পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এতাদৃশ দুর্ব্বলচেতা ছিলেন না, যে অলসের মত পৈত্রিক ধনপ্রত্যাশী হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে দিনাতিপাত করিবেন; অতএব অতুল বিভবের অধিপতি হইলেও তৎকাল-সুলভ বিদ্যা শিক্ষার পর তিনি চাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়া বর্দ্ধমানে এবং মেদিনীপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

অতি পূর্ব্বকালে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাঁদি নামক স্থানে মুরলীধর সিংহ নামে একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার বাস করিতেন; তাঁহারই বংশে ৺ প্রাণকৃষ্ণ সিংহের ঔরষে কোন ভাগ্যধরীর গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনকালে কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতার নিকটবর্ত্তী "টালা" নামক স্থানস্থিত ভবনে অধিকাংশ কাল অবস্থান করিতেন। "স্ত্রী সংসারের শ্রীস্বরূপ।" দুর্ভাগ্য ক্রমে পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের অমৃতোপম রসাস্বাদন কৃষ্ণচন্দ্রের অদৃষ্টে ঘটে নাই। কারণ নিজ সহধর্ম্মিনী রাণী কাত্যায়নীর সঙ্গে তাঁহার মানসিক অসদ্ভাবের অভাব ছিল না। স্ত্রীর সহিত এইরূপ মনান্তর বশতঃ তাঁহার হৃদয় নিহিত যে

ধর্ম্মভাব প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ পূর্ব্বক একদা কৃষ্ণচন্দ্রকে সমুদায় বিষয় বাসনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

শ্রীনারায়ণ নামে কৃষ্ণচন্দ্রের একটি পুত্র এবং অপরা একটি কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। এই কন্যা নিরতিশয় ভক্তি ও যত্ন সহকারে পিতার পরিচর্য্যা করিতেন। কথিত আছে, একদিন কৃষ্ণচন্দ্রকে বিষয়কর্ম্ম বিশেষে এতপ্রগাঢ়-রূপে নিবিষ্ট থাকিতে হয়, যে তিনি সমস্ত দিনে আহার পর্য্যন্ত করিবার অবসর প্রাপ্ত হ'ন নাই। ক্রমে দিবা অবসানায় হইলে তাঁহার কন্যা আসিয়া কহিলেন "বাবা, বেলা গেল,—আপনি কখন আহার করিবেন? *" "বেলা গেল," এই কথাটি ভাবুকের হৃদয়মধ্যে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল";— সমস্ত রাত্রি তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, কেবল নির্জ্জনে অনন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন "বেলা গেল; আয়ুসূর্য্য যথার্থই অস্তমিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব সন্ধ্যার প্রগাঢ় অন্ধকারে পরিত্রাণ পাইবার উপায় এই সময়ে নির্দ্ধারণ করা উচিত। কারণ গৃহ, দারা পুত্র, কন্যা প্রভৃতি কিছুই সে সময়ে থাকিবে না। তবে কি উপায়ে প্রাণরক্ষা করিব?—অতএব অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখের প্রত্যাশায় আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। এই বেলা জ্ঞানালোক জ্বালিয়া ধর্ম্মপথে ভ্রমণ করতঃ নিরাপদে রাত্রিযাপন জন্য উপযুক্ত আবাস-স্থান অন্বেষণ করা আবশ্যক।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণচন্দ্র গৃহত্যাগ করিলেন।

বহুদিন পর্য্যটনের পর কৃষ্ণচন্দ্র মথুরাধামে উপস্থিত ইইলেন। তাঁহার সাধুতা ও শিষ্টাচার গুণে মথুরাবাসীগণ এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন, যে তাহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত হইয়া পড়িলেন।

---

* এই বিষয়ে নানাপ্রকার জনশ্রুতি রাষ্ট্র আছে; তন্মধে কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে "বেলা গেল" এই কথাটি কৃষ্ণচন্দ্র মেছনিদিগের মুখে শুনিয়াছিলেন। অপিচ কাহারও মতে কোন রজকের মুখের "বেলা গেল বাদনায় কখন আগুণ দেওয়া হইবে?" এই কথা শুনিয়াই কৃষ্ণচন্দ্র সংসার-ত্যাগী হইয়াছিলেন, যাহাউক এতৎসমুদায়েরই মূল এক।

ঐ স্থানবাসী প্রাচীন ও প্রাচীণাদিগের মুখে অদ্যাপি লালাবাবুর অলৌকিক কীর্ত্তি ও সর্ব্বজনমনোহর চরিত্রের প্রসঙ্গ বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন দেশ বাসীর পক্ষে এইরূপ প্রসংশা লাভ সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। যাহা-হউক গৃহত্যাগ করিবার পর যে নানা কারণে কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন নাই, মথুরাবাসীদিগের অকৃত্রিম অনুরাগ, তন্মধ্যে অন্যতম একটি বিশেষ কারণ। এই দশবৎসরের মধ্যে তিনি ইচ্ছামত কথন মথুরাতে এবং কথন বৃন্দাবনে কালক্ষেপ করিতেন।

বহুদিবসাবধি বৃন্দাবনে গোবিন্দদেব, মদনমোহন, যুগল কিশোর প্রভৃতি বিগ্রহ-মূর্ত্তি ও দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে; এই সবিগ্রহ দেবালয় সমুহ "কুঞ্জনামে" খ্যাত। এইরূপ একটি কুঞ্জ-প্রতিষ্ঠা করিতে কৃষ্ণচন্দ্রের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। নিজপ্রতিষ্ঠিত কুঞ্জ চিরকাল সমভাবে স্থায়ী রাখিতে হইলে দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট আয়ের আবশ্যকতা বুঝিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চলে কতকগুলি জমীদারি ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। সদুদ্দেশ্য সংসাধনাভিলাষে কৃষ্ণচন্দ্রকে জমীদারি ক্রয় করিতে প্রয়াসী জানিয়া, বিক্রেতা-গণ তাঁহাকে অতিসুলভ মূল্যে বিষয়াদি বিক্রয় করিয়াছিলেন। অতঃপর ২৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে একটি দেবালয় ও নিজ নামানুসারে "কৃষ্ণচন্দ্র" নামে বিগ্রহ প্রতিষ্টা এবং তৎসঙ্গে একটি অতিথিশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শেষোক্তস্থানে অদ্যাপি বিস্তর নিরন্ন লোককে প্রত্যহ আহার দান করা হয়। এই দেবালয় সচরাচর "লালা বাবুর কুঞ্জ" নামে প্রসিদ্ধ; এই স্থানে বার্ষিক সর্ব্বসমেত প্রায় ২২ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এইরূপে জমীদারি ক্রয় ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে প্রায় দশবৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কৃষ্ণচন্দ্র বিবাগী হইয়া আসিয়া কিরূপে এত অর্থসংগ্রহ করিয়া ছিলেন, যে তদ্দ্বারা তিনি এই সমস্ত জমীদারি ক্রয়ের এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠার ব্যয় অনায়াসে সঙ্কুলান করিতে পারিলেন? কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্র নাকি "স্পর্শমণি" লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ অর্থ যদি তাঁহার পক্ষে এত অনায়াসলব্ধ হইত, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বোক্ত জমীদারিগুলি নিতান্ত অল্প-মূল্যে ক্রয় করিবার চেষ্টা পাইতেন না। অপিচ তিনি যে টাকায় জমীদারি ও

দেবালয়ের উপকরণ সামগ্রী ক্রয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই বৃন্দাবন প্রদেশে প্রচলিত সাধারণ মুদ্রা ; অতএব বিবাগী হইবার সময়ে কিম্বা পরে তিনি যে স্বদেশ হইতে অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তবে বোধ হয় গৃহত্যাগকালে লালা বাবু কতকগুলি বহুমূল্য মণি রত্নাদি সঙ্গে লইয়া থাকিবেন এবং তৎসমুদায় বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহ করতঃ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকিবেন।

দেবালয়াদি সংস্থাপন করিবার পরে লালা বাবু সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদা যিনি যানাদি ভিন্ন গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না,—এক্ষণে তিনি কৌপিনবাস মাত্র পরিধান পূর্ব্বক অনাহারে রৌদ্রে রৌদ্রে পদব্রজে চতুরশীতি ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবন পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ; যাঁহার অন্নে সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে, এক্ষণে তিনি দ্বারে দ্বারে মুষ্টিপরিমিত ভিক্ষার জন্য লালায়িত ; এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকনে অশ্রুসংবরণ করা সহৃদয়মাত্রেরই সাধ্যাতীত। অধিকন্তু ইচ্ছা-পূর্ব্বক অতুল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কষ্টের একশেষ ভোগাভোগ করা সাধা-রণ মনুষ্যের কর্ম্ম নহে ; অতএব লালা বাবু মনুষ্য হইলেও মর্ত্তলোকের দেবতা!

যাহা হউক এই সমস্ত কষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই ; কারণ দুই বৎসর পরে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক তীর্থ পর্য্যটন মানসে বৃন্দাবনধাম আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া সাক্ষাৎকারে অনিচ্ছুক হইয়া গোবর্দ্ধন নামক স্থানে কোন অশ্বশালামধ্যে গুপ্তভাবে রহিলেন। নিয়তির গতি অতি বিচিত্র! নতুবা কে জানিত, যে এই স্থানেই লালাবাবুর জীবন-নাটকের শেষ অভিনয় প্রদর্শিত হইবে ?—কে ভাবিয়াছিল যে এই অশ্বালয় মধ্যে তাঁহার প্রাণপক্ষী অশ্বপদাহত দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? মহাত্মার জীবনের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম! কিন্তু তাহাতে মহাত্মার ক্ষতি কি ?—

"চলচ্চিত্ত চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচল মিদং সর্ব্ব কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি ॥"

শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী।

গুরুশিষ্য-সম্বাদ।

শিষ্য। হে গুরো! এই দেহই " আমি, " এই ভ্রমজ্ঞানটী আমার কিরূপ অভ্যাস করিলে দূরীভূত হয়?

গুরু। রে বৎস্য! তুমি অহরহ এই বিচার কর, যে " আমি " কে? আর এই শরীরের সমস্ত ভাগকে বিলক্ষণরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ যে ইহাতে আমি কোথায়। বিচার ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইবে না; এ দেহ তুমি নহ, প্রাণ তুমি নহ, মন বা বুদ্ধি তুমি নহ, কেবল যে " অহং রূপ " এক অন্তঃ-করণ বৃত্তি এই শরীরে আছে, তাহাতেই তুমি এই শরীরটীকে " আমি " ও " আমার " এই বোধ করিয়া থাক এবং এই বোধটী তোমার অনাদিকাল অর্থাৎ বহুজন্ম জন্মান্তরীয় সংস্কার জানিবে। এই সংস্কারটী ত্যাগ করিতে তোমার কিঞ্চিৎ কালের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে; অর্থাৎ জন, পরিজন, বিষয় ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যত সঙ্গ আছে, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ এবং চিত্তে " আত্মবিচার " করা নিতান্ত আবশ্যক। শীঘ্র শীঘ্র হইল না কিম্বা হইবে না, ইহা নিশ্চয় করিয়া এ বিষয় পরিত্যাগ করিবে না; মনের যখন অন্যভাব উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ গুণ কার্য্য হেতুক, মন একভাবে সর্ব্বদা থাকে না; ভাবান্তর সর্ব্বদা হইয়া থাকে ইহা জানিয়াও তাহাকে বিচার পূর্ব্বক সুস্থির করিয়া "আত্মবিচার" সর্ব্বদা করিবে। মনের স্বভাবই এই যে নূতন বিষ-য়ের উপর সর্ব্বদা আসক্ত হয়; কিন্তু তাহা যাহাতে না হয় তাহার বিচার করিবে অর্থাৎ মনের সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক থাকিবে, যে, সে অন্য কোন অবলম্বন না করে কেবল আত্মবিচারে নিযুক্ত থাকে। সংস্কার অভ্যাসের অধিন; অতএব এক্ষণে এই অভ্যাসটী করিতে হইবে; অর্থাৎ 'এই শরীর আমি' এই যে মনের অভ্যাস, তাহার অন্যথা করিয়া এই শরীর " আমি নহি " এই জ্ঞানটি যাহাতে অহরহ মনে থাকে সেই অভ্যাস সর্ব্বদা করিতে যত্ন করিবে এবং তাহা অনুরাগ পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হইবে;—উপরোধে না হয়। আমরা এক্ষণে যাহা করি সমস্ত উপরোধ মাত্র, মনের সহিত আমরা কিছুই করি না; কেবল বিষয় কর্ম্মটী ও স্ত্রীপুত্রপালন এই আমাদিরে মনের

সহিত করা হয় ; আর " তত্ত্ববিচার " এবং অন্যান্য সাধুচর্চা সমস্তই উপ-রোধে করিয়া থাকি। এইটী যাহাতে না হয়, তাহার উপায়চেষ্টা বুদ্ধির দ্বারায় করিতে হইবে। অধিক বাগাড়ম্বর না হয়, অধিক জটলা না হয়, অধিক লোক-সংগ্রহ না হয় ; আর সমস্ত বিষয় উদাসীন ভাবে করা হয় এইরূপ অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। আমাদিগের মনের ভাবটী সর্ব্বদা লক্ষ করা উচিৎ এবং সেই ভাবানুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আর যাহাতে মনের ভাব সত্ত্বগুণাবলম্বী থাকে এইটি বুদ্ধির কার্য্য। বৎস্য ! তুমি বল দেখি, যখন তোমার শারীরিক কিম্বা মানসিকপীড়া উপস্থিত হয়,তখন তোমার কি পর্য্যন্ত কষ্টহয় ? কিন্তু সেই কষ্ট তোমার নিদ্রা (সুষুপ্তি) অবস্থাতে কেন অনুভব হয় না। যদি বল, মনবুদ্ধি তৎকালে নিদ্রিত হয় এজন্য অনুভব হয় না ; কিন্তু তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যে মন বুদ্ধির কি সতন্ত্র অনুভব করিতে শক্তি আছে ? মন বুদ্ধি প্রাণ ইত্যাদি এ সমস্ত যে জড় পদার্থ ইহাদিগের অনুভব শক্তি কিরূপে থাকিবে। অনুভব (বোধ) শক্তি চেতনের দ্বারা হইয়া থাকে অচেতনের হয় না ; অতএব মনবুদ্ধির স্বতন্ত্র চেতন শক্তি নাই। এই জন্য তাহারা সুস্থচিত্তে থাকে না। অধিক কি তাহারা মূর্চ্ছা অবস্থাতেও থাকে না। সে অবস্থায় প্রাণের গতি ও মন্দ হয় এবং উন্মাদাবস্থায় ও বুদ্ধির শক্তি ও হ্রাস হয় ; অতএব যে বস্তু চেতন হয় তাহার হ্রাষে বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবে না ; যেহেতু চেতন নিত্য পদার্থ। এস্থলে বিবেচনা করা উচিত যে তবে পীড়িতাবস্থায় কাহার কষ্ট হয়, শরীর বলিতে পারিবে না সেও জড়, যদি বল যে শরীরে যে চেতন শক্তি আছে তাহারি কষ্ট হয় কিন্তু ইহাও বলিতে পার না ; কারণ চেতন শক্তির অবস্থান্তর হইতে পারে না যেহেতু সে শক্তি নিত্য-পদার্থ—প্রকাশ স্বভাব ; তাহাতে কিছুই স্পর্শ হয় না তবে কাহার কষ্ট কিম্বা সুখ ও দুঃখ হয় এবং সে কে ? অতএব এ সমস্ত এক অনাদি অভ্যাস ভ্রম মাত্র। এক্ষণে তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে তবে তুমি কে ? যদি শরীর মনবুদ্ধি প্রাণ তুমি না হইলে তবে তুমিই নিজে সেই চেতন স্বরূপ এবং তোমার অন্য কোন রূপ নাই। কেবল এক প্রকাশ মাত্র নিত্য পদার্থ !

শিষ্য। হে গুরো ! যদি আমি নিত্য পদার্থ তবে আমি যাহা দেখিতেছি বলিতেছি শুনিতেছি এবং করিতেছি এ সমস্ত কি ?

গুরু। এ সমস্ত তোমার একটি অনাদি ভ্রম—যাহাকে অবিদ্যা বলে। ইহা মন বুদ্ধি ও প্রাণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত অহঙ্কাররূপ সংস্কার ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই ছায়াকে তুমি অহং বুদ্ধি বশতঃ আমি বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছ আবার তাহা এতাধিক বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার অন্যথা করা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে; অতএব সর্ব্বদা বিচার এবং প্রণব (ওঁ) চিন্তা, স্মরণ ও অবলম্বন করা উচিত হইয়াছে এবং সেই অবলম্বনটী শুদ্ধ বুদ্ধি (অর্থাৎ কর্ত্তৃতাদি অহঙ্কার শূন্য বুদ্ধি) হইয়া অভ্যাস করা কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বদা একাকী নির্জ্জনে অবস্থিতি ও সশাস্ত্রদর্শন, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মমতা শূন্য, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ রহিত, আহারাদির নিয়ম অর্থাৎ উত্তম সাত্বিক আহার, উত্তম স্থানে বাস, বৃথা বাকবিতণ্ডারহিত এবং সর্ব্বদা উদাসীন ভাবে স্থিতি করিলেই মুক্তি অর্থাৎ সুসিদ্ধ হইতে পার। যদচি পুনঃ পুনঃ জগতের ভাব এবং বিষয় ভাবনা ও পরিবারদিগের প্রতি মমতা ইহা সর্ব্বদা অন্তঃকরণে উদয় হইবে বটে কিন্তু তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার বিচার করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবে। এই-রূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে, কালে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু সত্বর হইতেছে না বলিয়া তাহাতে অলসতা প্রকাশ করিবে না। যতকাল প্রাণ থাকিবে, ততকাল প্রতিক্ষণে এই ভাবটি হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে—এক নিমেষ মাত্র তাহার অন্যথা হইবে না—ইহাকেই ব্রহ্মভাব বলে। যথা;—

"স্বরূপে নির্ম্মলে সত্বে
নিমেষ মপি বিস্মৃতেঃ
দৃশ্য মুল্লীস মাপ্নোতি
প্রাবৃধীর পয়োধরং॥"

স্বরূপ নির্ম্মল সত্য ব্রহ্ম নিমেষ মাত্র বিস্মৃত হইলে দৃশ্য জগৎ বস্তুতে আনন্দ হয়, যেরূপ বর্ষাকালে নির্ম্মল আকাশে মেঘোদয় হয়;—

সেইরূপ—

" অনারতানু সন্ধানাদ খুন্মেষ
মবিস্মৃতং স্বরূপে নোম্ন
সত্বেব চিতি দৃশ্য পিশাচক॥ "

নিরন্তর ব্রহ্মাণুসন্ধান কর্ত্তব্য, তাহাতে ক্ষণমাত্র বিস্মরণ হইলে বুদ্ধিতে দৃশ্য-জগৎ বস্তুরূপ-পিশাচ স্বভাবত উদয় হয়। ওঁ গুরো ওঁ ।।

শিষ্য। হে গুরো! আপনার উপদেশ আমার এক একবার সুন্দররূপে ধারণা হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে ধারণা থাকে না ইহার কারণ কি ?

গুরু। রে বৎস! আমাদিগের বুদ্ধি যাহার দ্বারায় আমরা উপদেশ গ্রহণ করি এই বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মিকা; অতএব যখন যে গুণ কার্য্য হইতে প্রবলভাবে থাকে সেইরূপ বুদ্ধির ধারণা হয়; যখন সত্বগুণ প্রবল থাকে, তখন উত্তম গ্রহণ শক্তি থাকে, যখন রজগুণ কিম্বা তমগুণ প্রবল থাকে, তখন বুদ্ধি ঘোর ও অন্ধকারযুক্ত হয়, এবং ধারণাশক্তিও থাকে না। অতএব বুদ্ধিটি যাহাতে সুদ্ধ থাকে ইহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি বল বুদ্ধি কি উপায় করিলে সুদ্ধ সত্ব-গুণ অবলম্বন করে তবে শ্রবণ কর ;—প্রথম উত্তম সাত্বিক আহার প্রয়োজন, পরে উত্তম সঙ্গ অর্থাৎ যে সঙ্গের দ্বারায় আমাদিগের বুদ্ধিতে বিষয় কিম্বা সংসারের কোন ভাব উদয় না হয় অর্থাৎ সৎসিদ্ধান্ত শাস্ত্রচর্চ্চা আর শ্রবণ মনন এবং নিধিব্যাসন ইহাই আমাদিগের সর্ব্বদা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। বিষয় কিম্বা বিষয়ীর সঙ্গ একবারে ত্যাগ করা উচিত। সংসারে অনাসক্ত এবং উদাসীনভাবে সর্ব্বদা থাকা আর জগৎ ব্রহ্মময় এই ধরণা অভ্যাস এই ভাবক বুদ্ধিতে সর্ব্বদা থাকিলেই সংসারে একপ্রকার চলা যাইতে পারে—কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। গুরো! বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, প্রাণ ইহারা সকলে জড়, অতএব ইহাদিগের দ্বারায় কিরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

গুরু। রে বৎস! বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ইহারা পঞ্চমহাভূতের সাত্বিক অংশে উৎপন্ন হয়, অতএব ইহাদিগের স্বচ্ছপ্রকাশ স্বভাব; আর প্রাণ ঐ পঞ্চভূতের রজঃগুণাংশে উৎপন্ন,—অতএব ইহারা চঞ্চল স্বভাব। এই বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ইহারা ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয় দেশে গমন করে, অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহ এই যে জাগতিক বিষয় এই বিষয়াকারে পরিণত হইয়া বৃত্তি (কার্য্য) সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সত্বঃগুণের অংশ দুঃখ ও তমঃগুণের অংশ মোহ এই ভাব বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ঐ বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, স্বচেতনস্বরূপ আত্মার নিকট স্বয়ংই উপস্থিত হয় এবং সেই আদর্শ স্থানাপন্ন বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়

এই জন্য বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, জড় পদার্থ হইয়াও স্ফটিকের জবাকুসুম সন্নিধানে রক্তিমতার ন্যায় চেতনতাকে প্রাপ্ত হয় এবং আত্মানির্গুণ নির্লেপ, স্বচ্ছসুখাদ্যানুসঙ্গী হইয়াও যমুনাজলের নীলিমতার ন্যায় আঁধারকৃত ঔপাধিক গুণে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী প্রভৃতি বুদ্ধি-ধর্ম্ম উপভোগ করতঃ সংসারী হন। রে বৎস! এই যে সমস্ত বুদ্ধি-ধর্ম্ম যাহা শুনিলে এ সমস্ত অনাদি জন্ম কর্ম্ম ভোগ সংস্কারে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয় এবং ইহাকেই পণ্ডিতেরা প্রারব্ধ কহিয়া থাকেন। এই ভাবে যে পর্য্যন্ত জ্ঞান (মুক্তি) না হয় সে পর্য্যন্ত শরীর ধারণে থাকিবে, অতএব বাপুরে! আত্মবিচার কর আর কুসংস্কার যাহাতে না বৃদ্ধি পায় তাহার উপায় কর। প্রাণ—স্থূল শরীরের এবং প্রাণের অন্তরে বাহিরে থাকে। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন ইহারা প্রথমে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা আহার্য্য বস্তুর ধারণা করে, পরে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশ্য বস্তুরও ধারণা করে। বুদ্ধি সর্ব্বপ্রধান রাজ কোষাধ্যক্ষ, অহঙ্কার প্রদেশীয় বিষয়াধ্যক্ষ, মন প্রাচীন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ। দশ ইন্দ্রিয় পাইক পেয়াদাস্বরূপ। যেরূপ পাইক পেয়াদাদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রধান কার্য্যধ্যক্ষগণ কর আদায় করিয়া প্রদেশীয় বিষয়াধ্যক্ষের নিকট অর্পণ করে এবং তিনি রাজকোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত করেন আর ঐ রাজকোষাধ্যক্ষ অতি যত্নে ঐ ধন রক্ষা করিয়া প্রভুকে (রাজাকে) ভোগ করায়, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের সাহায্যে সমস্ত জাগতিক বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া অহমিকার (অহঙ্কারের) বিষয় করে। অহঙ্কার তাহা "আমার" এই স্বীকার করিয়া বুদ্ধিগত করে এবং বুদ্ধি তাহা নিশ্চয়রূপ ধারণা করিয়া আত্মাকে (জীবভাবে) ভোগ করায়; কিন্তু এ সমস্ত ঐ বুদ্ধির ধর্ম্ম। আত্মা (জীব) নির্লেপ—তাহাতে কিছুই লিপ্ত হয় না এবং হইতেও পারে না। সমস্তই বুদ্ধির খেলা। অতএব তুমি বুদ্ধির অতীত এবং দ্রষ্টা—তোমার কিছুই নাই। তুমি নাট্যশালাস্থ দীপের ন্যায় বিরাজ করিতেছ; তোমার বন্ধ—মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, নরক কিছুই নাই এবং তোমার কর্ম্ম বা ধর্ম্মও নাই। তুমি বুদ্ধি, মন, অহঙ্কারের দ্বারায় এই জীবভাব (সংস্কারের জন্য) প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ঐ সংস্কারও এই বুদ্ধির জানিবে—তোমার নহে। ত্বং দ্রষ্টা, ত্বং দ্রষ্টা, ত্বং দ্রষ্টা ইতি নিশ্চয়ম্। ওঁ গুরো ওঁ !!

ক্রমশঃ।

প্রভাতের তারা।

(১)

পূর্ব্বদিক পরিস্কার উষার আভায়
পশ্চিম গগণ গায়, হিমাংশু মিশায়ে যায়,
ধায় নিশা সাঁ সাঁ রবে হয়ে ক্ষীণ কায়।
অর্দ্ধ ব্যোম পরিস্কার, অর্দ্ধালোক তমাধার,
জাহ্নবী যমুনা যেন দোঁহে শোভা পায়।
শীতল বাতাস বয়, পদ্ম বিকশিত হয়,
তৃণে তৃণে মুক্তমালা ছড়াছড়ি যায়।
বিঘোর নিদ্রায় ধরা শরীর জুড়ায়॥

(২)

একটী নির্লজ্জ তারা আকাশের গায়,
ক্ষুদ্রালোক দেবালয়ে, জলে যথা ক্ষীণ হয়ে,
অথবা ষোড়শী যেন জলে ভাসি যায়।
সাবিত্রী যেমতি বনে, একা জাগে ক্ষুণ্ণ মনে,
পতিশোক-নীরে সতী ঢালি স্বর্ণকায়।
মিটি মিটি তারকাটী, জ্বলে কিবা পরিপাটী,
নববধূ আঁখি যথা শোভে ঘোমটায়,
লুকায় লুকায় তবু লুকাতে না চায়॥

(৩)

জীর্ণ প্রাণ তরীসম কালের সাগরে,
আহা ঐ ক্ষুদ্র তারা, ক্ষুদ্র জ্যোতি হয়ে হারা,
এখনি যে লুকাইবে গগণ-গহ্বরে।
কে তুমি গো ক্ষুদ্র বালা, স্বর্গীয় রূপের ডালা,
অভাগা ভারত-নারী ভারত-অম্বরে।
তা' না হ'লে এত দুঃখ, হইয়া পতনোন্মুখ,
নিরব উষায় আজি কাঁদ প্রাণ ভরে,
প্রকৃতিরে সখি করে ভাস শতধারে॥

(৪)

যা'র আশে হেসে হেসে ফুটেছ গগণে,
সেত গেছে দেশান্তরে, একা বালে ফেলে তোরে,
শতধিক স্বার্থপর পুরুষ-জীবনে।
বিশুষ্ক তরুর গায়, সুবর্ণের লতা হায়,
উঠিলে কি শোভা পায় কভুসে মিলনে?
বহিলে মলয় বায়, অমনি ভাঙিয়া যায়।
নিরাশ্রয় লতাটীর বাজেরে পরাণে—
অসার ভারত-নর খ্যাত এভুবনে॥

(৫)

তোমা সম শত নারী ফেলে শতধার;
নিরখি নিরখি তায়, পিশাচ নরের হায়,
না হয় নীরস মনে দয়ার সঞ্চার।
যা'ক ধরা রসাতল, যা'ক এ রাক্ষস দল,
পিঞ্জরেতে বাঁধি' পাখী না দেয় আহার।
নীরস পর্ব্বতময়, তাতেও নির্ঝর বয়,
বিশুষ্ক বালুকা নীচে জলের সঞ্চার।
পামর মানব-মন এত কি অসার?

(৬)

শিব-রাত্রি কালে যথা প্রদীপ জ্বালায়ে,
সারারাতি জাগে নরে, বসি তথা কার তরে
একাকিনী ব্যোম মাছে আছ কি লাগিয়ে?
ওই শুন পাখীদল 'নীড়ে করে কলকল,
হিংসাবশে কমলিনী হাসে মুচকিয়ে।
ক্ষুদ্রপ্রাণি এত আর, সহেকি ব্যথার ভার,
এত কি দুর্গতি, আহা অবলা বলিয়ে—
স'তে পারে এত কিরে কোমল হৃদয়ে॥

(৭)

মন দুঃখে ক্ষুদ্র তারা বিবর্ণ হইয়া,
পুরুষ চরিত্রোপরি, কত তিরস্কার করি,
কতশত অশ্রুধার ফেলিয়া ফেলিয়া।
অনিল নিশ্বাস ছলে, কতকাঁদি সুবিরলে,
অবশেষে মনে আহা হতাশ গণিয়া ;—
গুটায়ে কোমল কায় নিন্দি হত বিধাতায়,
পাপময় মর্ত্তপানে চাহিয়া চাহিয়া—
ক্ষুদ্রতারকাটী গেল গগণে ডুবিয়া॥

শ্রীহেমনাথ দত্ত,
সাং—মজিলপুর।

নমঃশূদ্র জাতি।

কোন অপরিজ্ঞাত জাতির বা দেশের ইতিহাস জানিতে হইলে প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবসা, রীতি, নীতি ও জনরবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। মহাত্মা মনুও বলিয়াছেন, যে জাতির উৎপত্যাদি অজ্ঞাত থাকে, তাহার কর্ম্ম দেখিয়া জাতি স্থির করিবে।

যথা ;—

"বর্ণাপেতম বিজ্ঞাতং নরং কলুষ যোনিজং।
আর্য্যরূপ মিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥"

মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৫৭ শ্লোক।

নমঃশূদ্র জাতি প্রধানতঃ ধানী ও সেফালী এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের ব্যবসায় প্রধানতঃ কৃষি। তদ্ভিন্ন বাণিজ্য এবং শিল্পাদিও ইহাদের মধ্যে

প্রচলিত আছে। ইহাদের বিবাহ-রীতি ও শ্রাদ্ধ কার্য্য ঠিক ব্রাহ্মণের মত। ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের মৃতাশৌচও ১০ দশ রাত্রি এবং ইহারা পক্কান্নের দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া থাকে।

ইহারা লোমশ মুনির সন্তান বলিয়া জনরব আছে। উদ্বাহ তত্ত্বে জানা যায় ;—

"যমদাগ্নি ভরদ্বাজ বিশ্বমিত্রাদি গৌতমাঃ
বশিষ্ঠ কাশ্যপাগস্ত্য মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে ॥"

অর্থাৎ যমদাগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ গোত্রকারী আর লোমশ কাশ্যপের পুত্র। সুতরাং ইহাদের আদি পুরুষ কাশ্যপ এবং গোত্র ও কাশ্যপ।

ফলতঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতিতে ইহাদের মত কার্য্যাদি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কার্য্যাদি এরূপ হইলেও ইহারা কিন্তু অব্যবহার্য্য। কথিত আছে ;—

"ব্রাহ্মণ্যা ঋষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে
কুৎসিত খোদরে জাতঃ কুদর স্তেন কীর্ত্তিতঃ।
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিত ঋতুদোষতঃ ॥"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋষিবীর্য্যে ঋতুর প্রথম দিনে কুৎসিত উদরে জাত বলিয়া কুদর নামে জাতি জন্মে। ইহারা অশৌচ ও বিপ্র তুল্য ঋতু দোষে পতিত। সম্ভবতঃ নমঃশূদ্র জাতিও এই হেতু অব্যবহার্য্য ও পতিত। নমস্যের সন্তান বলিয়া নমঃশূদ্র—অথবা শূদ্রবৎ বলিয়া কোথাও নমঃশূদ্র নামে বিখ্যাত আছে। প্রায় জাতিরই ব্যবহার্য্য নাম হইতে একটি ভিন্ন নাম শাস্ত্রে আছে, ইহাদিগেরও ঐ নাম আছে।

বিপক্ষ বাদীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, নমঃশূদ্র জাতি চণ্ডালের নামান্তর মাত্র। কিন্তু ইহার সমর্থনকারী কোন প্রমাণই দেখি না। তা' ছাড়া অপর কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ লোমশ মুনির বীর্য্যে তদীয় শূদ্রাপত্নির গর্ভে 'ঋতুর প্রথম দিনে নমঃশূদ্রোৎপত্তি হয়। কিন্তু মনুর মতে তাহাও অসঙ্গত। অশৌচ,

শ্রাদ্ধকর্ম্মে ও পিণ্ডদান প্রভৃতিতে ঐক্য হয় না বলিয়া উহাও গ্রহনীয় হই-তেছে না।*

শ্রী—

ভগ্ন-হৃদয়।

গান।

বাগেশ্রী——আড়াঠেকা।

নিভিলরে আশা-দীপ, পাপ-নিরাশ-পবনে।
ভাঙিল সুখ-স্বপন মোহ-নিদ্রা অবসানে।
শান্তিহীন এ পরাণ, হু হু করে অনুক্ষণ,
সংসার যেন শ্মশান—অনন্ত প্রকৃতি সনে।
জগতের কোলাহল, বাজে হৃদে সম শেল,
বিরলে কাটাতে কাল—সদা অভিলাষ মনে।
অবশে শিথিল কায়, আপনা হারায়ে হায়,
অসার ভগ্ন-হৃদয় কাঁদে গুমরি গোপনে।
স্মৃতি-প্রলোভন-বাণী, পোড়াইছে এ পরাণী,
কতদিন নাহি জানি—যাবে হেন নির্য্যাতনে।
কোথা হে দয়াল হরি, এসময়ে কৃপা করি,
বিতর করুণা-বারি—অভাগা-তাপিত-প্রাণে॥

---

* ফরিদপুর জেলায় এই জাতির নৈতিক, মানসিক ও পারিবারিক উন্নতির জন্য "নমঃশূদ্র হিতৈষিণী সভা" স্থাপিত আছে। তাঁহারা এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের নিকট অনেক অনুসন্ধান লইতেছেন ও জাতৃহিতকর অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই প্রবন্ধটীও সেই সভার সংগ্রহক্রমে লিখিত, ইহার অধিক তত্ত্ব কেহ প্রকাশ করিলে সভা অনুগৃহীত হইবেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—জয়নগর পাঠালয়ের সপ্তম সাম্বৎসরিক বিবরণ। এই পাঠালয়টীর দ্বারা জয়নগর অঞ্চলের সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইতেছে। ইহার কার্য্য প্রণালী বড় উত্তম। আমরা একান্তমনে ইহার ক্রমোন্নতি ও দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করি।

—দীপিকা। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। আমরা ইহার প্রথম দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। দুই একটি প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সংখ্যার "চাট্‌নী" নামক রহস্য আমাদের বড় ভাল লাগে নাই। যাই হউক, সম্পাদক মহাশয় নির্ব্বাচন বিষয়ে একটু নজর রাখিলে, ইহাদ্বারা অনেক উপকার আশা করা যায়।

—হোমিওপেথিমতে প্রমেহ রোগ ও শুক্রক্ষরণ রোগ চিকিৎসা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৶০ আনা। এখানি হোমিওপেথি শিক্ষার্থী দিগের বিশেষ উপযোগী।—আজ কাল দেশে এ সংক্রামক রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; এ সম্বন্ধে যত অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল। পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাদ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

—চিকিৎসাদর্শন।—চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধ পূর্ণ মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥• টাকা ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা—বৈশাখ। লেখার প্রণালী উত্তম। নাটকচ্ছলে 'শিশু-পালন' প্রবন্ধটী বেশ হইয়াছে। এরূপ সাময়িক পত্র আমাদের নিকট বড় আদরণীয়। মূল্যটি বড় অধিক হইয়াছে—এ সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিলে ভাল হইত।

—বীণাপাণি।—মাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ—১ম সংখ্যা—বৈশাখ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। বীণাপাণির আবির্ভাবে আমরা বড় সুখী হইয়াছি। প্রধানতঃ সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা ইহাঁর উদ্দেশ্য। প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দররূপ নির্ব্বাচিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজে এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। আমরা কায়মনোবাক্যে ইহাঁর উন্নতি কামনা করি।

—ধর্ম্মবন্ধু। মাসিক পত্র। সপ্তমভাগ প্রথম সংখ্যা—বৈশাখ। এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা স্বনামোপযোগী হইয়া বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে।

বিবেক-বাণী।

(গান)

ভৈরবীমিশ্র—কাওয়ালী।

(মন!) কি হবে কোথা যাবে অহো ভীষণ আঁধার!
গভীর গরজি' ব্যোম, খেলিছে বিজলী তাহে হের অনিবার॥
(শুন ওই) বহিছে পবন ভীমস্বনে,
কাঁপিছে—ভূমে লুঠিছে,
বিশাল-ভূধর-চূড়া, রবি শশী গ্রহ তারা,
প্রকৃতি বিকৃতি ভাবে ;—
উছলি' জলধি-বারি ধায় চারিধার।
(বুঝি হায়) রাজ-অনুমতি সাধিতেরে,
প্রলয়—এসমুদয়,
হ'লো আজি উপস্থিত, দিতে তোরে সমুচিত,
পাপের বিষম ফল ;—
পরিণাম এ জঞ্জাল উপেক্ষি' আমার।
(কেন বল্) অসার-সংসার-বিষ-রসে,
মজিলি—হায় মরিলি,
ত্যেজিলি পরম পদে, মাতি' মূঢ় মোহমদে,
ভুলি' ইহ পরকাল ;—
কাঁদি' মিছে কিবা আছে ফল এবে আর।

* * *

(তবে মন) কর সার যদি শুধু অনুতাপ,
রিপু-ভোগ—ছাড়ি যোগ,
আরাধনা যদি কর, বাসনারে পরিহর,
মজ হে অনন্ত-ধ্যানে ;—
তবে এ নরক-পথে পাবে হে উদ্ধার॥

মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি কি?

এই প্রশ্নটী অতিশয় প্রয়োজনীয়; এবং আমরা এ বিষয়ে কতদূর কারণ নির্ণয় করিতে পারি, তাহা বলাও সুকঠিন; তথাপি কোন বিষয় নিরুৎসাহিত হওয়া ভূতিলাভেচ্ছু ব্যক্তি দিগের কদাচ কর্ত্তব্য নহে; অতএব যথাসাধ্য এই বিষয়ের কারণ নির্ণয় করা যাউক।

প্রকৃত উন্নতি কি? এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেই উহা কোন্ বিষয়ক উন্নতি, তাহা জানা উচিত। উন্নতি শব্দের অর্থ উচ্চতা। যেমন একটি ত্রিভুজের উন্নতি; অর্থাৎ ত্রিভুজটি ভূমি হইতে কত উচ্চ; কিন্তু সমাজের উন্নতি কিম্বা দেশের উন্নতি ইত্যাদি বাক্যে উন্নতি শব্দের উক্ত স্থূল অর্থ বুঝায় না; এখানে উহার ভাবার্থ (অর্থাৎ উন্নত অবস্থা) গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রধানতঃ মনুষ্যের উন্নতি দুই প্রকার, আধ্যাত্মিক এবং ভোগ বিষয়ক। আধ্যাত্মিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি পদাবাচ্য। আজ কালের অধিকাংশ লোকেই বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞানাদির সাহায্যে ভোগের উন্নতি হইলেই মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইল, কিন্তু তাহা যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক, আমরা ক্রমান্বয়ে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আধ্যাত্মিক উন্নতি।

বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় সমাজ বিজ্ঞান-বলে ভোগ বিষয়ক যে উন্নতি সাধন করিতেছেন, তাহাতে ঐহিক সুখ অধিক পরিমাণে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইতেছে সত্য; কিন্তু ঐ সুখ অকিঞ্চিৎকর এবং অনিত্য, উহার কেবল মাত্র দেহের সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত বিজ্ঞান জনিত ঐহিক সুখ কোন প্রকারেই কার্য্যকারী হইবে না। সমাজ উৎকৃষ্ট বিষয় ভোগ করিতে শিখিয়াছে, অতএব উহা উন্নত; এই মত কখনই আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত নহে। যে মহর্ষিগণ বাল্যকাল হইতে বেদ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতঃ বিবেকের অধিকারী হইয়া যাবতীয় বিষয় ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যারূপ নিত্য ধন লাভ করিবার নিমিত্ত কেবল মাত্র ভগবচ্চিন্তা পরায়ণ ছিলেন, যাঁহারা বিবিধ শাস্ত্রাদিতে অনিত্য বিষয়বাসনাকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়া মুক্তির অন্তরায়

বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে ভোগবিষয়ক উন্নতি, কখনই সমাজের প্রকৃত উন্নত অবস্থার লক্ষণ হইতে পারে না। ইহা আরও বিবেচনা করা উচিত, যে বাস্তবিক ঐহিক সুখ অনিত্য এবং অসার। সত্য বটে বিজ্ঞান রেলওয়ের আবিষ্কার করিয়া এক অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়াছে; কিন্তু উহা যতই বিস্ময়োৎপাদক হউক না কেন,উহাদ্বারা আমরা কখনই অধ্যাত্ম-জগতে পৌঁছিতে পারি না। সত্য বটে বিজ্ঞান ইলেক্ট্রিসিটির প্রভাবে তারের সম্বাদ আবিষ্কার করিয়া এক মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছে,কিন্তু ইহা যতই মহৎ হউক না কেন, উহা আমাদিগকে অধ্যাত্ম জগতের কোন সম্বাদ আনিয়া দিতে পারে না। সত্য বটে বাণিজ্যের সাহায্যে এবং বিবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় অনেক প্রকারে মনুষ্যের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু মৃত্যুর পর আমাদিগের সহিত এই সমস্ত ভোগ সুখের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। সত্য বটে বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে বড় বড় মহাসমুদ্রও পার হওয়া যাই-তেছে, কিন্তু ভবসমুদ্র পারের এ পর্য্যন্ত কোন উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে না।

"দেহং পঞ্চত্বমাপন্নং ত্যক্ত্বা কৌ কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ।
বান্ধবা বিমুখা যান্তি ধর্ম্মো যান্ত মনুব্রজেৎ ॥"

অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তদেহকে পৃথিবী পৃষ্ঠে কাষ্ঠলোষ্ট্রেরন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু-বান্ধবেরা বিমুখ হইয়া গমন করিবে,কেবল ধর্ম্মই পরলোক গামীর অনুগামী হইবে।

যখন এই ভয়ানক সময় উপস্থিত হইলে,কোন বিজ্ঞান বা কোন প্রকার ভোগ সুখই কার্য্যকারী হয় না, তখন ভোগোন্নতিকে আমরা কখনই প্রকৃত উন্নতি বলিতে পারি না। মহর্ষিগণ যে উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া কেবল মাত্র অনন্ত কালের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, যে উন্নতি লাভ করতঃ তাঁহারা মহারণীয় নিত্য সত্য সনাতন পুরুষকে (ব্রহ্ম) দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া বিষ সদৃশ বিষয়-তৃষ্টাকে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সেই অনন্ত কাল স্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ এই উন্নতি ব্যতিরেকে মনুষ্যের তৃষ্ণাক্ষয় জনিত শান্তি সুখ লাভের আর দ্বিতীয় উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্টাক্ষয় সুখস্যৈ তৎ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥"

অর্থাৎ যাহা পার্থিব ভোগজনিত সুখ এবং যাহা স্বর্গীয় মহৎসুখ, তাহা তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নহে। এক্ষণে সেই অক্ষয় শান্তিসুখদায়ক আধ্যাত্মিক উন্নতি কি, তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

চিত্তশুদ্ধিই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান ভিত্তি। মনুষ্য যে পরিমাণে আপন চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে, সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে। যেমন কোন দ্রব্যকে জল কিম্বা অগ্নি দ্বারা নির্ম্মল করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়, সেই প্রকার চিত্তকে ও মালিন্য হইতে মুক্ত করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। এই চিত্ত মালিন্যই বা কি? ক্রোধ, মোহ, অহংকার, মৎসরতা, লোভ এবং কাম ইহারাই অন্তর্ম্মল। যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত কুৎসিৎ মলা হইতে চিত্তকে পরিষ্কৃত করা না যায়, তাবৎ কখনই চিত্ত শুদ্ধি লাভ হইবে না।

ক্রোধ মোহাদি প্রাগুক্ত চিত্তবৃত্তি সকলকে অন্তর্ম্মল বলার তাৎপর্য্য কি? এই সমস্ত মলিনা বৃত্তি চিত্তের স্বাভাবিক প্রসন্নতা এবং হিতাহিত বিবেক শক্তির প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, এবং চিত্তকে বিকৃত করে; এই নিমিত্তই ইহা দিগকে অন্তর্ম্মল বলা হইয়াছে। যেমন কোন জড় পদার্থ মলাবদ্ধ হইলে তাহার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না, তাহার স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হইয়া বিকৃত দশাপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার চিত্ত ও মোহাদিদ্বারা আবদ্ধ হইলে তাহার স্বাভাবিক প্রসন্নতা থাকে না, বিবেক শক্তি আবদ্ধ এবং বিকৃত হয়, অতএব উক্ত বৃত্তি সকলকে অন্তর্ম্মল বলা হইল।

এক্ষণে চিত্তের স্বাভাবিক প্রসন্নতা, হিতাহিত বিবেক শক্তি এবং বিকারই বা কি,তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক। কখন কখন আমাদের চিত্ত কার্য্য বিশেষে জয় লাভ করিলে অতীব উল্লাসিত হয়,এবং কার্য্য বিশেষে নিষ্ফল হইলে অতীব বিষাদিত হয়। এই প্রকার অতীব উল্লাসিত কিম্বা অতীব বিষাদিত হওয়া চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, উহা জয়াজয়ে কিম্বা লাভালাভে হইয়া থাকে; অতএব এই দুই প্রকার অবস্থার অভাবই চিত্তের স্বাভাবিক প্রসন্নতা, অর্থাৎ যে চিত্ত কোন কারণ বশতঃ অতীব উল্লাসিত কিম্বা অতীব বিষাদিত হয় না, কিন্তু অবিরতই এক প্রকার আনন্দময় অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহাই প্রকৃত রূপ প্রসন্ন চিত্ত; এবং ঐ প্রকার অবস্থাকেই চিত্তের স্বাভাবিক প্রসন্নতা কহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন;—

" দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধী র্মুনিরুচ্যতে॥ "

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত দুঃখ সমষ্টিতে উদ্বিগ্ন এবং সুখ সমষ্টিতে স্পৃহাবান হয় না, যিনি রাগ অর্থাৎ অনুরাগ (বিষয়াসক্তি), ভয় অর্থাৎ মিথ্যা অবিবেক জনিত ভয়, এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি, তিনিই প্রকৃত মুনিপদবাচ্য হয়েন।

কোন্ কার্য্য হিতকর এবং কোন্ কার্য্য অহিত কর ইত্যাদি বিচার করিবার শক্তিকে হিতাহিত বিবেক কহে। পশ্বাদি নিকৃষ্ট জন্তুতে এই বিবেক শক্তি উপলক্ষিত হয় না, কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই অল্পাধিক পরিমাণে এই বিবেক শক্তি দেখা যায়। এই বিবেকশক্তির অভাব হইলে মনুষ্য ও পশুতে বড় একটা প্রভেদ থাকে না। যদি ও মনুষ্যের এই অমূল্য বিবেক শিক্ষা ব্যতিরেকে কখনই স্ফূর্ত্তি পায় না, তথাপি উহা যে চিত্তমধ্যে অব্যক্ত ভাবে নিহিত থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ মনুষ্যের চিত্তমধ্যে ঐ শক্তি যদ্যপি না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র শিক্ষায় ও ইহা কখন প্রকাশ পাইত না। কোন পশুকে সহস্র বৎসর শিক্ষা দিলে ও তাহার হিতাহিত বিবেক প্রকাশ পায় না। ইহার কারণ কি ? উহাদিগের ঐ শক্তি স্বভাবতঃ নাই। যেমন বৃক্ষ পর্ব্বতাদির হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই প্রকার পশ্বাদি জন্তর যাবতীয় ইন্দ্রিয় কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হিতাহিত বিবেকের কার্য্য অথবা সম্যক্ বুদ্ধিবৃত্তি উপলক্ষিত হয় না, উহা মনুষ্যেরই বিশেষ ধর্ম্ম ! মহাত্মা মনু কহিয়াছেন ;—

" ভূতানাং প্রাণিন শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধি জীবিনঃ
বুদ্ধি মৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥ "

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ তাবৎ স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে প্রাণিরা শ্রেষ্ঠ; প্রাণি সকলের মধ্যে বুদ্ধিজীবিরা শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি জীবীদিগের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ ; মনুষ্যদিগের

মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হইতে কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যাঁহাদিগের নিশ্চয় আছে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; কৃতবুদ্ধিদিগের মধ্যে অনুষ্ঠান কর্ত্তারা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীরাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়েন।

চিত্তের উল্লিখিত স্বাভাবিক প্রসন্নতা এবং হিতাহিত বিবেকের অভাবই চিত্তের বিকার কারণ। প্রসন্নতার অভাব হইলে, হয় অতীব শোক মোহ এবং বিষাদাদি অথবা অতীব হর্ষ এবং উল্লাস উপস্থিত হয়। ইহারা সকলেই চিত্তের প্রকৃত আনন্দময় অবস্থার বিকৃতভাব। হিতাহিত বিবেকের অভাব ও চিত্তবিকারের কারণ,—উক্ত বিবেকের অভাব হইলে উন্মত্ততা অথবা অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় সুতরাং উহা চিত্তের প্রকৃত অবস্থার বিপরীত; অতএব উল্লিখিত প্রসন্নতা এবং বিবেকের অভাবই চিত্তের বিকার। এই প্রসন্নতা এবং বিবেক বিনাশী প্রাগুক্ত মোহাহঙ্কারাদি যাবতীয় জড়িত চিত্ত জঞ্জাল হইতে হৃদয়কে পরিস্কৃত করাই চিত্ত শুদ্ধির এক অদ্বিতীয় উপায় এবং এই চিত্ত শুদ্ধিই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান অবয়ব। শাস্ত্রেও কথিত আছে;—

"চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তুপলব্ধয়ে"

অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্ম (শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম; যথা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি,এবং বাহ্য পূজা জপাদি) চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত বস্তু প্রাপ্তির অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত (বেদান্তাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মকেই বস্তু এবং জগদাদিকে অবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) নহে; অর্থাৎ কর্ম্মাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ নহে। প্রথমতঃ কর্ম্মাদিদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে, পরে ঐ পবিত্র চিত্তরূপ উর্ব্বরাক্ষেত্র প্রসন্নতা, বিবেক, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট শস্য উৎপন্ন হইলে, মনুষ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিয়া থাকে। যিনি সর্ব্বানর্থ-নিবারণ হেতু মুক্তিলাভের একমাত্র কারণস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনিই—সেই মহাত্মাই মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন; নতুবা কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট বিষয় ভোগ করিতে শিখিলেই যে মনুষ্যপদবাচ্য হয় এমত নহে। জীবন ধারণের নিমিত্ত আমরা বহুক্লেশ পাইয়া থাকি, কিন্তু পশ্বাদি নিকৃষ্ট জন্তরা অবলীলাক্রমে এবং অনায়াসে ভূম্যুৎপন্ন তৃণাদিদ্বারা জীবনধারণ করে। আমারা বিবিধ বিলা-

সোপযোগী ভোগ্যবস্তু আহরণ করিয়াও যে সুখভোগে বঞ্চিত, নিকৃষ্ট পশুরা স্বভাবজাত তৃণাদিদ্বারাও অপেক্ষাকৃত অধিক সুখ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা যে ভোগের নিমিত্ত প্রতিদিন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি মহা মহা পাপে লিপ্ত হইতেছি, পশুরা বিবেকশূন্য হইয়াও সেই ভোগের নিমিত্ত এতাদৃশ মহা মহা পাপে লিপ্ত হয় না; এতএব ভোগ বিষয়ে পশুরা যে আমাদিগের অপেক্ষা প্রশংসনীয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা বিবেকের অধিকারী হইয়াও বিবেকশূন্য পশু অপেক্ষা অধিক পাপী। অতএব ভোগ বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকৃত মনুষ্যত্ব নহে, বিবেক বিষয়ে পারদর্শিতাই মনুষ্যজন্মের একমাত্র সার। যিনি বিবেকাগ্নিদ্বারা চিত্তমধ্যবর্ত্তী যাবতীয় অভিমানমহাদি চিত্তজঞ্জালকে এককালে দগ্ধ করিতে সক্ষম, তিনিই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন—তাঁহারই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হইয়াছে। একমাত্র চিত্তশুদ্ধিই আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। ক্রমশঃ

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্রেম ও সুখ।

পৃথিবীতে সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত ও লালায়িত। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীমান হয়, যে যিনি যাহাই করুন না কেন, সুখ সকলেরই একমাত্র চরমলক্ষ্য। যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি সুখেরি অভিলাষ করিতেছেন। মনের ভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক সুখকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে। যিনি প্রাণপণে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহার অভিষ্টসিদ্ধ হইলে তিনি আপনাকে সুখী বোধ করেন। যিনি বিদ্যালাভের চেষ্টা করিতেছেন, তিনি মনে করেন, যে সফল মনোরথ হইলে তাঁহার সুখলাভ হইবে। এই সমস্ত কারণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যাঁহার যে দ্রব্যের অভাব, তিনি তাহা পাইলে আপনাকে সুখী মনে করেন। অভাব পুরণই সুখ।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস

নাই—তাঁহারা নাস্তিক। তাঁহাদের নিকট আত্মা বলিয়া কিছু নাই; অথবা যদি আত্মা থাকে,তাহা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ মৃত্যুর সহিত আত্মারও অবসান হয়। শরীর ভৌতিক পদার্থ; এই শরীর যে উপাদানে নির্ম্মিত, মৃত্যু হইলে সেই সমুদায় উপাদানে মিশাইয়া যায়; সুতরাং তাঁহাদের নিকট পরলোকও নাই। একমাত্রবাসনার পরিতৃপ্তিই তাঁহাদের সুখ। এই শ্রেণীর লোকের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। ইহাঁদের মতের সহিত আমাদিগের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য। যাঁহাদিগের নিকট পাপ পুণ্য বিচার নাই, সর্ব্বস্রষ্ঠা ভগবানের প্রতি আস্থা,ভক্তি বা বিশ্বাস নাই,—যাঁহাদিগের নিকট অনন্ত ও অক্ষয়প্রেম স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়,—আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে যাঁহারা অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা যে কি প্রকৃতির লোক, তাহা অন্তঃসারবান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পরলোক বা আত্মা বিশ্বাস করেন না বলিয়া যে তাঁহারা সুখ চাহেন না, এমত নহে। সুখসম্ভোগই তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। তবে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, সকলেই সুখের অভিলাষী। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী বা যে সমাজভুক্ত হউন, সুখ তাঁহার লক্ষ্য; কেহই একথা অস্বীকার করিতে পারেন না। এখন দেখা যাউক সেই সুখ কি?

যাহা ক্ষণস্থায়ী—যাহা আমাদিগের জীবনের অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে, তাহাকে আমরা সুখ বলিতে চাহিনা। যে সুখ অনন্ত অক্ষয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহাই প্রকৃত সুখ। অনেকে বলিতে পারেন,ঐশ্বর্য্যোত লোকে সুখী হইতে পারে, কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। পার্থিব বস্তু লইয়া ব্যস্ত থাকিলে লোকে সুখী হইতে পারে না। এই মনে করিলাম এত টাকা পাইলে সুখী হইব, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহা পাইলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন অভাব উপস্থিত হইল। সুখ কোথায় ছুটিয়া পলাইল—মন আবার উদ্বিগ্ন হইল—কিসে সেই অভাবের দূর হইবে। যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ মনে সুখ নাই। যেই সে অভাবটি যাইল, আবার একটি অভাবের সৃষ্টি হইল। এইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে লোক সুখের আশায় প্রতারিত হইতেছে, কিন্তু সুখের ইচ্ছাও ছাড়িতে পারিতেছে না। এ সময় একটি ইংরাজ কবির একটি সুন্দর কথা মনে পড়িল। তিনি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা একটি স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যদি চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপকরি, বোধ হয় যেন আকাশ

অনতিদূরে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু যতই অগ্রসর হই, কখনও দেখিতে পাই না, কোন স্থান স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশও সরিয়া সরিয়া যায়। সেইরূপ আমরা প্রতিপদে সুখকে ধরিতে যাই, কিন্তু ধরিতে পারি না। মানুষ এইরূপে সর্ব্বদা প্রতারিত হইতেছে, তথাচ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মিছা ঘুরিয়া মরে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও মানুষ সুখী হইতে পারে না। বরং যে পরিমাণে ঐশ্বর্য্য বাড়িতে থাকে, সেই পরিমাণে আমাদের অসুখও বৃদ্ধি হয়। কারণ ভোগ বাসনা কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না। "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" বাসনা যতই ভোগ করা যায়, উত্তরোত্তর ততই প্রবল হইতে থাকে। যদি ভোগেচ্ছা বাড়িল, তবে সুখ কোথায়? বাসনা জয় না করিলে সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। ধনই বল, মানই বল, ঐশ্বর্য্যই বল, পার্থিব বস্তু মানুষকে প্রকৃত সুখ প্রদান করিতে পারে না। কারণ যে সুখের ক্ষয় নাই, যাহার নাশ নাই, যাহার সীমা নাই, যাহার কারণ নাই, সেই অকারণ সম্ভুত সুখ নশ্বর পদার্থে কখন লাভ করা যায় না।

আমরা পৃথিবীতে যে সমুদায়কে সুখের নিদান মনে করি, তাহারা ধ্বংসশীল; সুতরাং ইহাদের বিনিময়ে লোকে নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে না। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, বোধ হয় সকলেই জানেন, অর্থাদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধনের উপায় ভূত বস্তু লইয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। তবে যদি অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে চাও, বাসনার অতীত রাজ্যে যাইতে হইবে; বাসনা জয় না করিলে সুখ নাই।

এক্ষণে নাস্তিকদিগের সুখের কথা কিছু বলিব। কেহ কেহ মনে করেন, যে ইহাঁরাত বেশ সুখী। কিন্তু যাঁহারা পরকাল স্বীকার করেন না, মৃত্যুর পর আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিষয়ে সন্দিহান, তাঁহারা যে কিরূপে শান্তি অনুভব করেন, তাহা আমরা অল্প বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহারা জানেন যে প্রতি-মূহুর্ত্তে কালের করালগ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবন। মৃত্যু হইলে মান, সম্ভ্রম, আশা, ভরসা, অর্থ একেবারে চিরকালের জন্য ফুরাইয়া যাইবে। এখন যাহাকে ভালবাসিতেছি, তাহাকে চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইবে। এই রূপ জানিয়া শুনিয়াও যে তাঁহারা আনন্দে কালযাপন করেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই দলের একজন প্রধান নেতা মিলের (J. S. Mill.)

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে জানা যায়, যে জীবনের শেষদশায় তাঁহার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি একখানি পত্রে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে মানুষ পরলোক বিশ্বাস না করিলে সুখে জীবন যাপন করিতে পারে না। আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে Addison সাহেব বলিয়াছেন, যে মানব প্রকৃতি উন্নতিশীল। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে মনের প্রবল ইচ্ছা, একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। সুতরাং, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলির বিকাশ না হইতে হইতে যদি মৃত্যু হয়, আর আত্মা নিত্য না হয়, তবে ঐ সমুদায় সৎপ্রবৃত্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ইহা স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ। যাহা হউক আমাদিগের সে কথার আবশ্যক নাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহাঁদের সুখ ক্ষণস্থায়ী ও প্রকৃত সুখ শব্দের বাচ্য নহে। তবে সে সুখ কোথায়? যাহার জন্য মুনি ঋষিগণ কঠোর তপস্যাদ্বারা দেহক্ষয় করিয়াছেন, যাহার জন্য কত শত সংসারী সংসার ছাড়িয়া, মায়া দয়া কাটিয়া—পুত্রকলত্রাদি অকিঞ্চিৎকর বোধে উন্মাদের ন্যায় অরণ্য-প্রবেশ করিয়াছেন, সে সুখ কোথায়? যে সুখ পাইবারজন্য জগদারাধ্য বুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়া রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া-ছিলেন,—যে সুখের জন্য তিনি রাজপ্রাসাদ, ভোগ-বিলাস-দ্রব্য, স্নেহময় জনক জননী, প্রেমময়ী প্রিয়তমা ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া ছিলেন, সে সুখ কোথায়?

প্রেমই সেই সুখ। এই শব্দটি কি মধুর! মনে হইলে হৃদয় পুলকিত হয়; আনন্দে মন বিভোর হইয়া যায়। প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই সুখ। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে সুখ নাই। দুই একই পদার্থ। আমরা প্রেম করিতে শিখি নাই;—ভালবাসিতে জানিনা। আমরা জগতে যাহাকে ভালবাসা বলি, তাহা সেই প্রেমময়ের প্রেমের ছায়া মাত্র। যখন দয়াময় হরি কৃপা করেন, তখন একবার চকিতের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আস্বাদন পাই। আবার যখন চঞ্চলা চপলার ন্যায় এই পাপ হৃদয় ছাড়িয়া যায়, তখন মানব-হৃদয় হাহাকার করিতে থাকে। প্রেম করিতে শিখিলে শত্রু মিত্র জ্ঞান থাকে না। Christ বলিয়াছেন "Love thy enemies" সেই প্রেমময় হরির প্রেমরাজ্যে বাস করিয়া যদি প্রেমের আস্বাদন না করিলাম, বৃথা মায়ামুগ্ধ হইয়া মরীচিকা ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় প্রেমবারি পান করিতে না পারিলাম, তবে মানব জন্ম বৃথা। সংসার ত একটি

বৃহৎ মরুভূমির ন্যায়। ইহার মধ্যে অসংখ্য মৃগযূথের ন্যায় মানবগণ দলে দলে বেড়াইতেছে; পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে, ঐহিক সুখরূপ মরীচিকা মুগ্ধ হইয়া আমরা প্রেমামৃত পান করিতে পারিলাম না, ইহাপেক্ষা আমাদের অধিকতর দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে। ভাই! সংসার একটি মায়ার রাজ্য। মায়া আপনার ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাপ্রভাবে আমাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা কিছু দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সবই কুহক। যাহা সুখ বলিয়া ধরিতে যাই, দেখি তাহাতে সুখ নাই। অহো! মায়ার কি অদ্ভুত প্রভাব। মানুষ আপনি আপনাকে চিনিতে পারে না। মায়া, ধন্য তোমার বিদ্যা! তোমার মন্ত্রপ্রভাবে জীব তত্ত্বজ্ঞানহীন ও অন্ধ। Philosopher Plato বলিয়াছেন, আমারা পৃথিবীতে যাহা দেখিতেছি, ইহা সমুদায় নকল আসল বস্তুর ছায়ামাত্র। কথাটির মধ্যে গূঢ় মর্ম্ম নিহিত আছে। বস্তুতঃ মায়া আপনার মন্ত্রবলে মিথ্যাবস্তুকে সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে। ভাই! যত দিন মায়া বন্ধন ছিন্ন না হইবে ততদিন দুঃখের অবসান নাই। মায়ার রাজ্য পার হও দেখিবে কেবল প্রেম বই আর কিছুই নাই। অনন্ত প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে।— কূল নাই, পার নাই, সীমা নাই, অপার আনন্দে ভাসিতে থাকিবে। এই মায়ার বিশাল রাজ্যের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রেমময় দয়াময় হরি আমাদিগকে সর্ব্বদা ডাকিতেছেন;—আইস, মায়ার কথায় ভুলিও না; একবার পার হইয়া আইস, সকল দুঃখ ঘুচিবে। অনন্ত-প্রেমও অক্ষয়-সুখ পাইবে। আমরা এমনই হতভাগা, যে মায়ার কথায় কর্ণপাত করিতেছি না। রে দুর্ব্বৃত্ত মন! একবার যে সেই প্রেম-সলিলে অবগাহন করিয়া তাঁহার প্রেমামৃত পান করিলে সমুদায় শোক দুঃখ ভুলিয়া যাইবি তাহা কি বুঝিয়াও বুঝিতেছিস্ না! একবার তাঁহার প্রেমের আস্বাদন জানিলে সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে; অক্ষয় ও অনন্ত জীবন লাভ হইবে; মোহ কাটিবে; জ্ঞানের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, এবং তখন জানিবে, তুমি কা'র' কে তোমার! ভাই! এ প্রেম পাইতে কেনা ইচ্ছা করে? এ সুখ ভোগ করিতে কাহার না বাঞ্ছা হয়? এ প্রেমও সুখের ত' আভাস পাইয়াছ! তবে ভুলিয়া যাও কেন? বল দেখি, দয়াময় হরির নাম করিতে করিতে কাহার হৃদয়ে না প্রেম উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে।

এমনি হরিনামের মহিমা, যে হরিনাম করিলে সকলেরই হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়; প্রেমভাব উদ্দীপিত হয়। বাল বৃদ্ধ যুবা হরিনাম করিতে করিতে নৃত্য করিতে থাকে। কেহ বা আনন্দে আত্মহারা হইয়া ক্ষণেকের তরে আনন্দের স্রোতে কোথায় ভাসিয়াযায়। বোধ হয়, নূতন রাজ্যে আসিলাম ও নবজীবন পাইলাম। কিন্তু হায়! মায়া অমনি টানিয়া আপনার রাজ্যে আনিয়া ফেলে। চৈতন্যদেব এই প্রেমেই মগ্ন হইয়া নদীয়া মাতাইয়াছিলন। সেই প্রেমে কখন তিনি গলিয়া যাইতেন; "রাধা রাধা" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন, আহা কি মধুর প্রেম! প্রহ্লাদও এই প্রেমের প্রেমিক! এই প্রেমে মত্ত হইয়া জলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, প্রচণ্ড মাতঙ্গ-পদ-দলিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে ক্ষণেকের জন্য ভীত হন নাই। কেবল প্রেমেই ডুবিয়া ভীষণ ঘাতকের হস্তে আপন জীবন সমর্পন করিতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হন নাই এবং সেই হরির প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কৃষ্ণ-সর্প-বিষ-ভক্ষণে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। এইত প্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত! প্রহ্লাদ প্রেমের শিকলে হরিকে বাঁধিয়াছিলেন। যাঁহার হরিময় জীবন, তাঁহার আবার মৃত্যু কি? তাঁহার আবার বিপদ কি? মৃত মাহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার হৃদয় এমনই প্রেমপূর্ণ, যে হরিনাম করিলে তিনি অজ্ঞান হইতেন।

ভাই! সেই প্রেমবিনা ত সুখ নাই? তবে এস সেই প্রেমলাভে সচেষ্ট হই। ভক্তি ও অনুরাগই তাহার মূল। প্রেমের বীজত সকলের হৃদয়ে আছে; তবে ভক্তি-বারি সেচন না করিলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে কেন? ভক্তি ও অনুরাগের সহিত প্রেমের সাধন কর, অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইবে। ইহা ভিন্ন আমাদের মুক্তির আর ভিন্ন উপায় নাই—সুখ নাই!

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার।

সংসারে।

এধরা নহেক ভাই কাঁদিবার স্থান,
আরো উচ্চ আছে কাজ,
বিশাল বিশ্বের মাঝ.
জীবনের উদ্দেশ্য এ উদার মহান;
গাহিতে আসিনা শুধু বিলাপের গান।

সকলের সব আশা
পুরে না কখনো ভাই,
এই ত এ জগতের রীতি;—
দিন রজনীর মত
আশা পর আশা কত
আসে আর যায় নিতি নিতি;
তারি মাঝে অনিবার জাগে এক আশ,
কিছুতেই নহে সে নিরাশ।

সেই আশা জগতের উন্নতির মূল,
তাহারি প্রখর স্রোতে,
ভেসে যায় ধরা হ'তে
দুখ বাধা, ভাঙ্গেচোরে কত শত ভুল,
সদাশার এ ধরায় ক্ষমতা বিপুল।

তবে কেন—কিসের বা ভয়?
ভয় ত করিতে নাই,
ভাবনার কিছু নাই,
ভাবিবার আছে শুধু দেব দয়াময়,
দুখীর—সতের বন্ধু কেশব নিশ্চয়।

সেই পদে দাও মন কাজে দাও হাত,
কর এ জীবন পণ,
ভোগ আশা বিসর্জ্জন,
যুঝিবারে অসিবার জগতের সাথ ;
কি কাজ জীবনে যদি নাহি পূরে সাধ ?

কার তরে দেখ ফিরে—কেহ নাই পাছে !
দাঁড়ায়ে বিজন বিশ্ব,
অতীত ভীষণ দৃশ্য,
সম্মুখে তোমার কিন্তু আর ধরা আছে,
যাও তবে যাও ছুটে যাও তারি কাছে !

এ ধরা কাহারো নয়—পিশাচের ধরা,
এ ধরা বিলাসময়,
এ ধরায় শুধু ভয়,
এ ধরা কামের ধরা মোহ মদেভরা,
প্রবৃত্তির ধরা হেথা পাপের পসরা !

মানবের হেথা কিছু নাহি কিনিবার !
দিবার অনেক আছে,
যা' দাও তা' দিও পাছে,
এখন ত যাও চলে পথে আপনার,
দাঁড়ালে, পাপের হাতে পাবেনা নিস্তার।

অইত পায়ের কাছে সংসার-বন্ধন,
তোমার দক্ষিণ করে,
লোভ ত ভ্রমণ করে,
বিলাস বামেতে অই করে আগমন ;
অই মোহমদ ঘোর,
মাথার উপরে তোর,

বিভীষণ রিপুগণ বিকট দর্শন!
ব্যাদিয়া বদন তারা,
'ঢাকি' রবি গ্রহ তারা,
অই আসে কদাকার রাহুর মতন;
ছাইতে তোমার অই নবীন-জীবন!

হও ভাই সাবধান,
ধর অসি খরসান,
প্রকাণ্ড-জগৎ-ক্ষেত্রে দারুণএ রণ!
চাই ধৈর্য্য মনোবল,
ক্ষিপ্রগতি অচঞ্চল,
চাই হেথা বাহুবল, প্রাণের বিকাশ,
চাই লক্ষ্য—সুখধাম, অনন্ত পিয়াস!

স্থির রেখো লক্ষ্যপথ—জীবনের আশ,
তবেত সংসার রণে,
হবে জয়ী এ জীবনে,
শুনো না কাহারো কথা—ঘৃণা উপহাস,
নীচ হীন দীন মন অপরের দাস।

কোথা হতে বাজে বাঁশী ডাকিছে সঘনে,
কাহারে কিছু না বলে,
নিজ পথে যাও চলে,
হৃদয় তোমার শুরু সত্যের পালনে,
যাও চলে—চেওনাক ভেবনাক মনে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

জীবন-যোগ।

(সূচনা।)

জীবনের উৎকৃষ্ট আধার মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হইয়া আমরা যে কি কার্য্য সাধন করিতে করিতে সময়-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, যদি কখনও নিবিষ্ট-চিত্তে ইহা চিন্তা করিবার অবসর পাই, তাহা হইলে অনুতাপের আর পরিসীমা থাকে না ; এবং তখন আমাদিগের 'আপনাকে' এত হীন বলিয়া বোধ হয় যে, তাহা তুলনাদি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের এমনই সুকৌশল যে, যখনই আমরা আপনাদের এই হীনতার বিষয় চিন্তা করি, তৎক্ষণাৎ আত্মগ্লানির সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনা এবং কর্ত্তব্য-পথেরও সন্ধান পাইয়া থাকি।

কিছু দিন অতীত হইল একদা আমি অনায়ত্ব (রিপু প্রপীড়িত) অন্তঃ-করণের অস্থিরতাজনিত অশান্তি নিবারণের আশায়, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানীপুর নামক গ্রামে একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার আলয়ে গিয়া শুনিলাম, তিনি আমার গমনের কিছুকাল পূর্ব্বেই অন্য কোন স্থানে বেড়াইতে গিয়াছেন।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও, নিরর্থক প্রতিনিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না হওয়ায়, আমি কালীঘাটস্থিতা দেবী-দর্শনার্থ তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে নকুলেশ্বর নামক দেবমন্দিরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার একপার্শ্বস্থিত কোন এক বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার বয়স অনুমান ৩০।৩২ বৎসর, মস্তকে অনতিদীর্ঘ তাম্রবর্ণ কেশপাশ, হস্তপদাঙ্গুলি দীর্ঘ নখর-বিশিষ্ট, শরীর নাতিস্থূলকৃশ ও ভস্মাদি সংলিপ্ত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল প্রসন্ন, এবং পরিধান সুদৃঢ়সম্বদ্ধ কৌপীনবাস। তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি কাষ্ঠ জ্বলিতেছে, এবং তিনি একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে বসিয়া কখন নিমীলিত নেত্রে সুদীর্ঘ শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক উদর স্ফীত করিতেছেন,—কখন পদদ্বয় নানা-ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া আসন বন্ধন করিতেছেন,—কখনও বা অনিমিষনয়নে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার আপনার ভাবেই আপনি ঈষৎ হাসিতেছেন।

আমি কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিবার পর, তচ্চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দর্শকগণের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনিলাম যে, তিনি এইরূপে "যোগ" শিক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক, লোকটীর ঐ প্রকার কার্য্য দেখিয়াই হউক, বা তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়াই হউক, অথবা কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃই হউক, আমার মনে এক অভিনব আনন্দজনক ভাবের উদয় হইল। আমি অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার ক্রিয়াদি ও ভাবভঙ্গি দর্শনানন্তর, তাঁহারই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কালীঘাটাভিমুখে গমন করিলাম।

কালীঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আমি পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, একটী আনন্দজনক ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিলাম, কুব্জা, জরাজীর্ণা, ছিন্নমলিনবসনা, একটী বৃদ্ধা যষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে ঐ বিশেষ ব্যক্তির সম্মুখীন হইলেন; এবং তাঁহার আসনপার্শ্বে দুইটী পয়সা রাখিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "বাবা! আজ আমি ভিক্ষা করিয়া এই দুইটী পয়সা পাইয়াছি, গ্রহণ কর। আমার এমন কিছুই নাই, যাহা দিয়া আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাকে ভুলিও না!" এই বলিয়াই" বৃদ্ধা প্রতিগমন করিলেন।

বৃদ্ধা আসনবেদীকার কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি (ভাবে বোধ হইল, তিনি ঐ যোগশিক্ষার্থী ব্যক্তির সহচর) তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মায়ি! আজ তোমারা কুছ্ খানা পীনা হুয়া?"—এই কথা শুনিবামাত্র দর্শকগণমধ্যে একজন ঐ ব্যক্তির কথা বাঙ্গালা ভাষায় বৃদ্ধাকে পুনর্জ্জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন "হাঁ বাবা, আমি খাইয়াছি; আমার খাবার অভাব কি বাপ! ক্ষুধা পাইলে যাহার বাড়িতে যাই, সেই আমাকে খাইতে দেয়।"

বৃদ্ধার এই প্রকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, ও অলোকসামান্য আচরণ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অসীম আহ্লাদ জন্মিল। একবার মনেও হইল, এ নারী কে? এবং কিইবা প্রার্থনা করে?

যাহা হউক, যে ব্যক্তি প্রথমে বৃদ্ধাকে আহারের কথা জিজ্ঞসা করিয়া-

ছিলেন,এক্ষণে তিনি একটী মৃৎপাত্রে ন্যূনাধিক অর্দ্ধসের পরিমিত দুগ্ধ বৃদ্ধার হস্তে প্রদানের উপক্রম করিয়া কহিলেন, "লে মায়ি, থোড়া দুধ্ পীকে চলা যা।"

তখন বৃদ্ধা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "দাও বাবা,আমরা দুজনে খাই।" এই বলিয়া ঐ ব্যক্তির হাত হইতে দুগ্ধপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক উহার অর্দ্ধাংশ নিজে পানানন্তর অবশিষ্টাংশ নিকটস্থিত একটী কুক্কুরকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর সেই আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেখ বাবা! আমি তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানিনা; আমার যাহাতে সদ্গতি হয়, তাহা করিতে যেন ভুলিও না। আমি তোমারই দাসী; যেখানে যাহা পাইব, তোমাকেই দিব।

আসনোপবিষ্ট ব্যক্তি এতাবৎকাল কাহারও সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহেন নাই; কিন্তু এক্ষণে বৃদ্ধার এই শেষ কথা শুনিয়া, তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন;—

"লেনা দেনা কাম্‌কা ধান্দা, নেহি মিলেগা খোস্,
যব্ কাম ছুটেগা, ধাম মিলেগা, হো যাগা সন্তোষ।" *

বৃদ্ধা এই হিন্দুস্থানী ভাষার শ্লোকের ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন কি না, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু তিনি কহিলেন, আমার ধন দৌলতে কাজ নাই বাবা, পরকালে আমার যাহাতে ভাল হয়, তুমি তাহাই করিও। এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন; আমিও নিজ বাসাস্থানাভিমুখে ফিরিলাম।

কিয়দ্দূর আগমনের পর, আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল, 'ঐ ব্যক্তি বেদিকার উপর ঐ প্রকারে বসিয়া কি করিতেছেন? ইতিপূর্ব্বে নকুলেশ্বর-দেবমন্দির-পার্শ্বে থাকিয়াই শুনিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তি নাকি 'যোগ' শিক্ষার্থী; কিন্তু 'যোগ' শব্দেরই বা প্রকৃত অর্থ কি? ইহার অর্থ যদি 'সংযোগ' বা 'মিলন' হয়, তবে ঐ ব্যক্তি কাহার সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য ঐরূপ করিতেছেন?"

---

* আদান প্রদানাদি সমস্ত কার্য্যই কামনা-সংযুক্ত হওয়াতে প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় না। কিন্তু যখন কামনা দূরীভূত হয়, তখনই নিত্যাশ্রয় ও পূর্ণানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

এই প্রশ্ন উদিত হইবার কিয়ৎকাল পরেই, সংস্কার দ্বারা মীমাংসা করিলাম, "ঐ ব্যক্তি নিত্যানন্দস্বরূপ ভগবানের সহিত অভিন্নভাবে সংযোগ ইচ্ছা করিয়াই ঐ প্রকার ক্রিয়া অভ্যাস করিতেছেন।

সংস্কার দ্বারা ঐ প্রশ্ন এক প্রকার মীমাংসিত হইল বটে,কিন্তু তাহাতে সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল না। ভাবিলাম, "সর্ব্বেশ্বর ভগবানের সহিত নিজ জীবন বা আত্মার অভিন্নভাবে সংযোগসাধনার্থ এ প্রকার শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? কত যুক্তি, তর্ক, প্রমাণাদি আসিয়া অন্তর-রাজ্যে তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিল; কিন্তু মনস্তুষ্টিকর, কোন মীমাংসাই হইল না। যাহাহউক, এইরূপ নানা প্রকার ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে কত ব্যক্তির সহিত ঐ বিষয়ে কত প্রকার কথোপকথন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঐ অভিনব জীবন-যোগ-বিষয়ক সন্দেহ দূর হইল না। সংশয়বশে শারীরিক সমস্ত ব্যাপার, এমন কি, কিয়ৎক্ষণ ক্ষুৎপিপাসাদি পর্য্যন্তও রহিতপ্রায় হইয়া অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই ঐ অভিনব জীবন-যোগ-চিন্তা জাগরূক রহিল; এবং তদ্দ্বারা শরীর ক্রমশঃ অধিকতর অবসাদ গ্রস্থ হইতে লাগিল; সুতরাং আমি বিরাম-বিধায়িনী নিদ্রার উপাসনার নিমিত্ত নিজ শয়নগৃহের শরণাপন্ন হইলাম; কিন্তু আমি চিন্তার বশীভূত বলিয়া, আমার নিকট নিদ্রার শুভগমন হইল না। তবে তিনি দীর্ঘকালব্যাপিনী উপাসনায় প্রসন্না হইয়াই বোধহয় আমাকে কিয়ৎপরিমাণে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মানসমোহিনী তন্দ্রাকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন, আমিও তন্দ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

তন্দ্রাশ্রিত হইবারঅল্পকাল পরেই,প্রিয়সখা স্বপ্নের অনুকম্পায় আমি জীবন-যোগ-সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন ও অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশসকল লাভ করিয়াছি, করুণাসাগর ঈশ্বরের অসীম-করুণার উপর নির্ভর করিয়া, যোগাভিলাষী সাধুজন-সমাজে ক্রমশঃ তাহাই প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইলাম।

শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী।

গুরু শিষ্য-সম্বাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। হে গুরো! আপনি দেহ হইতে 'আমি' পৃথক, এই বিচার করিতে আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু আমি যত বিচার করি, তত এই "দেহই আমি" এইভাব উপস্থিত হয়; যেহেতু, এই দেহ সচ্ছন্দে থাকিলে তবে আমার বিচার শক্তি থাকে; কিন্তু কিঞ্চিৎ অসচ্ছন্দ হইলে আর আমি কিছুই বিবেচনা করিতে পারি না; বিশেষতঃ এ দেহ কিসে আমার ভাল থাকিবে, ইহারই আয়োজন সর্ব্বদা হয়; অধিকন্তু দেহ সত্বে যে দেহকে পৃথক করা যায়, এটি আমার বিবেচনা হয় না। অতএব এ দেহটি কি? এবং ইহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই বা কি? আর এ দেহ সচ্ছন্দ থাকিলে যে আমি সচ্ছন্দ থাকি, এবং তাহার অন্যথা হইলে যে আমার সমস্ত ভাবের অন্যথা হয়, ইহার কারণই বা কি? এসমস্ত আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

গুরু। রে বৎস! এ দেহ পঞ্চভূত নির্ম্মিত, অতএব জড়পদার্থ প্রকৃতির অধিন। কিন্তু ঐ প্রকৃতির যে তিনটী গুণ আছে, সেই গুণের তারতম্যানুসারে এবং ঐ পঞ্চভূতের অংশেতে যাহাকে পঞ্চীকরণ বলে, তাহাতেই এই দেহ জন্মায়; কিন্তু ইহার যে জন্ম হয়, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী সংস্কার সমস্ত থাকে। তাহার কারণ, এদেহ তিন অংশে বিভক্ত; অর্থাৎ স্থূল জাতীয় দেহ, লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ, আর কারণ অর্থাৎ বীজ দেহ, যাহাতে দেহ জন্মাইবার বীজ থাকে, সহজ কথায় যাহার নাম অজ্ঞান। এক্ষণে স্থূল দেহ কি, তাহা বিবেচনা কর;—এই স্থূল দেহ অস্থি মাংসাদিতে নির্ম্মিত, যাহা পিতা মাতার শুক্র এবং শনিতে জন্মায়, অতএব এ স্থূল দেহেতে তুমি কোথায়, সুষুপ্তিতে ইহার কিছুই বোধ থাকে না; এবং ইহা সর্ব্বদাই জড়ভাবে থাকে।

স্থূল দেহ;—সূক্ষ্মদেহ পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশেতে জন্মায় এবং তাহা এই স্থূল

---

* গতবারে বিস্তর মুদ্রণ ভুলছিল; ভরসা করি, পাঠকগণ তাহা সংসোধন করিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ ভুল থাকায় এবার তাহা সংশোধন করা হইল। ৪১ পৃষ্ঠার ২৬ পুক্তিতে "সত্বগুণের অংশ দুঃখ," এই দুঃখের পরিবর্ত্তে "সুখ" হইবে। ক—স।

দেহের অভ্যন্তরে থাকে; যেরূপ আকাশ ও বায়ু ঘট মধ্যে অবস্থিতি করে; কিন্তু এই সূক্ষ্ম দেহেতে সমস্ত কার্য্য করে এবং ঐ কার্য্য স্থূল দেহেতে প্রকাশ পায়। যেমন কাষ্ঠ পুত্তলিকার নৃত্য দেখিয়া থাক, ঐ সূক্ষ্ম দেহেতে মন, বুদ্ধি, ও প্রাণ যাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বলে, তাহাদিগের দ্বারায় এই স্থূল দেহ চালিত হয়, কিন্তু কেহ কাহারে জানেনা; যেহেতু সমস্তই জড়পদার্থ। এস্থলে তোমার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে যদি সমস্তই জড় হইল, তবে ইহাদিগের কার্য্য কিরূপে হয়? তাহার উত্তর এই, যেরূপ কলের গাড়ি, অগ্নি, জল ও বায়ু দ্বারায় যথা স্থানে চালিত হয়, কিন্তু তাহার গতি স্থির রাখিবার নিমিত্ত সারথির ও প্রয়োজন করে, সেই রূপ এই দেহরূপ গাড়িতে বুদ্ধি রূপ সারথি আছে, তাহা দ্বারা নিয়োজিত স্থানে উপস্থিত হয। এই দেহরূপ গাড়ি সত্বঃ রজঃ তমঃ তিন গুণ মিশ্রিত ;যথা বায়ু সত্বগুণধর্ম্ম, অগ্নি রজগুণ ধর্ম্ম, এলং জল তম-গুণ ধর্ম্ম,—এই তিন গুণে চালিত হয়; কিন্তু বুদ্ধি এই তিন গুণের কর্ত্তা ; অতএব বুদ্ধির দ্বারায় নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হয়। এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, দেহ হইতে কোন কার্য্যই হয় না, দেহ কেবল একটি আধার মাত্র। যে রূপ কাষ্ঠ কিম্বা লৌহ নির্ম্মিত গাড়ি, সেইরূপ দেহরূপ গাড়িতে ইন্দ্রিয়রূপ চক্র, মনরূপ ঐ চক্রের গাড়ি এবং বুদ্ধিরূপ সারথি আছে; কিন্তু যিনি রথি আছেন, তিনি (আত্মা) চৈতন্য। ঐ বুদ্ধি বৃত্তিতে ঐ চৈতন্য জ্যোতিপাত হওয়ায় বুদ্ধি সেই চৈতন্য জ্যোতিতে চেতনা (কর্ত্তৃত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং আপনার প্রকৃত জড়ত্ব ঐ চৈতন্য জ্যোতিতে প্রবেশ করাইয়া আত্মাকে জড়ভাব করিয়া আপনি চেতন ভাব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে; এবং নিজের (বুদ্ধির) জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্মাধীন যে সংস্কার আছে, তাহার দ্বারায় সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা, ভোক্তা এই সমস্ত ভাব অনুভব করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু বুদ্ধির নিজের কার্য্য দক্ষতাতে এবং সংস্কার নিপুণতাতে আমাদিগের এইরূপ জ্ঞান (বোধ) হইতেছে যে, আত্মার (চৈতন্য) নিজের সমস্ত ভোঁগ হইতেছে এবং সেই ভাবটি আমরা জীবভাবে বোধ করিয়া থাকি, কিন্তু ফলে অন্য কেহ জীব নাই। জীবন শব্দে প্রাণকে বুঝায়; সেই প্রাণ যুক্ত যে বুদ্ধি,তাহাই ব্যবহারিক জীব; আর আমরা যাঁহাকে জীববলি, তিনি পরমাত্মা হয়েন।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যে তুমি ইহার মধ্যে কে? এবং কি জন্য তোমার এত ভ্রম হইতেছে। বুদ্ধিরই জন্ম ও মৃত্যু স্বীকার করিতে পার, দেহের পতন যাহা হয়, এবং যাহাকে আমরা মরণ বলি, সেটি কেবল নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন অবস্থা মাত্র। নচেৎ ভূতগণের মৃত্যু কিরূপে হইবে? তাহারা অনাদি প্রকৃতির অন্তঃর্গত এবং তাহাদিগেরই প্রকৃতি বলিতে হইবে; আর বুদ্ধির যে জন্ম মৃত্যু বলিলাম, তাহাই বা কোথায়? এই বুদ্ধিই লিঙ্গ শরীর, অতএব স্থূল শরীরপতনের পরেই ঐ বুদ্ধি অন্য স্থূল শরীর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। অতএব বিচার করিলে মৃত্যু যে কাহার হয়, ইহা স্থির করা যায় না।

ক্রমশঃ।

চারিযুগ।

(সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।)

ভগবানের সৃষ্টির কাল চারি ভাগে বিভক্ত;—এই চারি ভাগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে অভিহিত। প্রত্যেক যুগেই ধর্ম্মের বিবিধপ্রকার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়;—যথা সত্যযুগে তপস্যাই পরম ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞানার্চ্চন, দ্বাপর যুগে যজ্ঞসাধন, কলিযুগে কেবল মাত্র দান করিলেই ধর্ম্ম সাধন হয়।" এ প্রকার নিয়মের উদ্দেশ্য অত্যন্ত গভীর; কিন্তু সামান্য জ্ঞানে মানবে যতদূর বুঝিতে পারে, তাহাতে কিরূপ বোধ হয়? এক এক যুগ পরিবর্ত্তন হয়, আর বসুন্ধরা পাপ-ভারে আক্রান্ত হইতে থাকেন—সুতরাং নবযুগে মানবের গতি পাপ অভিমুখে ধাবিত হইলে, কঠোর ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া, অতীতযুগের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না,—ধর্ম্মগ্রন্থি কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়ে, এবং সেই নবযুগের নিমিত্ত নূতন ধর্ম্ম নিরূপিত হয়। সত্যযুগে পাপীর সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য দেশ ত্যাগ করিতে হইত; ত্রেতাযুগে গ্রাম ত্যাগ করিলেই পাপ-ক্ষরণ হইত; দ্বাপরে কুলত্যাগ করিলেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইত; কিন্তু কলিযুগে কেবল মাত্র পাপীকে পরিত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হয়। সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ, ত্রেতায় পাপী সন্দর্শন, দ্বাপরে পাপীর অন্নগ্রহণ, ও কলিতে পাপকর্ম্ম দ্বারা লোকে পতিত হয়। এই সকলের দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, যুগে যুগে ধর্ম্মের নানা প্রকার বিভিন্নতা

কেবল মাত্র ভগবানের সৃষ্টি সংরক্ষণের অপূর্ব্ব কৌশল মাত্র। মানব প্রকৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং সেই পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন না হইলে ধর্ম্মাচরণে সকলেই বিমুখ হইত ও ক্রমে সৃষ্টি লোপ হইত। সেই জন্য প্রকৃতির সহিত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার এই অপূর্ব্ব কৌশল সৃজিত হইয়াছে। পরাশর বলিয়াছেন।—

"কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংস সংস্থিতাঃ
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ॥"

পরাশর সংহিতা।

অর্থাৎ সত্যযুগে মানুষের প্রাণ অস্থিগত, ত্রেতায় মাংসগত, দ্বাপরে শোণিতগত, কলিতে মানবের অন্ন প্রভৃতি গত প্রাণ। ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

—বেদব্যাস—মাসিকপত্র। শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা ইহার দ্বিতীয় বর্ষের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বেদ-ব্যাসের উদ্দেশ্য যে অতীব মহৎ, তাহা বলা বাহুল্য। যেখানে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিয়মিত লেখক, সেখানে প্রবন্ধ গুলিন যে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও আবশ্যকীয় হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? ফলতঃ হিন্দু সমাজ, বেদব্যাসের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী থাকিবে।

——কল্পনা—সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীহরিদাস বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। পঞ্চম বৎসর—প্রথম সংখ্যা—বৈশাখ। এবার হইতে কল্পনার আকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লেখার প্রণালী বড় উত্তম; অনেক কৃত-বিদ্য ব্যক্তি ইহাতে লিখিয়া থাকেন। এসংখ্যার প্রায় সকল প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য; বিশেষতঃ "নববর্ষ" ও রবীন্দ্র বাবুর 'বুঝেছি আমার' শীর্ষক গানটী বড়ই মধুর! রুচিটা একটু মার্জ্জিত হইলে ভাল হয়।

——বীণা—বিবিধ-কবিতাময়ী মাসিক-পত্রিকা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চতুর্থখণ্ড—১ম হইতে ১২শ সংখ্যা। কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার কবিতা পাঠ করে নাই, বাঙ্গলা দেশে এরূপ লোক অতি বিরল। শুধু কবিতাই বা বলি কেন? সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য, যায় খোস্ গল্প, সকল বিষয়েই তিনি সুদক্ষ; চরিত্র আঁকিতে সুচিত্রকর! এ অবস্থায়, যে বীণা একটী উপাদেয় বস্তু হইবে, তাহা বলা বেশীর ভাগে। বস্তুত উপযুক্ত যন্ত্রীর হস্তেই বীণা-যন্ত্র অর্পিত হইয়াছে।

——আদরিণী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা ইহার বৈশাখের ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। দুই একটী প্রবন্ধ অতি উত্তম; কিন্তু মাসিক পত্রিকায়, সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া অন্য পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করা, আমরা বড় একটা ভাল বোধ করি না।

——আহ্নিক-ক্রিয়া বা সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত-জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী-প্রণীত। পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ—ভাব গভীর—ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। সাধারণ-শিক্ষার অনেক বিষয় আছে। তবে রুচিও মত সকলের সমান নহে; এবিষয়ে দু' একস্থানে আমাদের মতপার্থক্য হইলেও, গ্রন্থখানী গুণগ্রাহী-লোকের নিকট যে আদরণীয় হইবে, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। এরূপ গ্রন্থ দুই সহস্র খণ্ড প্রকাশক, ৭০ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা হইতে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন,অবশ্যই প্রসংশার কথা; সাধারণের পক্ষেও ইহা একটি বিশেষ সুবিধা।

——শ্রীমন্তের মশান বা কমলে কামিনী—পৌরাণিক গীতি-কাব্য। শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকল স্থলে চিত্রগুলিন সুপরিস্ফুট না হইলেও, মধ্যে মধ্যে ভাবগ্রাহীতার বিচক্ষণ পরিচয় আছে। বালক শ্রীমন্তের গানগুলি অতি সুন্দর ও ভক্তিপূর্ণ। উদ্যম থাকিলে, কালে ইনি যে একজন সুলেখক মধ্যে গণ্য হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

—বসন্ত-নির্ণয়। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, মুল্য এক টাকা। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ; তিনি ইহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাব অতি গভীর—ভাষাও সরল। চিন্তাশীল পাঠকের নিকট ইহা আদরণীয় হইবে, আমরা একথা অবশ্যই বলিতে পারি। তবে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পয়ারে না লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে লিখিলে আরও ভাল হইত।

——গৌরীবেড় বয়েজ-লাইব্রেরী—তিন বৎসরের কার্য্য বিবরণী। সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র নিয়োগী। ইহার উন্নতি বিধানে অনেকগুলিন ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টিত আছেন, উদ্দেশ্য অবশ্য সাধুও মহৎ। আমরা এরূপ কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী। ভরসা করি, ইহা অচিরেই উন্নতিপদ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

——বাপ্ রে—কলি! (সমাজিক প্রহসন) শ্রীকালীকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মোটের উপর চিত্রটী বেশ হইয়াছে। আজকালের সহোদরও ভণ্ড-ঠাকুর মহাশয়দের এরূপ ঘটনা হওয়া বড় একটা বিচিত্র নহে। প্রহসন খানি কোন রঙ্গভূমে অভিনয় হইলে মন্দ হইবে না। যে সভ্যতার ঢেউ,—আমরাও আতঙ্কে বলি—বাপ্ রে—কলি!

ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যথার্থ শ্রদ্ধা ভিন্ন ধর্ম্মোপার্জ্জনের আর কোন উপায় নাই। যখন শ্রদ্ধা ধর্ম্ম প্রসাদের মূল ভিত্তি স্বরূপ হইল, তখন ইহার প্রকৃত অর্থ কি, ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। শ্রদ্ধা আর কিছুই নয়—কেবল বিশ্বাস মাত্র। পরম হংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ সদানন্দ কৃত বেদান্তসার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, " গুরু বেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা " অর্থাৎ গুরুর বাক্য ও বেদান্ত বাক্যে যে বিশ্বাস, তাহার নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা ভিন্ন যে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাবল্লিভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অজ্ঞশ্চাশ্র দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি "॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্, তৎপর ও জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অজ্ঞ, অশ্রদ্ধ ও সন্দিহান ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম রাজ্যের ঈদৃশ জটিলতা সহসা দর্শন করিলেই মনে অনন্ত সংশয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই সংসার অতি ভয়ানক পদার্থ। ইহা দ্বারা ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ লাভ অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। এই সন্দেহের একমাত্র কারণ ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকতা। আমাদের দেশে উপাসনা ভেদে যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ গণপত্য, কেহ সৌর, কেহ শৈব—ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে সেই অনন্ত বিশ্বপাতারই উপাসনা করিতেছেন। প্রথমতঃ দেখিতে গেলে, তরুণ হৃদয়ে নানারূপ সন্দেহ উত্থিত হয় বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক দর্শন করিলে আর সে সন্দেহ থাকে না। এই রূপ উপাসনা ভেদের একমাত্র কারণ মনুষ্য হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও বিচিত্রতা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিত্তবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং কেহ মাধুর্য্য ভাবে,

কেহ করাল ভাবে, কেহ শান্ত ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সকলেরই চরম উদ্দেশ্য এক রূপ। যদি বল যে, ঈদৃশ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাঁহার প্রাপ্তির চেষ্টা করিলে সকলেরই সমভাবে তাঁহার প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে; আমরা বলি তাহা নয়। তিনি এমন পদার্থ যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে যে ভাবে ডাকে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই দর্শন দিয়া থাকেন। এরূপ কথায় অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, যে তবে কি তিনি অনায়াস-লভ্য? একবার তাঁহাকে ডাকা, ইহাত সকলেরই সাধ্যায়ত্ত; তবে ত দেখিতেছি যে সকলেই তাঁহাকে অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারে; আমরা বলি, তাহা নয়। ডাকার একটি বিশেষ ভাব আছে। যে ব্যক্তির হৃদয়ে অকপট ভাবে সম্পূর্ণ ভক্তিসহ সেই ডাকাটী স্বয়ং আসিয়া উদয় হয় এবং সেই অলৌকিক ভক্তি ভাবে তিনি তাঁহাকে যা বলিয়াই ডাকুন না কেন, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু কখনই থাকিতে পারিবেন না। এ কথা যে কেবল আমরা বলিতেছি তাহা নয়; স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার ছলে অজ্ঞানোপহত সন্দিগ্ধচেতাঃ জীবগণকে উপদেশ দিবার জন্যই বাক্য সুধা ক্ষরিত করিয়াছেন: —

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈচ ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"।

অর্থাৎ হে পার্থ! যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবে প্রাপ্ত হয়, আমি তাহাকে সেই রূপই ফল দান করিয়া থাকি। জীবগণ সকল প্রকারেই আমার পথকে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। জীবগণ স্ব স্ব অদূরদর্শিত্ব ও ক্ষীণচিত্তত্ব প্রযুক্ত যাহারই আশ্রয় করুক না কেন, তাহাদের সমস্ত ঐহিক কার্য্যানুষ্ঠানাদির একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। এই ব্রহ্মপদ যে কি, তাহা কিরূপে বর্ণনা করিব? বর্ণনা করিতে গেলেই তাঁহাতে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে; সুতরাং তাঁহাতে গুণারোপ করা হইল। সগুণ হইলেই তিনি সীমাবদ্ধ হইলেন। এমন স্থলে সমস্ত জীবগণের কি উদ্দেশ্য, তাহা বলাই দুঃসাধ্য। তবে যেমন সকলে বলিয়া থাকে; সেই প্রথানুসার বলা যাইতে পারে যে, সেই নির্গুণ, অতীন্দ্রিয়, পরম পদার্থ—তাঁহার যে কি স্বরূপ তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? অন্বয় মুখে তাঁহার উল্লেখ দুঃসাধ্য। ব্যতিরেক মুখেই তিনি

সকলের দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষম ব্যাপার দর্শনে, চিত্ত-স্বতঃই মনুষ্যের সামান্য জ্ঞানে যাহার উপলব্ধি করা যায়, এমন কোন পদার্থের দিকে ধাবমান হয়। নতুবা তিনি ইহা নন, তিনি তাহা নন, তিনি সর্ব্ব স্বরূপ অথচ শূন্যময়। তিনি ত্রিগুণ অথচ নির্গুণ; ঈদৃশ বিরুদ্ধ ও ধারণা-শক্য গুণসমন্বয়ের কোন্ ক্ষীণবুদ্ধি জীব সহসা উপলব্ধি করিতে পারে? এই জন্যই এত পার্থক্য। কিন্তু এই সমস্তই যে ফলে অদ্বিতীয় পদার্থে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস এভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"বহুধা প্যাগ মৈভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহে তবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে"॥

অর্থাৎ গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা সকল যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিয়া গমন করিয়াও অবশেষে এক সমুদ্রে পতিত হয়, সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-কর্ত্তা গণের মতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপায়সাধ্য সিদ্ধিমার্গ সমস্তই অবশেষে তোমাতে মিলিত হইয়াছে। এ শ্লোকের টীকাতে মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ এ ভাবের একটি অতি হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কিং বহুনা কারণেহপি বিশ্বকর্ম্মেত্যু পাসতে" অর্থাৎ আর অধিক কি বলিব, সামান্য কারু-কার্য্যকারিগণও সেই ব্রহ্মকে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, এই সমস্ত দ্বারা অনায়াসেই প্রমাণ হইতেছে, যে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভেদ পরিলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে অনায়াসেই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক গণকে কখনই পরস্পর কোনরূপে বিভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

কর্ম্ম ও অদৃষ্ট

" নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। "

কর্ম্মকেই নমস্কার করা উচিত; যাহার উপর বিধাতাও প্রভুত্ব করিতে পারেন না। কবি প্রাণের ভিতরের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছেন। আমরাও বলি, প্রণাম করিতে হয় কর্ম্মকে প্রণাম কর। সমস্তই কর্ম্মের অধীন। অর্থ চাও, সামর্থ চাও, প্রেম চাও, ধর্ম্ম চাও,—এক কথায় যা, চাও, তদনুকুল কর্ম্ম-কর। কর্ম্ম করিতে উদাসীন হও তো আশার চক্রে নিরন্তর ঘুরিতে থাকিবে। কর্ম্মরূপ বাঞ্ছা-কল্পতরুর আশ্রয়ে অভীপ্সিত সমস্ত ফলই পাওয়া যায়।

ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ দুঃখের একমাত্র সাধক কর্ম্ম। তুমি সৎকর্ম্ম কর, ইহ সংসারে তদনুরূপ পুরস্কার পাইবে। যদি ইহ কালে তোমার স্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার না হয়, তবে দুঃখিত হইয়া সৎকর্ম্মে বীতস্পৃহ হইও না। পরকালে তোমার সে ফল তোলা রহিল। যৌবনে অর্থোপার্জ্জন, বার্দ্ধকে অর্থোপভোগের ন্যায়, ইহকালে সৎকর্ম্ম, পরকালে ফলভোগ সমধিক প্রার্থনীয়। পক্ষান্তরে যদি অসৎ কর্ম্ম কর, তবে রাজদ্বারে যথাযথ দণ্ডভোগ কর, কিম্বা সামাজিক দণ্ডের কঠোরতা স্বীকার কর অথবা নিজে নিজে অনুতাপাদি করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাক; ফল কথা—অসৎকর্ম্ম-জনিত অন্তরের আবিলতা দূর কর। নতুবা পরলোকে সে ফল ভুগিতে হইবে। দুষ্কর্ম্মরূপ তীক্ষ্ণ বাণের লক্ষ্য হইয়া থাকা অপেক্ষা, দিন থাকিতে উপায় স্থির করাই ভাল।

কর্ম্মক্ষেত্রে সকল কর্ম্মের বিচার হয় না দেখিয়া, সৎকর্ম্মে বিরত এবং অসৎ কর্ম্মে অনুরত হওয়া উচিত নয়। যখন কাল উপস্থিত হইবে, তখন আপনিই ফল ফলিবে। যে দিন ধান্য রোপিত হয়, সেই দিনই কিছু তাহার ফল ভোগ হয় না।

" দৈবং পুরুষ কারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম।
এয়মেতন্মনুষ্যস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং।"

হে পুরুষোত্তম! দৈব, পুরুষকার এবং কাল মিলিত হইয়া ফল প্রসব

করে। এই কারণে ইহলোকে কর্ম্ম করিলে পরলোকে ফল লাভ হয়। এখন দেখা যাক, ঐহিক কর্ম্ম কেমন করিয়া পারলৌকিক ফলের কারণ হয়।

সকলেই জানেন, কারণ, কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকিলে কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। ভোজন তৃপ্তির কারণ; সুতরাং ভোজন তৃপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকিলে তৃপ্তি হইতে পারে না। আজ ভোজন করিলে কাল তৃপ্তি হইতে পারে না।

যদি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে কারণের সত্তা যুক্তিসঙ্গত হইল, তাহা হইলে ইহলোকে কর্ম্ম করিলে পরলোকে ফল লাভ, যুক্তিবিগর্হিত হইয়া পড়িল; কেননা সে ফলের পূর্ব্বে আমার বৈধ বা অবৈধ কোন কর্ম্ম নাই। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা কর্ম্ম জন্য ব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্ম পারলৌকিক ফলোৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম জন্য ব্যাপার তাহার পূর্ব্বে থাকে। অতএব কার্য্যকারণের ব্যভিচার-দোষ আরোপিত হইল না। ন্যায় কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

"চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।"

বহুকাল যে কর্ম্মের ধ্বংশ হইয়াছে, সে কর্ম্ম, ব্যাপার ব্যতীত ফল উৎপাদন করিতে পারে না। প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যাপার মধ্যবর্ত্তী করিয়া কারণ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল—কর্ম্ম ব্যাপার ব্যতীত ফল জন্মাইতে পারে না। সে ব্যাপার কি? তাহা কখন দৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট স্থান বিশেষে বাসনা নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্পূর তৎকালে না থাকিলে পূর্ব্বে ছিল বিধায়, তাহাতে যেমন বাস থাকে, পুষ্প না থাকিলেও পুষ্প সুবাসিত বস্ত্রে যেমন পুষ্পের বাসনা থাকে, সেইরূপ কর্ম্ম না থাকিলেও কর্ম্মের বাসনা (কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট) থাকে। এই যুক্তিমূলকই অদৃষ্টের অপর নাম বাসনা হইয়াছে।

অদৃষ্টের অপর নাম কষায়। কষায় বস্ত্রর যেমন ছোপ পড়ে, সেইরূপ কর্ম্ম জন্য অদৃষ্টের ছাপ্ জীবাত্মায় পড়ে; তাই অদৃষ্ট কষায় শব্দ বাচ্য। জীবাত্মা অদৃষ্টের আশ্রয়। জীবাত্মা যখন ইহলোক পরিহার করিয়া পরলোকে যাত্রা করে, তখন কেবল অদৃষ্ট সঙ্গে যায়। মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম

করে, স্বচ্ছ জীবাত্মায় তাহার চিত্র প্রতিফলিত হয়। যখন কর্ম্মের পুরস্কার পাইবার কাল জীবের উপস্থিত হয়, তখন সেই চিত্রপাত অনুসারে তাহার ফল সংঘটিত হয়। যদি জীবাত্মার সৎকর্ম্মের চিত্রপাত থাকে, তবে সদ্‌গতি লাভ হয়। বিপরীতে বিপরীত ফল হয়। আমাদের সে চিত্র দেখিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে চিত্র আমাদের নিকট 'অদৃষ্ট' পদবাচ্য। সে চিত্র অতি গুপ্তভাবে অবস্থিত—কেবল চিত্রগুপ্তের নিকট সে গুপ্তচিত্র প্রকাশিত হয়। প্রায় অদৃষ্ট পর্য্যায়ক শব্দ মাত্রেরই এইরূপ যোগার্থ।

এই সিদ্ধান্তে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। স্বীকার করা যাইতে পারে, কর্ম্ম-জন্য ব্যাপার (অদৃষ্ট) দ্বার প্রস্তুত করিয়া কর্ম্ম ফল প্রসব করে, কিন্তু কর্ম্ম-জন্য যে অদৃষ্ট হয়, তাহার যুক্তি কি? যদি বল, কর্ম্মের ফল দেখিয়া কর্ম্ম-জন্য অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু ফল যে কর্ম্ম-জন্য তাহারই বা যুক্তি কি?

কর্ম্ম ও অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে কৃতহানি এবং অকৃত প্রসঙ্গ দোষ হয়। লোকে যাহা করে, তাহার ফল পায় না, যাহা না করে, তাহার ফল ভোগ করে। কেহ আজীবন সৎকর্ম্ম করিল, তাহার ফল লাভ এ জীবনে ঘটিল না; কেহ বা আজীবন অসৎকর্ম্ম করিল, তাহার প্রতিফল এ জীবনে পাইল না; পরজীবনেও যে, সে ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত ফল পাইবে না, কোন্ আস্তিক ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে পারেন? তোমার আমার বিচারে ফলের বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের সূক্ষ্ম বিচারে, অবিচার হওয়া সম্ভাবনাই নয়।

অপিচ অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে ঈশ্বরে বৈষম্য দোষ স্পর্শ করে। ঈশ্বর আমাদের এরূপ বিষম করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? কেহ জন্মাধীন রাজ্য-লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করে, কেহ বা ভিক্ষার ঝুলি সার করিয়া দ্বারে দ্বারে আর্ত্তরব করে। কেহ সংসারে ললামভূত স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র লইয়া জীবন স্বচ্ছন্দে যাপন করে, কেহ বা তাহাদের শোকভার-গুরুশরীর ধারণ করিয়া অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে; ইহার কি কিছু কারণ নাই? যদি না থাকে, তবে এই চরাচরের বৈষম্য-সৃষ্টির জন্য জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরই দায়ী।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, শিল্প-কুশল ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বহস্তে পাঁচ

পুতুল পাঁচ প্রকার গঠন করে; সুতরাং পাঁচটী পরস্পর বিষম হইয়া পড়ে। এই বৈষম্যের জন্য কি বৈষম্যের সৃষ্টি কর্ত্তা সেই শিল্পী দোষী? তা' যদি না হয়, তবে কেন সেই বৈষম্য সৃষ্টি-কুশল ঈশ্বর দোষী হন? ঈশ্বর স্বেচ্ছায় জগৎ বিষম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

আরও দেখ, তুমি পাঁচটী 'ক' লেখ, কখনই পাঁচটী 'ক' ই অবয়ব-সংস্থানে একরূপ হইবে না। তাই বলিয়া কি তুমি দোষী বা নিন্দার পাত্র? কখনই নও। সেইরূপ ঈশ্বরের হরপ্—এই জগৎ বিষম হইলেও তাঁহার কোন দোষ নাই; দোষ লোকের বিবেচনায়।

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ যুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। শিল্পী যদি পাঁচ রকমের ভোগ করিবার জন্য পাঁচটী পাঁচ রকমের করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বৈষম্য দোষ ঘটে না। কেন না সে বৈষম্য তাহার ব্যবসায়ের জন্য। সমাকৃতি করিলে বিক্রয় অল্প হইতে পারে, এই ধারণায় প্রত্যেকটী বিষমাকৃতি করে। যদি তাহার বিষমাকৃতি করিবার কোন কারণ না থাকে, অথচ তাহার হাতে পাঁচটী পাঁচ রকমের হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে দোষ তাহার।—তাহার অসম্পূর্ণ শক্তি-বলে পাঁচটী পঞ্চাকারে পরিণত হইয়াছে। আর আমি যে পাঁচটি "ক" একরূপ লিখিতে পারি না, সে ও আমার অসম্পূর্ণ শক্তির পরিচায়ক মাত্র। তোমার আমার ও শিল্পকারের শক্তি অসম্পূর্ণ বলিয়া ঈশ্বরে অসম্পূর্ণ শক্তির আরোপ করা যাইতে পারে না।

এই বৈষম্য দোষ-নিবন্ধন ঈশ্বর নির্দ্দয় হইয়া পড়েন। তিনি অকারণ কাহাকে রাজা ও কাহাকে প্রজা সৃষ্টি করিয়া নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন স্বীকার করিতে হয়। যদি ও হিন্দুশাস্ত্রে "ঈশ্বর দয়াবান ন্যায়-বান" ইত্যাদি বিশেষণ অনুমোদন করে না তথাপি তাঁহাকে নির্দ্দয় বলা যাইতে পারে না। কর্ম্ম এই বৈষম্য সৃষ্টির কারণ বলিলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বিদ্যাবাগীশ, স্মৃতিতীর্থ।

চারিযুগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে, যে, যদি এ প্রকার নিয়ম না হইত তাহা হইলে ধর্ম্মস্রোত চিরকালই সমভাবে চলিত; অথবা যদি পাপ কার্য্য কেহ না করিত, তাহা হইলে মানবের অস্থিগত প্রাণ সমভাবে সকল যুগেই সত্যযুগের ন্যায় থাকিত। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, ভগবান মানবের মনে পাপ ও পুণ্যের বীজ সমভাবেই রোপণ করিয়াছেন এবং দুই-টির দুই পথ ও রাখিয়াছেন; মানবের অজ্ঞানান্ধকার, মানবকে যথার্থ সত্যপথ অবলম্বন করিতে দেয় না; কারণ তাহা প্রধানতঃ ক্লেশসাধ্য; কিন্তু কুপথে প্রথমতঃ কোন কণ্টক নাই; সুতরাং মানব সত্যপথ অবলম্বন না করিয়া সহজেই কুপথের দিকে ধাবিত হয় ও অনন্ত নরকভোগ করিয়া পরকালে নিজ কর্ম্মোপযুক্ত ফলভোগ করে। সত্যপথের যে সুখ বহুদূরে অবস্থিত, চর্ম্মচক্ষে মানব তাহা দেখিতে পাওয়ায় দৃঢ় ব্রত হইয়া সে পথ অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং অধিকাংশ মানব অধর্ম্মপঙ্কে পতিত হয় ও সেই অনন্ত প্রেম হারাইয়া পাপস্রোতে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করে। এইরূপে ধর্ম্মবন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িলে, নবধর্ম্ম প্রচার আবশ্যক হয় ও পালনীয় কঠোর ব্রত সকল অতীত কালাপেক্ষা সরল ভাবে সম্পাদিত হয়। সত্যযুগের সহিত কলিযুগের স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। পরাশর কহিয়াছেন;

"ধর্ম্মো জিতোঽহতধর্ম্মণ জিতঃ সত্যেঽহ নৃতেনচ।
জিতো ভৃত্যৈস্তু রাজনঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষাজিতাঃ" ॥

অর্থ—(কলিতে) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক এবং পুরুষ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত। যথার্থই পরাশরের এ ভবিষ্যৎবাণী কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এখন ধার্ম্মিকের সমাদর নাই, মিথ্যার দ্বারা মানবের উপকার হয়, ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভু অপমানিত হয় ও মন্ত্রদায়িনী, কালসাপিনী স্ত্রীর মন্ত্রনায় ভর্ত্তা চালিত হয়। পাপে যখন এত অবনতি হইয়াছে, তখন মানব সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত অনাদি কারণ, ভগবানের উদ্দেশ্য কি প্রকারে বুঝিবে এবং কি প্রকারেই বা ধর্ম্মপালন করিবে? সেইজন্য পাপীদিগের ধর্ম্মাচরণের জন্য এত সহজ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই অপার পাপসাগরে যে ডুবিয়া আছে, সে যদি জ্ঞানালোক নিকটে দেখিতে পাইয়া অল্পায়াস স্বীকার করিয়া সেই অমূল্যধন লইবার জন্য অগ্রসর হইতে অন্ততঃ ইচ্ছাও করে, তবে তাহা হইতে ক্রমশ তাহার ধর্ম্ম ও মুক্তিপথ প্রসারিত করিবে, এবং সেই অল্প সাধনেই সে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

শঙ্কর-বিজয়।

(ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মর্ত্তলীলা।)

(ধর্ম্মমূলক-নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য——মর্ত্তলোক ।

(বীণা হস্তে হরি-গুণ গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।)

গীত।

মিয়ামল্লার———ধামার।

গাও জয়—লীলাময়—অনুক্ষণ।
মজিয়ে অনন্ত-প্রেমে হরি নাম গাও মন।
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, গায় যাঁরে সমুদয়ে,
স্থাবর জঙ্গম আদি এই ত্রিভুবন।
সরল শুদ্ধ-অন্তরে, জ্ঞান-যোগ সহকারে;——
প্রেম-অশ্রু-চন্দনে, ভক্তি-ফুল অর্পণে
পূজ তাঁরে, শ্রীচরণে করি আত্মসমর্পণ॥

নার।—বিধির অপূর্ব্ব লীলা—মানস মোহিত।
মরি কি সুন্দর বিধি!
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় জগতের নিত্যকার্য্য;
কত কি হ'তেছে, যেতেছে, কিছু সংখ্যা নাহি তার।
মূল এক তিনি;—
যেই দিকে যাহা কিছু হেরি

সকলি রচিত তাঁর ;—
অনাদি অনন্ত তিনি নাহি তাঁর পার,
অদ্বিতীয় তিনি ভবে একমাত্র সার !
জীব জন্তু, পশুপক্ষী, পতঙ্গ নিচয়,
তরু লতা আদি,
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁরে দেয় পরিচয়।
করিয়ে ভবের খেলা দিন হলে শেষ,
হয় শেষে একে একে সেই পদে লয়।
আহা কি গভীর ভাব !—
ভেদাভেদ কিছু নাই চরাচর হ'তে তাঁর
চৈতন্য-স্বরূপ তিনি করেন বিরাজ
ব্যাপিয়ে অনন্ত-বিশ্ব ;—
জীবাত্মা-হৃদয়ে আছেন সতত ব্যাপি,
অথচ পৃথক ভাবে।
অদ্ভুত এভাব সব !—
পবিত্র-অন্তরে যবে করি তাঁরে ধ্যান,
ভাবি তাঁর বিচিত্র-কৌশল—
কার্য্য কলাপাদি,
হই যেন উন্মত্তের প্রায়
চৈতন্য হারায়ে !
মহান প্রেমিক-প্রেমে মজে যাঁর মন,
হয় যেই আত্মহারা,
ভেদাভেদ যায় দূরে অন্তর হইতে,
ভাল বাসে জগৎ জনারে—,
করি দূর সঙ্কীর্ণতা ঘৃণিত বাসনা,
সদানন্দে থাকে সদা বিভোর হইয়ে,
ধন্য সেই মহাত্মণ—
মোক্ষপদ-উপযুক্ত সেই মহাজন !
নতুবা ঘৃণিত হয়ে ধরম-সমাজে,—

থাকি সদা পাপ কার্য্যে রত,
মিথ্যা—প্রবঞ্চণা—পর পীড়নাদি,
জ্বলন্ত-পাবক সম নরহত্যা পাপ
করয়ে যে মূঢ় জন,
তার সম মহাপাপী নাহি মহীতলে।
ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা থাকায়,
ঈশ্বর-সৃজিত মধ্যে মনুষ্য প্রধান;
পাইয়ে বিবেক-আলো যাঁহার কৃপায়;
বশীভূত করিয়াছে বিশ্ব চরাচরে,
এবে কিন্তু হায় —
কি দুর্গতি দেখি সে মানবে!
—নিয়ম লঙ্ঘিছে সেই জগৎ পাতার
কৃতজ্ঞ বিহীন হৃদে যত কুলাঙ্গার।
অনায়াসে হায়—
করিছে ভীষণ পাপ ধর্ম্ম শূন্য হয়ে,
সত্য ত্যেজি অসত্যেতে করিছে আশ্রয়!
অহো!
সুখময় মর্ত্তলোকে এই পরিণাম?
এবে নাহি সেই পূর্ব্বকাল,—
নাহি সে বাল্মিকী, পুণ্যবান তপোধন,
যোগী ঋষি মহাজন ;—
নাহি সে ধার্ম্মিকবর হরিশ্চন্দ্র মহারাজ,
সত্য অবলম্বী রাম নলরাজ,
কিম্বা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির আদি
ধর্ম্ম বীর গণ।
ধর্ম্ম পালিবারে যাঁরা—
তুচ্ছ করি রাজ্য সিংহাসন,
দাস দাসী পরিজন,
ভ্রমিতেন বনে বনে সন্ন্যাসীর বেশে

সহিয়ে কঠোর ক্লেশ!—
নাহি সেই পূর্ব্ব মত যোগ, তপ, আরাধনা
আর্য্যের মাহাত্ম।
সনাতন ধরমের হায় কি দুর্দ্দশা!
হেরে বুক ফেটে যায়;—
বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক আদি
নানাবিধ বিধর্ম্ম-প্রবাহে—
ভেসে যায় সত্য ধর্ম্ম!
হায় হায় কি হবে উপায়!
দিনে দিনে বিশ্বাস হতেছে ক্ষয়;—
দুর্ম্মতি মানব—আহা কুতর্কে মজিয়ে
গেল রসাতলে!
পরম পবিত্র ধর্ম্ম করি পরিহার,
বিধর্ম্মী হতেছে অহো স্বধর্ম্ম ত্যজিয়ে!
এই ঘোর কলি যুগে—
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভেসে যায় বিধর্ম্ম-প্রবাহে;
আসন্ন বিপদে জীবে নাহি পরিত্রাণ,
অহো হায় কি হবে উপায়!

(বিষন্ন ভাবে ক্ষণকাল পরিক্রমণ)

—কি করা কর্ত্তব্য এবে? (চিন্তা করিয়া)
এই এক সদ্‌যুক্তি ইহার;—
সর্ব্বজীব হিতকারী লোক-পিতামহ
যাই সেই পিতার সদন।
" অবশ্য হইবে এর কোন প্রতীকার "
কহিতেছে অন্তরাত্মা মম।

(উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে)

হে অন্তর্য্যামি দেব!
তোমার প্রসাদে—
যেন পূর্ণ মম হয় হে কামনা।

গীত।

জীজ্‌মল্লার—ঝাঁপতাল।

.হায় বিধি কি ঘটিল মানব-কপালে।
উপায় না দেখি হেন, তরিতে পাতকীগণ,
ভীষণ পাপ-সলিলে।
হে ভব-ভয়-হরণ অকুল-কাণ্ডারী,
যেন সবে পায় কুল লভি ও শ্রীপদতরী,
(এবে) একমাত্র তুমি গতি এ অনলে শান্তি-বারি,
(ওহে) তব প্রেম না সিঞ্চিলে জ্বলে যাবে সমূলে।
[গাত গান করিতে করিতে নারদের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য——ব্রহ্মলোক।

(ব্রহ্মাধ্যানে মগ্ন—অলক্ষিত ভাবে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রবেশ)

বিষ্ণু।—একি!
গভীর নিমগ্ন ধ্যানে জগতের পতি!
হেরি বাহ্য-জ্ঞান শূন্য!

মহে।—দেখ দেখ!
প্রশস্ত-ললাটে গভীর বিষাদ রেখা ;—
মুখে প্রকাশিছে হায় যন্ত্রণা অসীম!
কিহেতু এ ভাব হেরি আজি?

ব্রহ্মা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে স্বগত)
অহো!
কি হেরিনু হায় মানব-প্রাঙ্গনে!
হায় হায় কি হবে উপায়!
মোর সৃষ্টি-পরিণাম এইকি হইবে শেষে?
লীলাময়!
নারিনু বুঝিতে তব লীলা!
(সহসা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া)

হে জীব-পালক! ওহে প্রলয়-কারক!
যেই কার্য্যে হয়েছি হে ব্রতী,
অক্ষম হইনু বুঝি পালিবারে তাহা।
নাহি কাজ ভিন্ন জীবে করিয়া সৃজন আর
ইহারি চরম ফল কি হবে না জানি—
হয়েছে সৃজিত যাহা ;
বল হায় কি হবে উপায় ?

বিষ্ণু।—হে বিশ্ব-পূজিত বিধি!
একি ভাব হেরি তব ?
কি দিব উত্তর—হয়েছ আপনা হারা ?
বুঝিয়াছি,
তেঁই এ প্রলাপ-বাক্য হতেছে নিঃসৃত॥
কে তুমি হে বিধিবর ?
বুঝি নাহি কিছু জ্ঞান,
উন্মত্ত হইয়াছ আপনা হারায়ে ?
চিন্তামনি!
বুঝিতে নারিনু তব লীলা!

মহে।—বুঝিয়াছি মনোভাব তব!
ইহারি কারণে এ ব্যাকুল ভাব ?
যাঁহার ইচ্ছায় কোটি কোটি জীব
সৃজিত হ'তেছে মুহুর্ত্তেকে ;—
যাঁহার ইচ্ছায় রক্ষিত হ'তেছে সবে—
পুনঃ পাইতেছে লয় হলে দিন শেষ!—
মোহিনী-প্রকৃতি—
চন্দ্র সূর্য্য আদি অনন্ত-ভুবন,
যাঁহার আজ্ঞায় সাধিছে আপন কাজ ;—
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
যাঁহার আজ্ঞায় হতেছে সাধিত ;—
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত চরাচর—

সর্ব্বভুতময় যিনি,
অধীশ্বর একমাত্র অনন্ত-ভুবনে ;—
যাঁহার ইচ্ছায়—
অনন্তে মিশাতে পারে
অনন্ত-সংসার—অনন্ত কালের তরে ;—
নিমিত্তের ভাগী মোরা যাঁহার লীলায় ;-
হেন জনে নাহি পায় শোভা
মরসম ব্যাকুলতা !
নাহিক অসাধ্য তব কোন কিছু—
তবে কেন হও ব্যাকুলিত
সামান্য মানব-তরে ?
তত্ত্বময় !

তবতত্ত্ব কে করে নির্ণয় !

ব্রহ্মা।—অবিদিত কিছু নাহি তোমা দোঁহে—
কেন বৃথা তবে প্রবঞ্চিছ মোরে ?
(মৌন ভাবে নারদের প্রবেশ)

ব্রহ্মা।—এস বৎস !
বহুদিন পরে হেরিনু তোমারে আজ।
একি ! সদানন্দ তুমি—
কেন হেরি তব নিরানন্দ এবে ?
মর্ত্তের বারতা সব ত কুশল ?
কহ বৎস !
অঘটন কিছু ঘটেছে কি মর্ত্তলোকে ?
তব মুখ হেরে হতেছে সংশয় মোর—
কহ ত্বরা অকপটে !

নারদ।—হে পিতঃ——অন্তর্যামী প্রভু !
বৃথা কেন জিজ্ঞাসিছ মোরে ?
তব কাছে কিবা বল আছে অবিদিত ?

বিষ্ণু ও মহে।—কহ বৎস তথাপি যা' জান।
নারদ।—(স্বগত) মরি মরি কি গভীর ভাব!
হয়ে এক তিনরূপে করেন বিরাজ—
সাধিতে ত্রিবিধ কাজ!
(প্রকাশ্যে) কি বলিব অন্তর্য্যামি!
মর্ত্তভূমে, না হেরি মঙ্গল কিছু।
মানবের দুর্গতি হেরিয়ে—
নাহি আর থাকে জ্ঞান!
দুর্ল্ভ মানব-জন্ম পেয়ে হায় সবে,
পশু সম ব্যবহারে করিছে যাপন।
বিবেক—অমূল্য-নিধি গিয়েছে ত্যেজিয়ে—
ধর্ম্মহীন পশু সম আত্মা হতে!
ধর্ম্ম-চর্চ্চা নাহি আর কারো;—
কুতার্কিক দল বাড়িতেছে দিনে দিনে;—
আস্থাশূন্য হয়ে —
হতেছে নাস্তিক সবে।
আর যা' কিছু বা আছে
নাহিও তাদের পরিত্রাণ!
কোন দল স্বেচ্ছাচারী কর্ম্ম ফল বাদী,
ঈশ্বর অস্তিত্ব করয়ে স্বীকার নামে মাত্র;
কোন দল লৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডে রত
বাহ্য আড়ম্বর মাত্র সার!
অন্য দলভুক্ত আছে এক;—
ধন, ঐশ্বর্য্য আদি নশ্বর-সম্পদে
এতই উন্মত্ত তারা;—
নাহি সাধ্য বর্ণিবার মোর
সে সবার বিবরণ!
দুর্ব্বল দরিদ্রে তারা

---

* আপন যুক্তি অনুযায়ী কর্ম্ম——শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

করয়ে পীড়ন অহর্নিশ;
নাহি মানে পরকাল,
অবিরত পাপকার্য্যে রত
স্বার্থ সাধিবার তরে!
নাহি ভূমণ্ডলে হেন কোন কিছু
পারেনাক যাহা স্বকার্য্য সাধন হেতু।
অথচ বাহিরে ভাণ করয়ে সদাই
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে।
লৌকিকতা রক্ষা আর সম্মানের তরে—
করে ক্রিয়া কলাপাদি তারা!
এইরূপ বহুবিধ
সারহীন—লক্ষ্য হীন
বিধর্ম্ম-প্রবাহে
ভেসে যায় সত্যধর্ম্ম।
সনাতন বৈদিক ধরমের
হায় কি দুর্দ্দশা এবে!
জ্বলন্ত জীবন্ত-ধর্ম্ম করি পরিহার,
অসার বিধর্ম্ম-শাখা করিছে আশ্রয়—
যত মহাপাপী নারকী দুর্জ্জন।
রাখ দেব দাসের মিনতি!
কর শীঘ্র এর প্রতিকার—
রক্ষা কর তব সৃষ্টি;
পাপ-ভার আর না পারে সহিতে ধরা;
জীবের দুর্গতি দেব! নারিনু দেখিতে আর;
মুক্তির উপায় কর শীঘ্র মুক্তি দাতা—
নহে বসুন্ধরা যায় রসাতল!

ব্রহ্মা। বৎস!
পর দুঃখ-হেতু কাঁদে তব প্রাণ
জানি আমি;

আমিও ব্যাকুলিত ইহারি কারণ ;
ভাবিয়ে না পাই কোন প্রতিকার। (ক্ষণপরে)
——তবে আছে এক উপায় ইহার ;
ভবধামে যদি কেহ হ'ন অবতার—
মানব-জনম লভি,
সুনিশ্চয় হয় তবে ইহার বিহিত।

মহে। কিরূপ বলহ তাহা বিশেষ করিয়া।

ব্রহ্মা। কি বলিব শশাঙ্ক শেখর!
জানিছ সকলি অন্তরের ভাব মম;
ত্রিলোক-পূজিত তুমি ওহে বিধিবর,
গায় তিন লোক তব যশ-গুণ-গান!
তুমি শিব, অশিব করহ বিনাশ
জানে তাহা সর্ব্ব লোকে;
ব্রহ্মচারী ত্রিপুরারি করুণা-নিধান,
পর-দুঃখ-হেতু সদা কাঁদে তব প্রাণ।
বিঘ্নহারী ওহে শিব—

মহে। (বাধা দিয়া) কি কর্ত্তব্য বল মোরে——
যদি সাধ্য থাকে মম,
অবশ্য হইবে জেন ইহার বিহিত!

ব্রহ্মা। ক্ষমা কর ওহে হর এই নিবেদন,
বঞ্চনা ত্যজিয়া হও সদয় এখন।
ত্রিলোকের অধিপতি তুমি দেব দেব
সৃষ্টি রক্ষা কর ওহে সত্বগুণে শিব!

মহে। তবে—
হ'তে কি বল মোরে কোন অবতার?

ব্রহ্মা। তা না হ'লে কিরূপে হইব সফল

বিষ্ণু। এতক্ষণে হ'লো সিদ্ধ মম মনস্কাম।

মহে। (স্বগত)

মনে পড়ে পূর্ব্ব কথা সব;—
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে যা' করিনু কিছু
ধরি নানা বেশ,
এই ঘোর কলি যুগে
করিতে হইবে আরো তাহারও অধিক!
কি উপায়ে অভীষ্ট হইবে সাধন?
জঠোর-যন্ত্রণা পুনঃ হইবে সহিতে—
কি যন্ত্রণা—কি বিষম দায়! (মৌনভাবে অবস্থিতি)

নার। কি ভাবিছ চিন্তামণি?

তব চিন্তা—বুঝিতে নারিনু!

মহে। ভাবিয়ে করিনু স্থির হব অবতার—

লভিয়ে মানব-জন্ম!

নার। (ব্যগ্রভাবে) দেব——দেব!

কোন্ কুল হইবে উজ্জ্বল?

মহে। চিদম্বর নামে আছে স্থান এক—

পবিত্র-ভারতে যথা আর্য্যের নিবাস,
আকাশলিঙ্গ নামে খ্যাত
মম মুর্ত্তি তথা আছে বিরাজিত।
ভাবিয়ে করিনু স্থির—
হব পূর্ণ অধিষ্ঠান তা'তে।

ব্রহ্মা। কি হইবে অতঃপর হর?

মহে। মম উপাসক তথা ছিল একজন

ধর্ম্ম ভীরু অতি,
পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে লভিয়া জনম,

মনুষ্য-দুর্লভ সদ্গুণ-ভূষণে—
ছিল বিভূষিত সেই পুণ্যবান!
জন্ম জন্মান্তরের কঠোর-তপস্যা-বলে
ভক্তি-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছে মোরে
সে বংশের নর নারী গণ।
'বিশিষ্টা' নামেতে—
মহা ভাগ্যধরী নারী এক জন,
করে মম পূজা ভকতি-অন্তরে অনুক্ষণ;-
যাচে বর সদা মম কাছে
সুসন্তান লাভ ত রে।
আশ্বস্ত করেছি তারে 'তথাস্তু' বলিয়ে!
এবে ভাবিয়ে করিনু স্থির,
পূরাব বাসনা তার আশাতীত।—
পুত্র রূপে—
আপনি লভিব জন্ম তাহার উদরে।
বিশ্বজিৎ স্বামী তার ভাবী পিতা মম,
সঁপিয়াছে সেও প্রাণ আমার সেবায়।
আহা হায়!
এহেন সেবক সেবিকা জনে—
যদি না পূরাই সুবাসনা,
কলঙ্ক ঘোষিবে সবে মোর
শিবনাম—
না লবে অন্তরে কেহ আর।
এহেতু করিনু স্থির,
লভিব মানব-জন্ম এ দোঁহা ঔরষে
মর্ত্তভূমে পুনঃ করিবারে লীলা।
তরাইতে জগৎ-জনারে—
পাপীকুল দল বিধর্ম্মী নাস্তিকে—

"শঙ্করাচার্য্য" নামে হব আখ্যায়িত !
বেদাদি অমূল্য-গ্রন্থ হইবে উদ্ধার ;
স্মৃতি ন্যায় দর্শনালোচনা
হবে পুনঃ আর্য্যভূমে !—
লোক-কুসংস্কার যত হবে বিদূরিত ;
যোগ তপ আদি হবে পুনঃ পূর্ব্বমত ;
সনাতন ধরমের তেমতি আবার
বহিবে প্রেমের উৎস।
শূন্যবাদী—
চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমত হবে বিখণ্ডিত।—
মুগ্ধ কথা পাপাকুল পাইবে উদ্ধার,
বিশৃঙ্খল কিছু না রবে ভারতে—
শান্তি—শান্তি-ধর্ম্ম করিব স্থাপন !!

সকলে। ধন্য—ধন্য দেব !—জয় শিব-জয় !!

ব্রহ্মা। রহিবে মানব ঋণী তোমার প্রেমেতে !

বিষ্ণু। শিব বিনা কেবা করে অশিব বিনাশ ?

মহে। কিন্তু—
মম সঙ্গে যেতে হবে আরো পাঁচ জনে।
কার্ত্তিক হইবে আগে ভট্টপাদরূপী
কর্ম্মকাণ্ড উদ্ধার কারণ ;
ইন্দ্র হবে সুধন্বা রাজন
বৌদ্ধের বিনাশ হেতু।
শেষনাগ হবে পতঞ্জলি
করিবারে সহায়তা উভে।
আর হে চতুর-আনন ! দেব নারায়ণ !
তোমাদের ও ছাড়িতে নারিব।

ব্রহ্মা। মোরা ও থাকিতে ডরি শিবহীন স্থানে।

বিষ্ণু। কি আছে মন্তব্য আর বলহে শঙ্কর।

মহে। ওহে দেব চক্রপাণী !
হবে তুমি সংকর্ষণ—
কার্ত্তিকেরে রক্ষার কারণ !
আর গৃহধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
জীবগণে দিতে মোক্ষফল,
দেবগণে করিতে সন্তোষ,
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ডে হবে পক্ষপাতী—
মণ্ডন মিশ্রায় নামে সুবিখ্যাত অতি।
হবে হে বিদ্বেষী তুমি অদ্বৈত বাদেতে
দেখাবারে লীলার মহিমা।
কিন্তু—
ঘুচিবে হে পুনঃ সে বিদ্বেষ-ভাব—
হবে মোর বিশেষ সহায়।
বৈরীর মিলন আমি বড় ভাল বাসি !

ব্রহ্মা। হে ধূর্জ্জটি—
তব লীলা কে বুঝিবে বল !
দাও শিক্ষা জীবে পরীক্ষা করহ—
কিন্তু জানি,——জীবের তুমিই সম্বল !

বিষ্ণু। শিব বিনা এ সংসারে কার গতি আছে ?

মহে। বুঝি যদি তোমরাও না থাক তাহাতে !

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। হইনু স্বীকার মোরা তোমার ইচ্ছায়।

সকলে। জয় জয়—জয় শিব-জয় !

নারদ। (শঙ্কর-স্তব)

গীত ।

খাম্বাজ—একতালা ।

জয় হে মহেশ অনাদি দেবেশ ভূতনাথ বিশ্বেশ্বর ।
পতিত পাবন অনাথ শরণ ত্রিগুণ ধারণ হর ।
কি কব হে তব অপার করুণা, নাহি আছে সীমা করিতে তুলনা,
তুমিই জীবের ভজন সাধনা—গতি মুক্তি দাতা প্রেম-পারাবার ।
বুঝিনু ভবের মহা পাপ-ভার, জীবের দুর্গতি ঘুচিবে এবার,
সত্য জ্ঞান-পথ হইবে প্রচার—জয় হে ভোলা শঙ্কর ।।

——এবে যাই পিতঃ সুরপুরে আমি—
সুধাইতে জনে জনে এ সুখ বারতা !

ব্রহ্মা । এস বৎস—তোমাবিনা কে আছে এমন !

[এক দিকে নারদ ও ভিন্ন দিকে সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য——নন্দন-কানন ।

(কমলা ও বীণাপাণীর প্রবেশ)

কমলা ।—মরি মরি কি সুন্দর নন্দন কানন !
বীণা ।—পুলকে পূরয়ে আঁখি মানস-রঞ্জন !
কম ।—এস বসি সুশীতল শতদল মাঝে
মলয় মারুতে স্নিগ্ধ হবে প্রাণ মন ।

(উভয়ের উপবেশন)

বীণা ।—হেরলো কমলে—
আসিছে অপ্সরী বৃন্দ সোহাগে মাতিয়ে ।
কম ।—ধন্য এ অমর বন শান্তি মধুময় !

(অপ্সরীগণের প্রবেশ ও মধুর নৃত্যগীত)

গীত।

সাহানা——খেম্‌টা।

মরি কি সুন্দর শোভা ভুবন-মন-মোহিনী।
শতদল মাঝে হের কমলা ও বীণাপাণী।
ধন্য এ অমর বন, শান্তি প্রেম জ্ঞান ধন
আছে সদা বিদ্যমান——সুখী মোরা ভাগ্য মানি
জ্ঞানদা মঙ্গলময়ী, জয় মা সিদ্ধিদায়িনী,
ত্রিলোক-পূজিতা দেবী—নমি আনন্দ-রূপিণী ॥

[গীত গান করিতে করিতে অপ্সরী বৃন্দের প্রস্থান

বীণা।—মোরা দোঁহে সবার বাঞ্ছিত।
কিন্তু হায়!
বিধির বিপাকে রহি উভে ছিন্ন ভিন্ন ;
কি কারণে ঘটে ইহা বুঝিতে না পারি!

কম।—বিধির নিয়ম বল কে লঙ্ঘিতে পারে ?
যা' কিছু করেছি বিধি ভালরি কারণ—
জেনো স্থির মনে।
একাধারে যদি মোরা
অধিষ্ঠান হই মর্ত্তভূমে,
কত অলক্ষণ ঘটে বুঝিতেত পার!
একে জীব তম মোহে উন্মত্ত সতত ;
তাহে যদি হই মোরা আয়ত্ত সবার—
হয় হিতে বিপরীত বিষময় ফল!

বীনা।—যা' কহিলা সত্য মানি ;

প্রাণ কাঁদে ছেড়ে থাকিতে তোমায়!

কম।—আমি কিলো আছি সুখী ইহারি কারণ ?

যে করে লো পরাণ ভিতরে,—
জানেন তা' অন্তর্য্যামী কি বলিব আর।

বীণা। ভাগ্যবতী তুমি সতী জগৎ সংসারে
সবাকার পূজ্যা তুমি অবনী মাঝারে।

কম। সে সৌভাগ্য তোমারি—নহে আমার কারণ!

হও সুপ্রসন্না তুমি যাহার উপর,
সম্পদে বিপদে দুঃখে সুখীও সে জন।
নাহি মম হায়—সে পূর্ব্বের দিন আর;
গিয়াছে সকলি চলি সুখ-স্বপন সমান!
শান্তি বিনে আমি—
নারিনু তিষ্ঠিতে মুহূর্ত্তেক কোন স্থানে;
সংসারের পাপ ভার না পারি সহিতে আর।
কি বলিব হায়—
(অন্য মনে) কে ঐ সুন্দরী আসে দিক আলো করে?

বীণা। কৈ—(উভয়ের অবলোকন)
ভারত জননী আসে দিক আলো করে।

(ভারত-জননীর প্রবেশ।)

গীত।

ঝিঁঝিঁট——একতালা।

আজি যে আনন্দ মোর স্বপনে ও কভু ভাবিনে।
বিধাতার কি যে লীলা মাগো কিছু বুঝিনে।
কি কব সে কথা প্রাণ পুলকর, আপনি প্রেমিক বিশ্বেশ্বর হর,
লভিবে জনম রাজ্যেতে আমার—জীব মুক্তি কারণে।
আঁধার ঘুচিয়ে আলোক আসিবে শান্তি প্রেম-স্রোত সদা উথলিবে;
ধর্ম্ম-রস পানে সবাই মাতিবে—হাসিবে মা নবজীবনে॥

ভা—জ। সুখের বারতা মাগো কি কহিব আজ—
প্রেমের লহরী যেন খেলে অনিবার
মম হৃদি-সরোবরে!
তোমাদের গুণে মাগো
ছিনু ভাগ্যবতী আমি অবনী ভিতরে।
কিন্তু হায়!
কালের প্রভাবে কেহ নহে চিরসুখী।
মম ভাগ্যে ও মা ঘটেছিল তাই।—
এবে কিন্তু মোর,
বিধির কৃপায় হ'বে বাসনা পূরণ।
দেব-কুল চূড়ামণী আপনি শঙ্কর,
করিতে মরত-লীলা ধর্ম্মের কারণ—
লভিবে মানব-জন্ম রাজ্যেতে আমার
তরাইতে যত মম কুলাঙ্গার সুতে।
হবে পুনঃ ভারতেতে শান্তির স্থাপন।
মাগো!
আরাধিতে তোমা, হবে সবে লালায়িত,
পাপ তাপ কিছু না রহিবে আর—
মম মুখ পুনঃ হবে মা উজ্জ্বল!
ত্রিদিবে শুনিনু যেই এ সুখ বারতা,
আসিলাম বিজ্ঞাপিতে তোমা উভয়েরে!

কম ও বীণা। চির সুখে থাক সদা করি আশীর্ব্বাদ।

কম। কি দিব গো পুরস্কার তব—
রহিব অচলা আমি সদাই ভারতে
এই মাত্র কহিনু তোমায়!

বীণা।—আমার প্রসাদে—
বিদ্যায় হইবে শ্রেষ্ঠ
তোমার সন্তান গণ অবনী ভিতরে!

ভা—জ। মাগো!

এত দিনে হ'লো মম সার্থক জীবন।

কম।—চল সবে যাই এবে ত্রিদিব ভবন

বন্দিতে সেই দেব দেব ভোলার চরণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য——ভূলোক—(মায়াপুরী)।

(চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন)

(গম্ভীর ভাবে মায়া উপবিষ্টা——সম্মুখে নিয়তি দণ্ডায়মানা)

মায়া।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করণানন্তর)

ধন্যরে নিয়তি তুই অনন্ত-সংসারে,

বলিহারি লীলা তোর অবনী ভিতরে!

নিয়তি।—আমার মা কিবা সাধ্য আছে?

বিনা তব দয়া—

কোন্ কার্য্য আমি করিতে মা পারি?

যে শক্তি প্রভাবে আমি জয়ী ত্রিভুবনে,

তুমি সে শক্তির মুল।

ওমা মহামায়ে!

মোহে জ্ঞানে ব্যাপিয়াছ অনন্ত সংসার;

চলিছে জগৎ ইঙ্গিতে তোমার

ইচ্ছাধীন পুতুলের প্রায়!

মায়া।—নিয়তিরে!

বিশেষ সমস্যা মাঝে পড়েছি যে আমি;—

উপায় না দেখি কিসে পাই পরিত্রাণ।

এক দিকে বিধি অনুরোধ—

জ্ঞানালোক পেয়ে
হোক মুক্ত যত অভাজন।
কিন্তু অন্য দিকে ভেবে দেখি
বিশেষ মঙ্গল কিছু না হবে ইহাতে।
যদি না থাকিত দুঃখ ভবে
হইত কি তবে সুখের আদর ?
বিপরীত দুটি ভাব থাকা চাই জীবে ;
তা না হলে কেমনে বা চলিবে জগৎ ?
তাই বলি—
এ চির নিয়ম ভঙ্গে হবে কিবা ফল !
অচিন্ত্য কল্পিত-ভাব হবে বা কেমনে ?

নিয়।—ইচ্ছাময়ী তুমি মাতঃ—
যা ইচ্ছা করিবে হইবে সুসিদ্ধ তাহা !
এবে কি বলিব বিধি সন্নিধানে ?

মায়া।—বলো তাঁরে—পেলে পূর্ণজ্ঞান
জীব সৃজনে কিছু না হবে সার্থক।
এই হেতু মোহে জ্ঞানে হইয়ে মিশ্রিত
চলিবে জগৎ—যথা পূর্বাবধি চলে !
তবে শঙ্কর-প্রভাবে
জ্ঞান ভাব হইবে অধিক ;
আলোক হেরিবে যত মহাপাপীগণ
মোহান্ধ নয়ন মেলি ;
এই মাত্র হইবে বিশেষ !

নিয়। যথেচ্ছা তোমার মাতঃ ;
এবে আসি তবে আমি
বিধি সন্নিধানে নিবেদিব ইহা।

মায়া।—পূরুক বাসনা তোর করি আশীর্ব্বাদ।
[প্রণাম করণানন্তর নিয়তির প্রস্থান।

(নেপথ্য হইতে পাপ-প্রবৃত্তি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বীভৎস বেশে ভয়াবহ নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

পাহাড়ী——একতালা।

মায়ার সন্তান মোরা এ সুখ ধরায়।
মহীতলে জীবগণ, সদা সশঙ্কিত মন,
মোদের প্রভাবে তারা খেলনার প্রায়।
মায়া রাজ্যে মোরা রাজা, সবাই মোদের প্রজা,
উঠে বসে চলে যায়, মোদের আজ্ঞায় রয়;—
লভেছি এ বল মোরা যাঁহার কৃপায়।
গাও জয় সবে মিলে সে মায়ার জয়॥

কাম।—একিমা!

কি হেতু গো সন্তাপিত হেরি তব আজি?
প্রকৃতি কেন মা হেন হেরি ভিন্ন রূপ?
আমার প্রভাব মাতঃ যাইলে কি ভুলে?
আমি কাম—পরিচয় কি দিব গো আর—
চিনে সেই ভুক্তভোগী বিশেষ আমায়,
জীবের অন্তর সদা কেমনে পোড়াই!
আমা লাগি কেনা মজে এই মহীতলে?
কেনা পুড়ে অন্তর্ভেদী কটাক্ষ-অনলে?
জীবগণ আমার যে ক্রীড়ার পুতলি!
জান তুমি সব মাতঃ কি বলিব আর—
আমার কি কোন কার্য্যে হয়েছে শিথিল?

ক্রোধ।—ধরাতল করতল মম;—

চক্ষের নিমিষে ছারখার করি ত্রিসংসার!

কেনা ডরে ক্রোধ নাম শুনি ?
আমাছাড়া কোন্ জীব আছে অবনীতে ?
লোহিত মুরতি মম——লোহিত বরণে
ভীষণ লোহিতবর্ণ করি সর্ব্বস্থল !
মাগো !
নূতন কি পরিচয় দিব তব কাছে—
অপরাধী হয়েছি কি কোনও কারণে ?

লোভ।—কিছুতেই মম না পূরে কামনা !
আমি লোভ—আছি এই অবনী ব্যাপিয়ে—
ত্যেয়াগিয়ে মোরে কে পায় উদ্ধার ?
জীবগণ বড় ভালবাসে মা আমায়;
আমিও গো আগু পাছু রহি তার সাথে—
দিয়ে বাধা শুভ কাজে অশেষ প্রকারে !
হয়েছে কি মম কার্য্যে কোন বিশৃঙ্খল ?

মোহ। আচ্ছন্ন করি মা সদা তব চক্র জালে—
জীবগণে টানি লয়ে তাহার ভিতর;
'আমার আমার' মাত্র এই বুলি ধরি—
করি নষ্ট ইহ পরকাল !
মোহ নাম মম;—
সেই মত কর্ত্তব্য ও পালি আমি ভবে।—
জীব মাত্রেই কেনা বল আমার অধিন ?
আমার কি ব্যতিক্রম হয়েছে মা কাজে ?

মদ।—"আমি বড় আমি বড় এই মাত্র জানি
আমা মম কেবা আছে এধরায় ?"
এই মূল মন্ত্র মোর।—
ইহার প্রভাবে মা গো
কোন্ জীব উন্মত্ত না বল ?
আছে কেবা মমবাধ্য হীন ?

কত রাজ্য রাজধানী পণ্ডিত সুজন
গ্রাসি সদা এই দম্ভ ভরে!
কোন্ জন আমা ছাড়ি পায় পরিত্রাণ?
মদ নাম ধরি,—
সেই প্রজ্বলিত মদে পোড়াই এ মহীতল!
মাগো!
আমা হেতু ঘটেছে কি কোনও অহিত?

মাৎ। " আমি সত্য—এই মত শুনহ সবাই
আমা ভিন্ন সবাই অজ্ঞান—
আমা যুক্তি ভিন্ন নাহি সত্য কিছু "
এই সুশাণিত সিদ্ধ অস্ত্র মোর।
এই বলে বলী আমি সবারি প্রধান।
মাগো! বল দেখি—
কোন্ জীব নাহি ভাবে আপন শ্রেষ্ঠতা?
আমা ছাড়ি কে আছে অন্তরে?
আত্মশ্লাঘা নিজ মুখে কি করিব আর।
কিন্তু মা! সাহসি বলি এ কথা
মম কার্য্যে করে গতিরোধ—
হেন কেহ নাই এই ধরিত্রী মাঝারে।
কাম ক্রোধ আদি—
সকলে এড়াতে পারে অভ্যাস কৌশলে;
কিন্তু মম অনিবার্য্য তেজ
করিতে নিস্তেজ,
সহজেতে বড় পারেনাক কেহ।
দর্প করি পারি মা বলিতে—
আমিই কেবল মাত্র সবারি প্রধান;
জীবগণ আমারি অধিন!
থাকিতে মা আমি

ভাবনার কিবা হেতু তব ?
বল প্রকাশিয়ে
মম কার্য্যে ব্যতিক্রম হয়েছে কি কিছু ?—
সেই হেতু হেন ভিন্ন ভাব ?

সকলে।—বল মাগো! বিলম্ব না সহে
নারি আর এ ভাবে রহিতে।

মায়া। মা বৎসগণ!
তোমাদের কোন মাত্র দোষ নাহি দেখি—
আত্ম ভাবে এবে আমি রয়েছি মগনা।
(সহসা স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ)

কাম।—একি!
অকস্মাৎ মম মন কেন হয় ভীত ?

সকলে। (বিস্ময় সহকারে)
কোথা হ'তে আসিল এ আলো ?
কেন সবাকার মন মাগো হয় উচাটন ?
(অস্ফুটস্বরে চীৎকার ও কম্পন)
——রক্ষা কর মাগো ভয়ে প্রাণ যায়!

মায়া। কিছু ভয় নাহি বাছাগণ—
হও স্থির সবে!

অনতিদূরে পুণ্য-প্রবৃত্তি—বিবেক, ক্ষমা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, দয়া ও শান্তির প্রবেশ, সহসা দৃশ্য পরিবর্ত্তন—মায়াস্বর্গ ও মায়ার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—চৈতন্য রূপিনী হওন; পাপ প্রবৃত্তিগণের অধিকতর বিস্ময়াপন্ন ভাবে ও ভীত মনে পরস্পরের প্রতি অবলোকন।

মায়া। (অগ্রসর হইয়া)
আয় সবে মোর প্রাণ প্রিয়ধন—
এতক্ষণে হলো মম বাসনা পুরণ।

বিবেক। আইনু মা আরাধিতে তোমা
মিলি সব সহচর গণে।
হও সুপ্রসন্না তুমি যাহার উপর,
জগৎ সংসারে তার কিসের অভাব?
সম্প্রতি
স্মরণ লইনু মাগো এক ভিক্ষা তরে।

মায়া। কিবা ভিক্ষা তোমা সবাকার?
কিসের অভাব—কিবা প্রয়োজন?

বিবে। মাগো!
তোমার করুণা বিনা কি হইতে পারে?
হে চৈতন্য রূপিণী—শিব শুভঙ্করি
জীব প্রতি চাহ মুখ তুলি!
শঙ্করি মা—
তোমা বিনা কি করে শঙ্কর?

মায়া। শঙ্কর লভিল জন্ম তরাইতে জীবে
ভাল কথা;
তবে মোরে কিবা প্রয়োজন?

ক্ষমা। ক্ষমাময়ী ক্ষেমঙ্করী তুমি মা জননী
জীবে ক্ষমা তোমা বিনা কে করিবে বল?

সন্তোষ। আনন্দ রূপিণী তুমি সদানন্দময়ী
কে করে মা তোমা বিনা সন্তোষ প্রদান?

শ্রদ্ধা। চৈতন্য রূপিণী মাগো শ্রদ্ধাময়ী সতী—
শ্রদ্ধা বিনা কিসে জীব পাবে পরিত্রাণ?

দয়া। দয়াবতী ওমা তারা করুণা দায়িনী
দয়া বিনা—কেমনে মা চলিবে জগৎ?

শান্তি। শান্তিময়ী তুমি শক্তি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
কে করে মা তোমা বিনা শান্তি-বারি দান?

বিবেক । (সকাতরে কৃতাঞ্জলিপুটে)

হে কাত্যায়নি—ব্রহ্ম সনাতনি !
বাঁচাও সত্বর জীবে দিয়ে জ্ঞানালোক ;
তোমা ভিন্ন অন্য গতি নাহি যে-মা আর ।

মায়া । বুঝেছি জেনেছি আমি পূর্ব্ব হ'তে সব !
হে পাপ—হে পুণ্য-প্রবৃত্তি নিচয় !
এস সবে মিলি' এক এক করি—
মম হৃদয়-আগারে হও লীন সবে !
জানাইতে আজি তোমার সবারে
প্রকাশিনু গূঢ়ভাব মম,
তোমা উভে নহ ভিন্ন কিছু ;—
জানেনা জগৎবাসী
তেঁই অনাদর—সমাদর করে !
মহান যে জন—
ভিন্ন ভাব কিম্বা ভিন্ন অর্থ নাহি তার ;
ক্ষুদ্র জনার মন
নাহি হয় পরিতোষ তাতে ;
নিজ প্রকৃতির মত দেখে সবে ভিন্ন ভাবে ;
কিন্তু পাপ পুণ্য বলে
নাহি ভূমণ্ডলে ভিন্ন বস্তু কিছু ;

একেতেই দুই হয়—দুয়েতেই এক

ভ্রান্ত জীব—
না বুঝে ইহাই করে বৃথা গোলযোগ ।
তোমা উভয়েরে বিহীন যে জন
সেত নহে কিছু—জগত-কীটাণু ।
তার কাছে সুবিচার নাহিক সম্ভবে ।
মহান যে জন—
পাপ পুণ্য সমজ্ঞান তার ;

স্বর্গ এইই তার সংসার মাঝার!
কিন্তু যবে তার মন ধরে ভিন্ন ভাব
অশান্তি অপ্রীতি আসি করে অধিকার—
করি হায় মানস বিকার,—
পাপ পুণ্য ভেদজ্ঞানে;
সেইই নরক তার দুঃখের নিবাস।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাই—
জেনে সবে স্থির মোর প্রিয় বৎসগণ!
নিয়তি অধীন জীব—অজ্ঞ-সম্প্রদায়ে
সকলি বুদ্ধির খেলা জেনো সুনিশ্চয়।
একই তোমরা আমারি সবাই;
এস তবে মিলি করি একাকার—
ওহে পাপ—পুণ্য-প্রবৃত্তি নিচয়—
সকলেরি মান আমি রাখিব বজায়;
তোমাদের যে কর্ত্তব্য করহ পালন!

(সহসা নিবিড় অন্ধকার)

(গম্ভীর স্বরে) মনে পড়ে এবে সেই সব কথা,—
অসীম ব্রহ্মাণ্ড যবে ছিল আঁধারেতে
এরূপ করিয়া গভীর আঁধারে—
ভেদাভেদ হীন সব একাকারে—
ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম!
না ছিল মেদিনী চরাচর আদি
চন্দ্র সূর্য্য তারা অনন্ত প্রকৃতি;
জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিচয়
কিছুই ছিল না,—
কেবলি আঁধার—গভীর আঁধার
অনন্ত ব্যাপ্ত না ছিল সীমা!
সহসা উজ্জ্বল জ্যোতি আসি তথা

সে আঁধার তবে করিল দূর ;—
সেই ত সে আমি—এখনও ত আমি
এ ভাব কেন বা হ'ব বিস্মরণ ?

পূর্ণ দীপ্তি সমুজ্জল আলোকে দৃশ্য পরিবর্ত্তন—ব্যোমপথ—অনন্ত নীলিমাময় স্থান ; একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ (হরগৌরী) মূর্ত্তির আবির্ভাব।

——এই ত সে আমি কোথা মম পুরী ?
কোথা পাপ—কোথা পুণ্য-প্রবৃত্তি নিচয় !
——কৈ ! কোথা কিছু নাহি দেখি ?
একি—সব একাকার !
এ গভীর ভাবে হ'বে জগৎ চালিত !

[সহসা বিলীন হওন।

(অন্তরীক্ষে দেবগণ অদৃশ্যভাবে সমস্বরে)

জয় রূপ-গুণ-বিবর্জ্জিত নিত্যানন্দ-জয়—
জয় আদি-অন্ত-মধ্যহীন শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ! !

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য——উদ্যান।

(কয়েক জন বাল্য-সহচরের সহিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেখ ভাই ! কেমন সুন্দর ফুল গুলিন ফুটেছে ;—সমস্ত বাগান যেন আলো করেছে !

১ম বালক। আয় ভাই ! এই গুলো তুলে মালা গাঁথি।

শঙ্কর। ছি ভাই ! এমন কাজ কি কর্‌তে আছে ? আমাদের প্রাণে আমোদ আছে, আর ওদের কি নেই ? আমাদের গায় কেউ একটু চিম্‌টী কাট্‌লে কত ব্যথা হয়, আর ওদের ছিঁড়ে ছুঁচ দিয়ে বিধলে কি কষ্ট হয় না ?

১ম। তোর ভাই যত উল্টো কথা! আমারা মানুষ আর ওরা কিনা গাছের ফুল! আমরা আর ওরা? ওদের গায় কি রক্ত আছে, না ওদের প্রাণ আছে? তুই ভাই ভারী খ্যাপা!

শঙ্কর। না ভাই! তা হলে শুন্‌বো কেন? আমি গুরুদেবের কাছে শুনেছি, সকলে চৈতন্যবান,—সকলেরি চৈতন্য এক ভাবে অনন্ত ব্যেপে আছে; তা ভাই এ ফুল কি সেই অনন্ত ছাড়া? আর ভাই বল্লে হয়ত তোমরা হাস্‌বে, আমরা যেমন কথা কই, ফুল ফল, গাছ পালাও সেইমত কথা কয়ে থাকে। তবে আমরা শুন্‌তে পাই না, তার কারণ আমাদের সে শোনবার শক্তি নেই!

২য়। তোর ভাই যত আজগুবি কথা! যা' হোক তুমি এ ফুল তোল বা তোল, আমরা কিন্তু তুলে মালা গাঁথবো!

শঙ্কর। আচ্ছা দেখ! মালা গেঁথেই বা কি লাভ হবে? খানিক পরেই ত এ শুকিয়ে নষ্ট হবে, তার পর টেনে ফেলে দেবে। কিন্তু দেখ! এই গাছে থাক্‌লে বাতাসে কেমন গন্ধ ব'বে, বাগানের কেমন বাহার হবে; কত মৌমাছি এর মৌ খেয়ে জীবন ধারণ কর্‌বে। যা এত গুলি দরকারে লাগ্‌বে, সেই ফুল আমরা একটু আমোদের জন্নেই বা নষ্ট করি কেন?

৩য়। ও ভাই! এই দেখ্‌রে একটা বক কেমন চোক বুজিয়ে ঐ পুকুরের ধারে বসে আছে। আয় ভাই,—তেগে তেগে এক একটা ঢিল ছুড়ি; যদি মার্‌তে পারি, ত ঘরে নিয়ে যাব। (ঢেলা প্রহারোদ্যোগ)

শঙ্কর। ও কি ভাই! তবে তোমরা থাক, আমি ঘরে যাই। আহা! অমন পাখী—ও তোমাদের কি অনিষ্ট করেছে যে মার্‌বে? তোমাকেও যদি বিনা দোষে কেউ অম্নি করে মারে, তবে তোমার কি কষ্ট হয় বল দেখি? দেখ আমরা যাঁর সৃজিত, ওরাও তাঁরি; তবে আমরা কেন অকারণে ওদের পীড়ন করি?

২য়। তুই ভাই নিতান্ত খেপ্‌লি দেখ্‌ছি।

শঙ্কর। তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমি চিরকাল এই রকম খেপাই থাকি।

১ম। আচ্ছা শঙ্কর ভগবান আবার কেরে?

শঙ্কর। এই পৃথিবী যাঁর! যিনি এই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করেছেন, যাঁহা

হতে আমরাও মানুষ হয়ে জন্মেছি, যিনি আমাদের সকল সময়েই রক্ষা কচ্ছেন;—আর ভাই যিনি পরম দয়ালু, অপক্ষপাতী, পাপপুণ্যের বিচার কর্ত্তা, তিনি অনন্তদেব ভগবান।

৩য়। আচ্ছা শঙ্কর! তুই ভাই মাঝে মাঝে ও চোক বুজিয়ে কি ভাবিস্ রে?

শঙ্কর। ভাবি এই—"আমি কে—কোত্থেকে কিজন্যে এখানে এসেছি,—ফের যাবই বা কোথা—আর আমার কাজই বা কি?" ভাই এ সব মনে মনে ভাব্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হয়।

৩য়। শঙ্কর! তুই ভাই সেই গানটী একবার গানা?

শঙ্কর। কোন্ গানটী ভাই?

৩য়। সেই যে, তুই যেটি নিজে তৈয়েরি করেছিস্?

শঙ্কর। আচ্ছা—তোমরাও ভাই তবে আমার সঙ্গে গাও।

১ম। আমরা যে ভাল জানিনে।

শঙ্কর। তা হোক—আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও ভাই।

সকলে। গীত। পিলুবাঁরোয়া—পোস্ত।

ও মন আর কতদিন রবে মায়া ঘোরে।
নয়ন মেলে দেখ্‌রে ও তুই কেউ নাই সংসারে।
যে সবারে জানিস্ আপন, পিতামাতা দারা স্বজন,
নাহি রবে কোনও জন—সময়ে পলাবে রে।
বিপদে তোর যে রক্ষিবে, ভবপারে লয়ে যাবে,
ডাকরে সদা সে বান্ধবে—অকূল কাণ্ডারীরে॥

১ম। চল্ ভাই সব বাড়ী যাই—অনেক বেলা হয়েচে।

শঙ্কর। তোমরা একটু এগোও ভাই আমি কিছু পরেই যাচ্ছি!

(অন্যান্য বালকের প্রস্থান)

"অনেক বেলা হয়েছে" প্রকৃত আমারও অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়েছে! আসল কাজেই বাকী; নকল কাজেই মেতে আছি। হে প্রাণের প্রাণ অন্তর্দেবতা! তুমিই জান—কবে আমার চৈতন্য হবে! (চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় ধ্যান)

(বিশ্বজিতের প্রবেশ)

বিশ্ব। (স্বগত) এই দেখ, আমি এদিকে চার্ দিক খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর । কিনা চোক বুজিয়ে এখানে বসে আছে! ভগবন! যদি দীনের ভাগ্যে এ দুর্লভ ধন মিলেছে, তবে আবার তাকে বঞ্চিত কর্ তে ইচ্ছা কর কেন? অন্ত-র্য্যামি! তোমার লীলা কেমন করে বুঝব? শিবহে তুমিই সত্য, সকলি তোমার ইচ্ছা! (প্রকাশ্যে) বলি শঙ্কর! তুমি রাত দিন যেখানে সেখানে চোক বুজিয়ে ও ভাব কি? তুমি যে দেখ্ চি আমার নিতান্ত অবাধ্য হয়ে উঠ্ লে? ব্যাপারটা কি বল দেখি? এখন এস—খেতে দেতে কি হবে না?

শঙ্কর। হাঁ বাবা—চলুন যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—বিশ্বজিতের বাটীর অন্তঃপুর।

(মধ্যস্থলে বিশিষ্টা ও চতুর্দ্দিকে প্রতিবেশিনীগণ উপবিষ্টা।

১ম প্রতি। বাছা! তোমার মত ভাগ্যধরী কে আছে বল দেখি? যার অমন সোনার চাঁদ বুক জুড়ানে ছেলে, তার আবার কিসের ভাবনা? তোমরা স্ত্রী পুরুষে হত্যা দিয়ে মহাদেবের কাছে যেমন ছেলের জন্যে কেঁদে ছিলে, ভগবান তেমনই তোমাদের মনস্কাম পূরিয়েছেন!

২য়। তা আর বল্ তে; আহা! বাছা যেন দিন দিন পূর্ণশশী কলার মত বাড়্ ছে রূপ দেখে প্রাণ ভোরে যায়। গুণেরি বা সীমা কি! বলতে কি আমার বোধ হয় শঙ্কর যেন কোন দেবতা—শাপ ভ্রষ্ট হয়ে এ পাপ সংসারে এসেছে; তা না হ'লে এ কচি বয়সে কি কারো এত গুণ হয়? তা' বাছার শরীরে যে সব শুভ লক্ষণ আছে, তা দেখে সকলেই বলেছে, যে শঙ্কর একজন সাধারণ মানুষ নয়। যাহোক বিশিষ্টা তুমিই সুখী।

৩য়। তার আর ভুল কি; এমন ছেলের মা বাপ হওয়া বড় কম সুকৃতির ফল নয়! আহা! শঙ্কর আমাদের যেন সত্যই শঙ্কর! কি আময়িক কি ধীর! এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, বাছা যেন দীর্ঘজীবী হ'যে তোমা-দের মুখ উজ্জ্বল করে!

বিশিষ্টা। দিদি তোমাদের এই শুভ আশীর্ব্বাদ যেন আমার সফল হয়; কিন্তু আমার কপালে কি সে সুখ ঘট্ বে?

১ম। বালাই অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে ? এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে শক্রর মুখে ছাই দিয়ে বাছা কত বড়টী হয়েছে! এরি মধ্যে কত লেখা পড়া শিখেছে, এমন কি বড় বড় অধ্যাপকও হার মেনে গেছে। আহা! মা স্বরস্বতী যেন শঙ্করের কণ্ঠাগ্রে বাস কর্চ্ছেন! তা না হবে কেন ? কেমন বংশ! যাহোক বাছা বৌমা! তোমার পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্য ফলে এমন ছেলের মা হয়েছ। এই যে নাম করতে কর্‌তে বাছা এই দিকে আস্‌ছে।

(ধীরভাবে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ]

শঙ্কর। মা খিদে পেয়েছে ; আমার কি খাবার আছে দাও!

বিশিষ্টা। বাবা , তোমার যে খেতে অবকাশ হয়েছে এই ঢের।

(বিশিষ্টার গৃহান্তরে প্রস্থান ও কিছু খাদ্য দ্রব্য সহ পুনঃ প্রবেশ ; শঙ্করের গ্রহণ ও ভক্ষণ)

১ম। তোমার কি বাছা দিন রাত পড়ানিয়ে থাকতে হয়—একটুও কি জিরুতে নেই

শঙ্কর। না ঠাকু' মা তা' নয়; আজকের পড়ার জন্যে দেরি হয়নি; বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেম, তা'তেই দেরি হয়েছে। আপনারা তবে বসুন আমি গুরু দেবের কাছে যাই! [প্রস্থান।

১ম। আহা বাছার কেমন মিষ্টি কথা এমন ছেলে কি লোকের হয় গা!

বিশিষ্টা। তোমারা অত ভাল বলছ বটে, কিন্তু আমার কপালে যে ও বাঁচে এমন বোধ হয় না। যে দিন এক গণক নাকি শঙ্করের হাত দেখে বলে গেছে যে, শঙ্কর আমার একজন সাধারণ মানুষ নয়; কিছু দিন পরে বিদ্যা বুদ্ধিতে যেন বৃহস্পতির সমান হবে, আর যশে মানে সমস্ত দেশে বিখ্যাত হয়ে পড়্‌বে। কিন্তু সে সর্ব্বনেশে কথা মনে হ'লে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয়,—আমায় আর 'আমি' থাকি না! (দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে) ভগবান! যদি তাই সত্য হয়, তবে আমার দশা কি হ'বে ?

২য় কি কথাটাই বল শুনি, তার পর দুঃখ করো!

বিশি। বল্‌বো কি বাপু! সে কথা মনে কর্‌লে কি আর জ্ঞান থাকে ? শঙ্কর আমার না কি—কিছু দিনে পরেই গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ন্যাসীবেশ

ধরে দল বেঁধে দেশে দেশে বেড়াবে—আর ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে সমস্ত পাপীকুল উদ্ধার কর্‌বে! এই ধর্ম্মই নাকি তার জীবনের লক্ষ্য! আর এই কর্‌বার জন্যই নাকি শঙ্কর জন্মেছে! তা'হবে—নইলে এ খেলে বেড়াবার বয়সে এত চোক বুজিয়ে ভাবে কেন; আর সংসারেই বা এমন বিরাগ কেন? তা বল দেখি এ সব জেনে শুনে কি স্থির থাক্‌তে পারি?

২য় প্রতি। হ্যাঁ—তুমি ও যেমন, একটা গণকের কথায় বিশ্বাস করে মনে মনে গুম্‌রে গুম্‌রে মর আর কি!

৩য় প্রতি। তা বৈকি! ওদের কথা যদি সব সত্যি হ'ত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি! ঐ যে সেদিন আমাদের বসন্তের হাত দেখে বলে গেল যে তার দুটী ছেলে আর একটী মেয়ে হ'বে! তা দেখ! দু' মাস না যেতে যেতে বাছার কি দশা হয়েছে!

১ম। তা' সে যাহোক—সে গণকের বাড়ী কোথায়?

বিশি। ওগো! তাকি কিছু জানি।—সে দিন "আবার অন্য একদিন আস্‌বো" বলে যে কোথায় গেল, তার ঠিকানা নেই। কর্ত্তা কত জায়-গায় সন্ধান করালেন কিন্তু কেউ তার খবর বল্‌তে পার্লে না।

১ম প্রতি। তা আর বাছা ভেবে কি কর্‌বে বল? যা কপালে আছে, কেউ তার খণ্ডন কর্‌তে পার্‌বেনা। এখন এক মনে রাতদিন মধুসূদনকে ডাক—তিনিই রক্ষা কর্‌বেন! যাও বাছা—এখন ঘরের কাজ কর্ম্ম করগে; মিছে মিছি ভেবে আর কি করবে বল?

৩য় প্রতি। আমরা তবে উঠ্‌লেম।

১ম প্রতি। বস গো তবে বৌমা।

বিশি। এস!

(এক দিকে প্রতিবেশীনীগণের প্রস্থান ও ভিন্ন দিক দিয়া বিশ্বজিতের প্রবেশ)

বিশ্ব। তাইত হলো কি! গতিক যে বড় ভাল দেখি না। শঙ্করের বর্ত্তমান লক্ষণ দেখে মনে বড় আশঙ্কা হয়েছে। এই কিশোর বয়সেই সংসারে বিরাগ—সর্ব্বদাই বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব! শেষে কি সেই দেবতুল্য জ্যোতিষীর কথা কার্য্যে

পরিণত হবে? শিবহে তোমারি ইচ্ছা! আর ভেবে কি কর্‌বে বল? দেখি কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা সস্ত্যয়ন করে গ্রহশান্তি করাই; যদি কোন শুভ ফল দাঁড়ায়।

বিশি। এখন কি বলে মনকে প্রবোধ দেই? হা ভগবান! তোমার মনে এই ছিল? এত কষ্ট দেখে যদি একটী মাত্র ও দিলে, তবে আর কেন সে ধনে বঞ্চিত কর? শিবহে তুমি দয়াময়! দেখো শেষে যেন তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক না হয়!

বিশ্ব। আমি মনে মনে এক সদুপায় ভেবেছি; শীঘ্র কোন সদ্বংশজাতা সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত শঙ্করের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করে দেব; তা হলে বোধ হয় অনেক পরিমাণে সুমঙ্গল হতে পারে! কি বল তুমি—এতে তোমার মত কি?

বিশি। স্বামিন্! তুমি যা' ভাল বুঝেছ, তাতে কি আমার অমত হতে পারে?

বিশ্ব। তবে সেইই ভাল। এই আগামী মাসের মধ্যেই ইহা সম্পন্ন কর্‌বো। শিবহে তোমারি ইচ্ছা!

[উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য——শঙ্করের গুরুগৃহ——চতুষ্পাঠী।

(মধ্যস্থলে গুরুদেব ও চতুর্দ্দিকে শিষ্য মণ্ডলীর
উপবেশনাবস্থায় সমস্বরে স্তোত্র পাঠ)

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং মোভিষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চি নুতং শরণং।
ভৃত্তার্ত্তিহং প্রণত পাল ভবাব্ধি পোতং
বন্দে মহা পুরুষ তে চরণার বিন্দং।

তক্তা সুদুস্তজ সুরেপ্সিত রাজ্য লক্ষীং
ধর্ম্মিষ্ট আর্য্য বচসা যদগাদরণং।
মায়া মৃগং দয়িত ইপ্সিত মন্বধাবদ
বন্দে মহা পুরুষ তে চরণার বিন্দং॥

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। গুরুদেব! প্রণমি চরণে। (প্রণাম ও উপবেশন)

গুরু। এস বৎস।

শুভক্ষণে পেয়েছিনু তোমা হেন ধনে।

ধন্য তব পিতা মাতা!

সার্থক হয়েছে মোর পরিশ্রম-ফল।

শঙ্ক। দেব! অজ্ঞ মূঢ় আমি;—

কেন দেন প্রশ্রয় আমায়

বৃথা 'উচ্চ' করি?

গুরু। না বৎস।—

যে অমূল্য ধন তুমি লভেছ যতনে,

তার কাছে তুচ্ছ অতি নশ্বর-সম্পদ।

এবে

পালিতে হইবে তব এক আজ্ঞা মম!

শঙ্ক। তব আজ্ঞা করিব পালন

ইহাপেক্ষা কি সৌভাগ্য আছে গুরুদেব?

যা বলিবে শিরোধার্য্য মোর!

গুরু। তবে বৎস শুন মম সঙ্কল্প বচন!

বার্দ্ধক্য বশতঃ—অক্ষম হতেছি আমি

করিতে এ সুগভীর শাস্ত্র আলোচনা।

রীতিমত উপদেশ না পেতেছে হায়

এই সব প্রিয় ছাত্রগণ!

দিনে দিনে দেহ ক্ষয় হতেছে আমার—

তুমিই ভরসা মাত্র এ বিপদ কালে!

লও বৎস এবে এই গুরুভার

মম ইচ্ছা করহ পূরণ।

আজি হতে হলে তুমি ইহাঁদের গুরু

মমকার্য্যে অধিকার হইল তোমার।
নবীন বয়স যদিচ তোমার,
বিদ্যা জ্ঞানে কিন্তু তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার!
বৎস! হওনা বিস্মিত ;—
ভবিষ্যত-ছায়া
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে আমি,
কিছুদিন পরে
হবে তুমি একজন এই ধরাধামে।
বিধাতার
কঠিন দায়িত্ব ভার আছে তব প্রতি ;
হবে তুমি তাহাতে সফল।
যে গভীর ভাবে তুমি রয়েছ মগন
ত্যেজি ভোগ বিলাসিতা,
এইই লক্ষণ তার—ইহারিই বলে
বিজয়-পতাকা তব অনন্ত-আকাশে
উড়িবে অনন্ত-কাল সুযশ-পবনে!
কায়মনো বাক্যে এবে করি আশীর্ব্বাদ
দীর্ঘজীবী হয় যেন তব পরমায়ু—
সদা সুস্থদেহে থাকি ;
সংসারের ঘোর কুটিলতা
লোভ মোহ আদি,
যেন নাহি পায় পরশিতে তোমার অন্তর ;
বিপদে সম্পদে দুঃখে
যেন থাকে ধর্ম্মভাব সদা জাগরিত।
এই মাত্র আশীর্ব্বাদ করিনু তোমারে।
এবে এস বৎস!
বসাব তোমায় আজি এই ব্রহ্মাসনে।
বড় চিন্তা ছিল মনে,—
" এ সুকঠিন ভার

কি উপায়ে যোগ্য পাত্রে করিব অর্পণ ”
কিন্তু মম কি আনন্দ আজি!
গুরুর কৃপায়
আশাতীত হলো মম বাসনা পূরণ।
প্রিয় শিষ্যগণ!
শঙ্কর হইল গুরু তোমা সবাকার
আজি হ'তে মম স্থানে ;
মেনো এঁরে আমার সমান—
কর আত্ম-সমর্পণ ইহাঁরি উপর
পেতে যদি চাও ব্রহ্মধনে।
সর্ব্বকার্য্যে গুরু থাকা চাই এ সংসারে
তা' না হলে কোন কাজে নাহিক মঙ্গল।
বিনা কর্ণধার—
অগাধ জলধি-মাঝে
যেই দশা হয়হে তরীর ;
সেই স্থলে তরী সম হয় একমত
যেই খানে নাহি থাকে নেতা!
অতএব প্রাণসম মম শিষ্যগণ—
আজি হতে লও হে আশ্রয়
এই মহাজনার চরণে!

(শঙ্করের মস্তক অবনত হওন)

শিষ্যগণ। তথাস্তু—তথাস্তু গুরুদেব!

১ম ছা। গুরুদেব!
পাইনু হে যে শিক্ষক তোমার অভাবে,
ধন্য মোরা মানি এ কারণে!
শত শত কৃতজ্ঞতা-উপহার
ভকতের ধন!
দীন মোরা—কি আছে মোদের আর।

গুরু। এস তবে প্রাণ সম শঙ্কর রতন
বস এই ব্রহ্মাসনে।
(শঙ্করের হস্তধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইয়া দেওন)

শঙ্কর। (দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে)
গুরুদেব!
প্রণমি শ্রীপাদ-পদ্মে শত শত বার।
(সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর)

ধন্য হইনু এতদিনে!
পবিত্র হইল মম পাপ-কলেবর,
বসি এই মোক্ষ-ব্রহ্মাসনে।
দয়াময়!
তোমার দয়ায়
এ পাতকী হইল উদ্ধার।
কিন্তু দেব!
অধমে দিলেন কেন এই গুরুভার?
ক্ষুদ্র বুদ্ধি অতি হীন আমি,
আমা হতে ফলিবে কি কোন শুভফল!
না—হবে হিতে বিপরীত?
হইল কি কলঙ্কিত মম পরশনে
শেষে এই শিব-ব্রহ্মাসন?
অথবা হেন কথা কেমনে বা বলি—
মহতের মান
যায় নতে কভু ক্ষুদ্রের দ্বারায়!

২য় ছা। ক্ষমা কর মহাশয়!
ভবাদৃশ জনে
নাহি পায় শোভা হেন কথা।

শঙ্কর। গুরু ভার কি দায়িত্ব জাননা হে ভাই,

সেই হেতু বল হেন কথা!
সুপাত্রে অর্পিত হলে সব শোভা পায়!

গুরু। তুমিই সুপাত্র মম!

শঙ্কর। গুরুদেব!
কৃতজ্ঞতা তব কি দেখাব আর!
মম প্রাণের ভিতর
কিযে হতেছে এবে—
নাহি সাধ্য মোর প্রকাশিতে তাহা!
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু!
অন্তরের ভাব জানিতেছ মোর!
দেব!
ভবদীয় এই মহা ঋণ—অমূল্য রতন—
এ জীবনে তুচ্ছ কথা,
অনন্ত-জীবনে
সন্দেহ পারি কিনা পারি শোধিবারে!
যেই শিক্ষা-বীজ হৃদে করেছ রোপণ,
যেই মহা মন্ত্রে আমি হয়েছি দীক্ষিত,
ফলিবে যে ফল সব তোমারি কৃপায়
নহে মম সাধ্য কিছু।
যে অগ্নিময় তেজ দেব দিয়েছ হৃদয়ে,
কার সাধ্য ইহা করে নিবারণ?
কি যে অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাব
প্রাণের গভীর দেশে রয়েছে নিহিত;
কি বলিব গুরুদেব!
নাহি জানি
কিসে হবে পরিণত
সে প্রস্তর অঙ্কিত-ভাব।
কিন্তু দেব! ক্ষমা করো প্রগল্‌ভতা;

বিশ্বাস-নয়নে——দিব্য-চক্ষে যেন
দেখিতেছি কি এক অদ্ভুত ঘটন
হবে সম্পাদিত প্রভু তোমার দয়ায়!
নাচিছে হৃদয় মম,
যেন উন্মত্ত হয়েছি
সেই হেতু বলিলাম বাতুলের প্রায়।
শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব;
হইলাম ব্রতী তবে কর্ত্তব্য পালনে!
সঁপিলাম মম প্রাণ
উদযাপিতে এই মহাব্রত!
কর মোরে শুভ আশীর্ব্বাদ
এই ভিক্ষা মাগি——(ক্ষণ পরে)
জয়হে পূর্ণব্রহ্ম সত্য সনাতন
তুমিই ভরসা মম অকুল-সাগরে!
গুরুদেব!
আর কিছু আজ্ঞা আছে তব?

গুরু। শিষ্যগণ!
আজিকার মত এস তবে সবে।
গ্রামে গিয়া কর রাষ্ট্র এ সুখ-বারতা;
বিশেষতঃ জানাইও সব শিষ্যগণে!

ছাত্রগণ। তথাস্তু। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরসর সকলের প্রস্থান)

গুরু। (শঙ্করের প্রতি)
এবে মম অন্তঃপুরে চল একবার
ক্ষণপরে যাইও বাটীতে!

শঙ্কর। যদৃচ্ছা তোমার দেব
শিরোধার্য্য বাক্য তব!

(অন্যদিকে উভয়ের প্রস্থান)

———

চতুর্থ দৃশ্য——আকাশলিঙ্গের (শিব) মন্দির।

(শিব সম্মুখে পূজোপকরণ দ্রব্য সমূহ সজ্জিত—বিশিষ্টার মুদিত নেত্রে ধ্যান ও কৃতাঞ্জলি পুটে গীতস্বরে স্তব)

গীত। মেঘ——একতালা।

জয় আশুতোষ—প্রেম পরমেশ—অসীম-জগত-জীবন।
নিত্য সত্য সার—পূর্ণ জ্ঞানাধার—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ।
শান্তি-মোক্ষ-দাতা অনাথ-বান্ধব, অশিব বিনাশ মঙ্গল-শিব,
সর্ব্ব শক্তিমান লীলাময় দেব—জয়হে ত্রিলোচন॥

ভগবন!
সঁপেছি জীবন মম তোমারি উপর ;
যাহা ইচ্ছা কর দেব সব অকাতরে।
ইচ্ছাময় তুমি—
অসম্ভব আশুতোষ কি আছে হে তব ?
কিন্তু দেব!
অভাগিনী আমি,—
যদি দিলে মোরে অমূল্য-রতন,
সে ধনে বঞ্চিত তবে হব কি কারণে?
শঙ্কর আমার
প্রাণের পুতলি হৃদয়ের ধন—
সে বিধু বয়ানে
কেমনে না দেখে থাকি ?
মুহূর্ত্তেক কাছ ছাড়া হলে—
সংসার আঁধার দেখি যার অদর্শনে,
বলদেব অন্তর্য্যামি!
কেমনে সহিব তার বিচ্ছেদ-যাতনা ?
দাও প্রভু সুমতি তাহারে

সংসারের প্রতি অনুরাগ—
বৈরাগ্যতা করি দূর,
এই মাত্র মিনতি শ্রীপদে। (পুনরায় ধ্যান-মগ্ন হওন)

(গম্ভীরস্বরে দৈববাণী)

" বৃথা—
কেন ডাক মোরে পুনঃ পুনঃ ?
ভাগ্যবতী সতী সাধ্বী তুমি ;
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত
কঠোর-তপস্যা-বলে—
ভক্তি-ডোরে বাঁধিয়াছ মোরে ;
তেঁই
পুত্ররূপে লভিনু জন্ম তোমার উদরে।
আমিই শঙ্কর পুত্র তব,
বৃথা মোহ কর দূর—
মম কার্য্যে গতিরোধ কর্‌রোনা মা আর।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু জন্ম মোর ;
সেই ধর্ম্ম—সেই সত্য পালিবারে,
সন্ন্যাসী হইব—
দল বাঁধি বেড়াব মা দেশ দেশান্তরে,
তরাইতে যত অভাজন।
হওনা গো চমৎকৃত মাতঃ
শুনি এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
যাও—মা গৃহে যাও মন কর স্থির।

বিশিষ্টা। এ্যঁা জাগ্রত কি আমি ?
না—নিদ্রাবশে দেখি এ স্বপন ? (ক্ষণপরে)
কৈ—নিদ্রা এতো নয় ? (চারিদিক অবলোকন)
ভগবন—অন্তর্য্যামি !
জ্ঞানহীনা নারী আমি—

কেন মোরে করেন ছলনা ?
(পুনর্ব্বার দৈববাণী)
"ছলনা কিছুই নয় ;
সত্য কথা কহি—
ভাগ্যবতী তোমা সম নাহি আর কেহ।"

বিশিষ্টা। সন্দেহ আর কি থাকে ? (কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব)
হে দেব শঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর,
আশুতোষ বিশ্বনাথ হে।
লীলাময় হর, সকলি তোমার,
কি বুঝিবে এ অবলা হে।
(বিশ্বজিতের প্রবেশ)

বিশ্ব। শিবহে তুমিই সত্য ! (ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

বিশি। স্বামিন !
অদ্ভুত-বচন আজি শুনিনু শ্রবণে ;
হের এখনও রোমাঞ্চিত লোমকূপ মোর !

বিশ্ব। (আগ্রহের সহিত)
কি কথা সে ?—বল ত্বরা মোরে।

বিশি। নাথ !
অতি আশ্চর্য্য সত্য কথা তাহা !
করিতেছিলাম যবে শিব-আরাধনা—
জানাইয়ে মোর গভীর বেদনা
শঙ্করের বৈরাগ্য-কারণ,
সেই কালে শুনিলাম এই দৈববাণী।
যেন—
ভগবান শিব জন্মেছে শঙ্কর রূপে
ধর্ম্মেরি কারণ বা জীবমুক্তি তরে।
অতঃপর মনে হলে

অহো—সেই সর্ব্বনেশে কথা,
নাহি থাকে দেহে প্রাণ।
হায় প্রাণেশ্বর!
গণকের সেই দৈবকথা
ফলে বুঝি এতদিনে।
হা শিব! এই ছিলমনে?
কেমনে ধরিব প্রাণ শঙ্কর বিহনে? (ক্রন্দন)

বিশ্ব। একি হলে প্রাণেশ্বরী!
অধৈর্য্য হইলে এতে কি হইবে ফল?
রমণী কোমল প্রাণ তব,
তাই এতদিন
করিনে প্রকাশ কোন কথা।
হায়! হতভাগ্য মোরা,
তেঁই—
সহিব এ দারুণ-যন্ত্রণা।
শঙ্কর যে নহে সামান্য বালক,
জানিতাম পূর্ব্ব হতে তাহা—
দেখি তার আকার ইঙ্গিত!
অতঃপর সে দিবস
সুবিজ্ঞ জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ
বলেন শঙ্করে দেখি—
মম সাথে অতীব গোপনে,
"সামান্য বালক নহে ইনি তব।
তোমাদের বহু পুণ্য-ফলে,
পুত্ররূপে পেয়েছ হে সাক্ষাৎ শঙ্কর
আপনই ভগবান—
বিরাজিত তোমার গৃহেতে!
(কি আশ্চর্য্য নামে নামে মিলেছে কি তাই!)

—লাঘবিতে সংসারের গুরু পাপ ভার,
পূরাইতে ভকত বাসনা,
দেখাইতে জগৎজনারে
ত্যাগ-স্বীকার-আদর্শ—
কঠোর সন্ন্যাস ব্রত.
আরো সর্ব্বোপরি সারলক্ষ্য
ধর্ম্মরক্ষা হেতু,
লীলাময় হর করিছেন লীলা।"
পুনঃ তিনি কহিলেন মোরে—
"সার ত্যেজি কেন মোহে মজ ?
কার গ্রহ করিতে খণ্ডন
আনায়েছে মোরে ?
নিজ গ্রহ তব শনিতে ধরেছে—
সেই হেতু এ কুগ্রহ তব !
নতুবা কেন ভ্রমে আছ ডুবে—
না চিনি—আপন সন্তানরূপী পরম ব্রহ্মেরে।"
ক্ষণপরে কহিলেন পুনঃ—
" যাহাহোক ভাগ্যবান তুমি—
ধন্যা সাধ্বী ভাগ্যবতী রমণা তোমার।
তেঁই—
পুত্ররূপে লভিয়াছ পরম ঈশ্বর !"
এত বলি গেল চলি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ;
হইলাম উন্মাদের মত,
স্তম্ভিত হইল হিয়া শুনি এ কাহিনী,
বিস্ময় ত্রাস এক কালে উপজিল মনে!
সেইদিন রজনীতে
দেখিনু স্বপন —ঠিক তোমার সমান ;
পূজাতে বসিনু যবে

সে সময়ে শুনেছিনু এমত কাহিনী।
বলিনাই এত দিন তোমার সহিত—
ভাবি মনে ঘটে পাছে হিত বিপরীত।
যাহা হোক—
এইক্ষণ হতে
পাষাণে বাঁধহ তবে দেহ মন প্রাণ।
শিবহে তুমিই সত্য!
ইচ্ছাময়! তব ইচ্ছা কে করে খণ্ডন ?

বিশি। (শিরে করাঘাত পূর্ব্বক)
হা বিধাত! এই ছিল মনে ?
কোন্ পাপে সব বল হেন মনস্তাপ ?
অহো!শিব—রে শঙ্কর নির্দ্দয়!
জননীরে বধিবি পরাণে ? (পুনর্ব্বার ক্রন্দন)

বিশ্ব। একি প্রিয়ে!
অধৈর্য্যের এই কি সময় ?
কি করিবে বল তুমি করিয়ে ক্রন্দন ?
কিবা সাধ্য আছে তব নিয়তি উপরে ?
বুদ্ধিমতী তুমি—
নাহি পায় হেন শোভা তোমা!
বিধাতার যাহা ইচ্ছা ঘটিবেই তাই ;
তবে ডাক একমনে সেই দীননাথে—
সবার উপর যিনি দয়ায় সাগর,
ভাগ্যগুণে যদি হন প্রসন্ন-অন্তর।

বিশি। মন বুঝে সব নাথ প্রাণ ত বুঝে না—
এ হেতু বিষম জ্বালা হায় এ সংসারে!

বিশ্ব। (পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর)
হে ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর—

আশুতোষ মঙ্গল-কারণ—
যেবা ইচ্ছা কর সম্পাদন।

(বিশিষ্টার প্রতি)

এস গৃহে তবে—
মনস্তাপ করি নিবারণ।
আর এই সব কথা—
কিছু যেন না শুনে শঙ্কর। [প্রস্থান।

বিশি। (গললগ্নীকৃতবাসে ভক্তিভাবে প্রণামানন্তর)

গীত। জয়জয়ন্তী——আড়াঠেকা।

অন্তর্য্যামী বিশ্বেশ্বর কি জানাব তব কাছে।
সর্ব্বময় তুমি নাথ—অবিদিত কিবা আছে।
কেমনে ধরিব প্রাণ, বিনে শঙ্কর রতন,
বলহে বিশ্ব জীবন—এ দুঃখিনী কিসে বাঁচে।
নিবেদি শ্রীপদে পুনঃ, ফিরাও শঙ্কর মন—
সংসার-বৈরাগ্য হতে—এ অধিনী এই যাচে॥

দয়াময় শিব!
অধিনীর প্রতি হওনা নির্দ্দয়!
আর কি জানাব অধিক
অন্তর্য্যামী তুমি! ভোলানাথ!
ভোলা মনে যেন ভুলনা দাসীরে!

[ক্ষুন্নমনে পূজোপকরণ দ্রব্য গুলি লইয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করত বিশিষ্টার ধীরে ধীরে প্রস্থান।]

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বিশ্বজিতের বাটির অন্তঃপুরস্থ একটি নির্জ্জন গৃহ
(বিষণ্ণ মনে গম্ভীর ভাবে শঙ্করাচার্য্য আসীন ও ক্ষণপরে গীত)

ভৈরবী——আড়াঠেকা।

ঘুমাইবে কত কাল মোহ বিজড়িত-মন।
নয়ন মেলিয়ে হের নিত্যানন্দ সনাতন।
কে তুমি হে কোথা হতে বিশাল এ অবনীতে
কেন এলে, ভাব চিতে—লভ আত্ম তত্ত্বজ্ঞান।
মুক্তির পথ চিনহে, কাটি সংসার বন্ধন,
বিবেক বৈরাগ্যে দেহ—আলিঙ্গন সখা জ্ঞানে ;
এ জীবন মরীচিকা, ত্যজহে বৃথা ভূমিকা,
এলে দিন যাবে একা—কি রাখিলে সে কারণ॥

শঙ্কর। দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে স্বগত)
ক্ষণে ক্ষণে যাইতেছে দিন!
এতকাল গেল বৃথা ;
জীবনের কিছু না হইল।
কি হেতু আসিনু ভবে—
কি কর্ত্তব্য মানব-জীবনে,
একবার না ভাবিনু হায়!
বৃথা ভ্রমে মায়ামোহে রয়েছি ডুবিয়া —
সংসারের ঘোর প্রলোভনে
হতেছি মোহিত ক্রমে ;
ইন্দ্রিয় সেবাতে শুধু কাটাতেহি কাল,
নশ্বর সুখের আশে রয়েছি মজিয়া—
ত্যেজি সেই অবিনশ্বর ধনে!
অলীক

বিদ্যা জ্ঞান যশো আশে—
রয়েছি সুদূর পথে অনন্ত হইতে।
শুষ্ক জ্ঞানে—শাস্ত্র পাঠে—বৃথা তর্কে—
অনিত্য পার্থিব-বিষয়ে,
কতদিন রহিব মগন আর—
বঞ্চিত হইয়ে হায় অপার্থিব ধনে ?
অমূল্য সময় আর প্রাণ পরমায়ু
হইতেছে লয় বৃথা কাজে আহা !
জীবনের শেষ দিনে, যবে—
প্রাণ পাখী যাবে উড়ি তাঁহার নিকটে,
কি বলিয়ে দিব আত্ম-পরিচয়
হায় সে সময়ে ?
জিজ্ঞাসিবে যবে প্রভু—
"হে জীব শ্রেষ্ঠ!
কি করিলে এতদিন ভব ধামে থাকি ?"
কি উত্তর প্রদানিব হায় সে সময়ে ?
জানিছ সকলি মন—
অগোচর কিছু নাহি তব ;
তবে—
কি সম্বল করিলে হে তুমি—
উত্তরিতে এ ভীষণ ভব—পারাবার ?
সেই
নিত্যসার স্বর্গরাজ্য করিয়ে পশ্চাৎ,
কেন ধাও মন পাপ নরকাভিমুখে ?
অহো ! তব একি বিড়ম্বনা !

(দারুণ দুঃখে অভিভূত হয় ও ক্ষণপরে গীত।)

জাজ্ মল্লার—ঝাঁপতাল।

কেন মন সার ত্যেজি—অসারে মগন এত,
কি হইবে সে দিনের—ভব হতে তরিবার
তাই ভাব অবিরত।
মিছা ভোগ—মিছা মায়া—এ নশ্বর দেহে,
কিছু নয় এই সব পড়নাক মোহে,
স্বর্গ পশ্চাতে রাখি নরকে কেন ওহে—
যেতে চাও—মম মন প্রলোভনে নিয়ত!

-তবে আর কেন মন
সুদৃঢ় এ মায়াপাশ কর ছিন্ন এবে;
সঙ্কীর্ণতা—
পরিমিত স্নেহ মমতাদি কর বিসর্জ্জন।
প্রেম কর জগত জনারে—
ক্ষুদ্রকীট অনুহতে—মহান্ মানবাবধি,
মজি সে বিশ্বজনীন অনন্ত-প্রেমিকে!
এক চক্ষে দেখহ সবায়,
ভেদাভেদ কর দূর অন্তর হইতে—
বাসনারে দেহ বলিদান!
(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। কি ভাবিস্ বাবা বসিয়া বিরলে?
দিবারাত্র তোর ভাবিতে কি হয়?
শঙ্কর রে—
তোরে দেখে বুক ফেটে যায়!
(গৃহস্থ-কার্যোপযোগী কোন কর্ম্মে ব্যাপৃতা হওন)

শঙ্কর। (স্বগত) আহা!
মার কথা মনে হলে সব যাই ভুলে,
গৃহী হতে হয় সাধ পুনঃ।
(দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

হায়!
যে অবধি পিতা মোর ইহলোক হতে
গিয়াছেন স্বরগ-আলয়,
মায়ের দুঃখের সীমা নাহি তদবধি।
একে অহো দুর্ব্বিসহ দারিদ্রের ক্লেশ—
তাহে এ ভীষণ শোকে,
হয়েছেন যেন মাতা পাগলিনী প্রায়।
কি করি—
একমাত্র মায়ের কারণে
ভুঞ্জিব কি সংসারের গুরু-পাপভার?
জরিব কি বিষ-রস পানে?
না—কভু না হইবে তাহা।
হে সংসার!
আর না মজিব কভু তোমার মায়ায়!
তব স্নেহ-পাশ সুকঠিন অতি
জানি আমি;
কিন্তু নাহি সাধ্য তব পুনঃ
আবদ্ধ করিতে মোরে ঘোর-মায়াজালে।
মনে স্থির সঙ্কল্প করেছি,
তব মুখ কভু আর না হেরিব;
কুরঙ্গের মত—
আর নাহি হব মুগ্ধ তব লোভ-ফাঁদে!
হও মন
অচল—অটল—স্থির-ভূধর-সমান—
কর্ত্তব্য পালনে এবে হও ত্বরান্বিত।
(সহসা চকিতের ন্যায় উঠিয়া)
আজিই করিব স্থির—
সাধিতে সঙ্কল্প আর কর্ত্তব্য পালন।

(প্রকাশ্যে—জননীর প্রতি)

মাগো!
না রাখিব সংগোপন তোমা কাছে কিছু।
হওনা মা প্রতিবাদী আমার ইচ্ছাতে;
মাতা হয়ে
সন্তানের শুভকাজে দিওনা ব্যাঘাত।
মনে স্থির সঙ্কল্প করেছি,
না থাকিব আর মাগো সংসারী হইয়ে।
নিজ মুক্তি তরে হইব সন্ন্যাসী—
অবলম্বি সন্ন্যাস আশ্রম!
এবে মাগো কর আশীর্ব্বাদ—
যেন পূর্ণ মোর হয় মনস্কাম।

বিশি। কি বলিলি ওরে শঙ্কর আমার—
প্রাণের পুতলি মম অন্ধের নয়ন,
পুত্র হয়ে
দুঃখিনী জননী প্রতি এই তোর কাজ?

(গাত্র স্পর্শ করিয়া)

অনুরোধ করি তোরে বাপ,
এ হেন বাসনা তুই কর্ পরিত্যাগ।
দেখ্—তোর মুখ হেরে
ভুলেছি দারুণ দুঃখ বৈধব্য-যন্ত্রণা।
এই হেতু বলি তোরে করিয়ে মিনতি—
গৃহী হয়ে যাহা ইচ্ছা কর্।

(রামানন্দের প্রবেশ)

রামা। শঙ্কর!
অন্তঃপুরে একা কি করিছ তুমি?
তোমা তরে কত লোক রয়েছে বাহিরে!

শঙ্ক। পিতৃব্য মশায়!
তাঁহাদের কিবা প্রয়োজন?

রামা। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁরা,
বিদ্যা যশে মানে সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তব নাম শুনি—
এসেছেন তাঁরা ন্যায়ের মীমাংসা হেতু

শঙ্ক। মহোপাধ্যায় তাঁরা—পূজ্যপাদ সবে;
হীনবুদ্ধি আমি,
কি আছে ক্ষমতা মোর—
করিবারে তাঁহাদের তুষ্টি সম্পাদন!
মহাপাপী অতি মূঢ় আমি—
ন্যায় অন্যায় কেমনে বা করিব বিচার!

রামা। শঙ্কর! কি কথা এ বল তুমি?
উন্মাদ হয়েছ নাকি?
স্বর্গবাসী মহেন্দ্র পণ্ডিত পরে—
বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ গুরু তব—
স্মৃতি ন্যায় দর্শনাদি সকল বিষয়ে!
সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকে জানে তাঁর নাম।
তুমি তাঁর শিষ্য হয়ে—
—বলা ভাল নয়—
শিখিয়াছ তাঁহারও অধিক;
স্বেচ্ছায় দেছেন তিনি
তবে হাতে তাঁর গুরুভার—
সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা হেতু।
তব কেন কহ হেন কথা?

শঙ্ক। অকারণ তাতঃ—
কেন উচ্চ করেন আমায়?

রাম্বা। (কিছু বিরক্ত ভাবে)
যাহা ইচ্ছা কর তবে। (যাইতে উদ্যত)

শঙ্ক। চলুন তথায়—করিব সাক্ষাৎ।
[উভয়ের প্রস্থান।

বিশি। (উদ্ধদৃষ্টে)
হে অন্তর্য্যামী শিব!
শঙ্করের দাও হে সুমতি।
দীনবন্ধু—বিপদ বারণ!
কর রক্ষা এ বিপদ হতে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য——বিশ্বজিতের বাটীর একপার্শ্ব।

(মধ্যস্থলে আচার্য্যের স্বতন্ত্র আসন ও চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ উপবেশনাবস্থায় আসীন।)

১ম শি। দেখ ভাই সব,—আমি মনে মনে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি। আমাদের নবীন আচার্য্যের বিচিত্র ভাব গতিক দেখে, মনে বড়, সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। উঃ! মানুষের কি এত সাধ্য—কল্পনার অতীত!

২য়। সুধু তুমি বলে কেন ভাই, দেশের তাবৎ লোকের মনেই এই সন্দেহ হয়েছে, যে স্বয়ং ভগবান শিব—শঙ্করাচার্য্য রূপে এ পাপ মর্ত্তভূমে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভূভার হরণ, সমুদয় অসার ধর্ম্ম হতে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদ-বেদান্তাদি রক্ষা, জীবের মুক্তিপথ প্রচার করাই এঁর কার্য্য। তা আচার্য্যের যে সব শুভ লক্ষণ ও অদ্ভুত কার্য্য কলাপাদি দেখা যায়, তাতে সাধারণের এ বিশ্বাস হওয়া কিছু অসম্ভব নয়!

৩য়। আমার ত এরূপ ধ্রুব বিশ্বাস, যে ভগবান লীলা করবার জন্যে শঙ্করাচার্য্য বেশে আবির্ভাব হয়েছেন! তা নয়ত কি সামান্য মানুষে এত অল্প বয়সে এমন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ও সংসার বিপরাগা ধর্ম্মপরায়ণ হ'তে পারে? নিশ্চয়ই ইনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ—সাক্ষাৎ ভগবান!

৪র্থ। তবে ত আমরা বিস্তর পাপে লিপ্ত আছি! এমন মহাজনার শিষ্য হয়েও আমরা কিছু ক্‌রতে পারলেম না? ধিক্ আমাদের এ ঘৃণিত জীবনে!

১ম। ভ্রাতৃগণ! যদি প্রকৃত এমনই হয়, তবে আমরা কি দুষ্কর্ম্মই করেছি ভাব দেখি? আর না,—আর আমাদের কোনমতে এরূপ নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা কর্ত্তব্য নয়! এস আজ হ'তেই আমরা অন্তরের সহিত আচার্য্য-চরণে দেহ মন উৎসর্গ করি। এই যে নাম কর্‌তে কর্‌তে গুরুদেব এখানে আস্‌ছেন। আহা! কি মনোহর কান্তি! কি সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব! এ দেব-মূর্ত্তি দেখে কার না ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়? আ মরি মরি! যেমন রূপ—তেমনি গুণ! না—এ-পাপ নরলোকের মানুষ কখন এমন হ'তে পারেনা!

—লীলাময়! ধন্য তব লীলা!

(গম্ভীরভাবে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও উপবেশন শিষ্যগণের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ)

১ম। (কিছুক্ষণ পরে) গুরুদেব! ঈশ্বর স্বরূপ আর জীবের কর্ত্তব্য" বিষয়ে সে দিন যে উপদেশ দিবেন বলেছেন, অনুগ্রহ করে আজ তা' আমাদের জ্ঞাপন করুন!

শঙ্ক। ভাল কথা করালে স্মরণ!
বড়ই তুষ্ট হ'লাম এ কারণে।
শুন সবে স্থির মনে
এ গভীর সূক্ষ্মতত্ত্ব কথা।
সুকঠিন অতি গুরুতর ইহা;
কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহা হয়েছে ব্যাখ্যাত—
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হতে।
কিন্তু এ অবধি
হয় নাই কোন মীমাংসা ইহার।
হবে ও যে কোন কালে নাহি আশা তার।
মম মত এইরূপ ;—
সুবিশাল অনন্ত-সংসার
হেরিছ যে এই সম্মুখে তোমার,
আছে এক চৈতন্য মহান্
ওতপ্রোত ভাবে এ অনন্ত ব্যাপি ;
যাঁহা হতে চলিছে ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলা রূপে।

এ পূর্ণ চৈতন্য হয় অনাদি-কারণ,
যিনি পরব্রহ্ম পূর্ণ পরাৎপর—
যাঁরেচ্ছায় সাধিত হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়!
বেদান্ত মতে তিনি নির্গুণ-পুরুষ
জ্যোতির্ম্ময় সত্যসার আনন্দ-স্বরূপ,
এক মাত্র তিনি ভিন্ন নাহি অন্য কিছু,
নশ্বর-ভুবনে ব্রহ্ম সত্যনিত্য সার;
আর যাহা দেখ চারিদিকে—সকলই ভ্রম।
তুমি—আমি—ঘরদ্বার—
পশু-পক্ষী-বন-লতা-চরাচর আদি
অনন্ত-ভুবনে যাহা কিছু হের,
সকলই মোহ-ভ্রম-ছায়া;
পুনঃ বলি তাই—
"একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নান্যাস্তি কিঞ্চন!"
ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সার—
উপনিষদেতে ইহা আছয়ে বর্ণিত।
তবে যে আমাদের—
তুমি—আমি—ঘর—দ্বার হয় ভেদজ্ঞান,
অধ্যাস'ই মূল কারণ তাহার।
অর্থাৎ—
যাহা নহে যেই বস্তু—তাহে সত্যজ্ঞান।
সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই;—
মানব অতীব ক্ষুদ্র পরিমিত—
মায়া চক্রে সদা প্রবৃত্তি-অধিন—
না পারে বুঝিতে তাই পূর্ণ জ্ঞানময়;
সহজেই মোহ আসি করে অধিকার—
বিবেক তাড়ায়ে দিয়ে অন্তর হইতে।
আত্মহারা হয় আহা সবে এই কালে!

ক্রমশঃ

গুরু-শিষ্য-সম্বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গুরু। এক্ষণে দেহ যে কি, তাহা জানিলে এবং এ দেহটি কতদূর যে তোমার, তাহাও জানিলে। এ দেহের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ যে কি তাহাও জানিলে। অতএব তুমি স্থির হইয়া বিবেচনা কর, যে দেহের ভাবান্তর কেন হয়? এই দেহ রক্তের দ্বারায় (প্রাণবায়ু কৃত) স্বভাবে থাকে, এবং ঐ রক্ত আহারীয় দ্রব্যতে জন্মায়, ও নাড়িদ্বারায় বায়ুসহকারে সর্ব্বাঙ্গে চালিত হয়। যতক্ষণ রক্ত ও বায়ু সুস্থভাবে উত্তমরূপ চালিত হয়, ততক্ষণ কোন কষ্ট হয় না। আহারের ব্যতিক্রমে ঐ রক্ত দূষিত হইলে তাহাতে যে বায়ু সংলগ্ন থাকে, সেই বায়ুও দূষিত হয় এবং ক্রমে সেই বায়ু নাড়ীদ্বারায় উত্তমরূপ যাতায়াত করিতে না পারাতে কাজেই পীড়া হয়; পরে ঐ স্থূল শরীরের পীড়া রক্তের ব্যতিক্রমে সূক্ষ্ম শরীরেতে প্রাণের দ্বারায় প্রবেশ করে, যেহেতু প্রাণের গতি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরেই আছে এবং এই কারণবশতঃ বুদ্ধি মন সমস্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে আর তোমার অনাদিকালের দেহাত্মক জ্ঞানের সংস্কারে বোধ হয়, যেন তোমার নিজের পীড়া হইয়াছে; কিন্তু সমস্তই ভৌতিক উপদ্রবের ন্যায় অমূলক জানিবে। অতএব বাপু রে! দেহ তুমি নহ, এই বিচার সর্ব্বদা করিবে; তুমি এক চৈতন্য-জ্ঞান পদার্থ এইটি নিশ্চয় জানিবে। যদি বল যখন শারীরিক কোন কষ্ট হয়, তখন তোমার কোন বোধই থাকে না, কেবল এক দৈহিক যাতনা মাত্রই বোধ হয়—ইহা সত্য বটে; কিন্তু সেই যে যাতনা—সেটি কার হয়; যদি বল শরীরের হয়, তবে তুমি শরীর নহ, তুমি তাতে কেন কষ্ট পাও। যদি বল আমার নিকটসম্বন্ধ হেতু কষ্ট পাই, তবে তুমি তখন স্থূল শরীরের স্বতন্ত্র থাকে; যদি বল যে আমি মন কিম্বা বুদ্ধিতে থাকি, সেই জন্য আমার কষ্ট হয়, কিন্তু বিবেচনা কর দেখি, মন ও বুদ্ধি ইহারা কে? ইহারা ঐ স্থূল পঞ্চভূত শরীরের সূক্ষ্মঅংশ অর্থাৎ সত্ত্বগুণাংশে উৎপন্ন; কাজেই তাহারাও ভৌতীক জড়পদার্থ; অতএব বুদ্ধির অনুভূত হয় বটে, কিন্তু তখনও তুমি পৃথক থাক এবং বুদ্ধির দ্বারা শরীরে প্রকাশ পায়। এস্থলেও বিবেচনা কর যে, চেতনের কিরূপে জড় বুদ্ধিতে কষ্ট অনুভব বোধ হইবে;

বুদ্ধি জড়, চেতন—চৈতন্য প্রকাশ স্বভাব মাত্র বুদ্ধি ভৌতিক পদার্থ চেতন নির্লেপ পদার্থ—যথা সূর্য্য ও আকাশ। এ স্থলে কাহার কষ্ট এবং কে ভোগ করে, তবে ইহা বলিতে পার যে ঐ বুদ্ধি চেতনের সান্নিধ্য হেতু চেতনভাব, প্রাপ্ত হইয়া শারিরীক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে ঐ বুদ্ধি তবে নিজে কষ্ট ভোগ করে তাহাতে চেতনের কোন কষ্ট ভোগ সম্ভাবনা নাই। যদি এরূপ হইল, তবে সমস্ত কষ্ট সুখ দুঃখ অহংভাব বুদ্ধির হইয়া থাকে—আত্মার নহে।

এক্ষণে তোমার সহিত বুদ্ধির কি সম্বন্ধ আছে তাহা বিবেচনা কর. যদি বুদ্ধি তোমার হইল, তবে সে বুদ্ধি সুষুপ্তিতে কোথায় থাকে এবং তুমিই বা কোথায় থাক, ইহা বিবেচনা কর। আর এই অনুসন্ধান সর্ব্বদা একান্ত চিত্তে ধারণ ও অভ্যাস কর, কেবল গ্রন্থ পাঠের ন্যায় অভ্যাস করিলে কিছুই হইবে না, এই অনুসন্ধানটি নির্জ্জনে সংসিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য করিয়া এবং তাহাতে বুদ্ধিকে বিশিষ্টরূপে যত্ন করিয়া প্রবেশ করাইয়া অহঃরহ অভ্যাস কর, যখন দেখিবে যে বুদ্ধির প্রবেশ শক্তির ব্যাঘাত হইতেছে, তখন এ বিষয়ে আর আন্দোলন করিবে না, অতি শান্ত ও ভক্তিভাবে অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের স্মরণ লইয়া অতি পবিত্র স্থানে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে তবে ধারণা হইবে; নচেৎ হাটে বাজারের মধ্যে কিম্বা অপরাপর ব্যক্তির স্থানে এ বিষয় চর্চ্চা করিলে ভ্রষ্ট হইবে, আর সর্ব্বদা একাকী থাকিতে বিষয় কিম্বা বিষয়ীর সঙ্গ যাহাতে না হয় সেইরূপ নিয়মে থাকিবে অন্য আলাপ কিছু করিবে না, সংসারীক কার্য্য সত্বর সত্বর নিষ্পত্য করিবে, অধিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, তবে কোন বিশৃঙ্খলা না হয় এইরূপ নিয়ম করিয়া বিশ্বাসী পাত্র দেখিয়া তাহাকে অধিকাংশ ভার দিবে। সাত্বিক আহার অতি প্রয়োজন, যে হেতু তাহাতে বুদ্ধি অতি নির্ম্মল ও সচ্ছন্দভাবে থাকে এবং বুদ্ধি নির্ম্মল ও স্বচ্ছভাবে থাকিলে, তাহাতে আত্মার প্রতিবিম্ব পরিস্কার রূপে পড়িবে এবং তাহাতে উত্তম অনুভব শক্তি থাকিবে। যথা,

"সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মানতু সর্ব্বত্র ভাসতে।
বুদ্ধাবেবা বভাসেত স্বচ্ছেতি প্রতিবিম্ববৎ॥"

(ক্রমশঃ)

মায়ের আগমনে।

(গান)

অহং—একতালা।

আনন্দ-অন্তরে গাও মিলে সবে
আনন্দময়ীর শুভ আগমন।
আনন্দ-হৃদয়ে কর সবে ধ্যান
আনন্দময়ীর দু'রাঙা চরণ।
আনন্দিত হয়ে—আনন্দে মাতিয়ে
হিংসা, ক্রোধ, লোভ, মোহ তেয়াগিয়ে,
প্রেমানন্দে মাত বিভোর হইয়ে—
আত্ম পর আদি হয়ে বিস্মরণ।
মায়ের করুণা করিয়ে স্মরণ,
শোক, তাপ সবে কর বিসর্জ্জন,
বাঙালী-জীবনে পাবেনা কখন—
মুহূর্ত্তেক তরে এ হেন সুদিন॥

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—গান ও গল্প—পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীমতিলাল বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা যথাক্রমে বিগত বৈশাখ হইতে এই পত্রিকা'খানি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি। মতি বাবুর উদ্দেশ্য ভাল; এদেশে এরূপ শ্রেণীর সাময়িক পত্র ইনি এই নূতন প্রচার করিলেন। অনেক গুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহাতে লিখিয়া থাকেন; আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

কাননে-কামিনী কাব্য—শ্রীঅঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য।• চারি আনা মাত্র। ভারতের আধুনিক দুর্গতি অবলম্বনে রূপকচ্ছলে লিখিত।

---

* ৺ শারদীয় উৎসব উপলক্ষে।

মুক্ত জীব হবে সেইদিনে!

১ম ছা। গুরুদেব!
জীবাত্মা ও পরমাত্মা
কি একই চৈতন্য?
মোদের ধারণা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ইহা।

শঙ্কর। গুরুতর ভ্রম ইহা অতি।
নৈয়ায়িক-মত বটে বলে এইরূপ;
কিন্তু তাহা অতি যুক্তি হীন।
মনে কর শুন্য মার্গ ;—
তোমার মস্তকোপরি যে শূন্য রয়েছে,
(হস্ত মুষ্টি করিয়া)
মম হস্তস্থিত
এ শুন্য কি ভিন্ন তাহা হতে?
আর দেখ অগ্নিতাপ ;—
নিবিড় অরণ্যে যবে বাড়বাগ্নি হয়,
ধরয়ে ভীষণ মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর
হায় সে সময়!
কত শত লক্ষ লক্ষ জীব জীবন হারায়
সে প্রচণ্ড অগ্নিতাপে!
তা'বলে কি
ক্ষুদ্র প্রদীপ শিখায়
নাহি থাকে সে উত্তাপ?
সেই দাহিকা শক্তিতে
নাহি মরে কিহে ক্ষুদ্র কীটগণ?
এবে দেখ,
পদার্থ একই বটে—
তবে বেশী আর কম!
কিন্তু, সেই কম বেশী হয় পদার্থ-সংযোগে!
সেইরূপ

জীবাত্মা পরমাত্মা নহে ভিন্ন কিছু !
মানবের ভ্রম-অন্ধকার
যবে হয় দূর জ্ঞানালোক হ'তে—
বিবেক সম্পূর্ণ রূপে করে অধিকার
পূর্ণ জ্ঞান পরব্রহ্ম সম,
সেইকালে—
ব্রহ্মে তাহে ভেদাভেদ নাহি থাকে আর !
শেষ কথা ঈশ্বর স্বরূপ !
অদ্বৈত পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়—
চৈতন্য অনন্ত-ব্যাপ্ত অনন্ত-সংসারে
আদি অন্তহীন সর্ব্ব মূলাধার—
সত্য নিত্য সার চিদানন্দময়,
তিনি হন পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর।
—জীবের কর্ত্তব্য তবে শুন মন দিয়া।
"কে আমি—কি হেতু আসিনু ভবে—কিবা কার্য্য মোর"
মানব মাত্রেরি
উচিত এ কথা ভাবিবারে।
যবে মন তৃষিত হইবে
এ তত্ত্ব সন্ধানে,
সদ্‌গুরুর লইয়া আশ্রয়,
সুধা সম উপদেশ করিবে গ্রহণ !
তৃণ সম লঘু,
আর তরু সম সহিষ্ণু হইয়ে
ধর্ম্ম রক্ষা করিবে সর্ব্বদা ;
তিল মাত্র তম ভাব না রাখিবে হৃদে।
সরল বিশ্বাসী হবে,
মনে না রাখিবে কভু কূটভাব,
সাধুসঙ্গে কাটাবে সময় !
ক্ষমা, দয়া, সরলতা, শান্তি, দান্তি আদি

জীবনের প্রিয় সহচর,
ইঁহাদের করিবে সেবন—
মোক্ষপদ অভিলাষী যদি হয় মন।
বৈরাগ্য—বিবেক
পরম সুহৃদ হয়ে করিবে আশ্রয়,
আর আত্মতত্ত্ব করিবে সন্ধান।
তাহাহলে,
পূর্ণ জ্ঞানময় অনন্ত ঈশ্বর
সহজে হইবে লাভ!
বিষ সম
বিষয়-বাসনা হ'তে হইবে পৃথক,
আত্মবৎ দেখিবে জগৎ;—
সর্ব্বসার নিত্য পূর্ণজ্ঞান
মানস-মন্দিরে সদা করিবে বিকাশ!
যাঁহা হ'তে এসেছ এ ভবে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেক রতন
লভিয়াছ যাঁর কৃপাবলে,
হেন দয়ার ঠাকুর পরম ঈশ্বরে
ভজিবে পূজিবে সদা কায়মনে!
জীব শ্রেষ্ঠ মানবের ইহাই উচিত;
ইহা ভিন্ন
মুক্তি-সদুপায় নাহি কিছু আর!

শিষ্যগণ। ধন্য হইনু দেব
শুনি এই অমূল্য-কাহিনী!

শঙ্কর। প্রাণসম মম তোমরা সবাই
শুন ওহে প্রিয় শিষ্যগণ!
না রাখিব সংগোপন কিছু
তোমাদের কাছে;
শুন মম সঙ্কল্প বচন—

জীবনের সার লক্ষ্য মোর।
আজি হ'তে হতেছি বিদায়
ইহ জীবনের মত তোমাদের কাছে।
সংসারের কঠিন-বন্ধন
মোহ ভ্রম-পাশ
ছেদন করিব আজি;
কর্ত্তব্য-পালনে মন করিব নিবেশ।
মিছা আর কতদিন রব বৃথা কাজে?
কতকাল হায়
কাটাইব উপেক্ষা করিয়ে?
সংসারের ঘোর প্রপীড়নে
কতদিন পাপে মগ্ন রব বল হায়—
ভুলি সেই অনাদি কারণ?
আত্মজ্ঞান হারাইয়া অহো
ভব-ব্যাধি কতকাল ভুঞ্জিব হে আর?
এই হেতু জীবনের মুক্তির উপায়—
বৈরাগ্যের পরম-সুহৃদ,
সার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিব আশ্রয়—
বিষয়-বাসনা-বিষে দিয়ে জলাঞ্জলি।

১ম ছা। কোথা যাবে হে আচার্য্য
ত্যেজি তব পদাশ্রিত এ পাতকীগণে?

২য় ছা। যথা যাবে দেব!
অনুগামী হবে ক্রীতদাস গণ!

৩য় ছা। যে পথে যাইবে প্রভু,
আশ্রিত সেবকগণ
হবে সাথী সেই পথে জেন।

শঙ্কর। সেকি কথা!
হয় কি সম্ভব ইহা?
কেমনে চলিবে তবে সংসার-ধরম!

বিদ্যা চর্চ্চা কর সবে কায় মনে ;
রাখহ বংশের মান ;—
ঈশ্বর-সমীপে সদা করি এ প্রার্থনা !

৪র্থ ছা। (সানুনয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে)
ক্ষমা কর গুরো !—
হেন কথা কহিওনা পুনঃ !
পেয়েছি হে জ্ঞানালোক যাঁর কৃপাবলে,
অন্ধ-চক্ষু প্রস্ফুটিত
হয়েছে হে যাঁহার প্রভাবে,
অসীম করুণা-বলে কিনিছেন যিনি,
এ হেন পরম-সুহৃদে ছাড়ি,
কেমনে ধরিব প্রাণ পাষাণ সমান ?
অজ্ঞানগণের যদি হয়ে থাকে দোষ,
ক্ষম প্রভু নিজ ক্ষমাগুণে ;
চরণে ঠেলনা দেব নিঠুর-অন্তরে !

১ম ছা। নিরাশ করোনা গুরো আমা সবাজনে
পূজিতে ঐ রাজীব-চরণ।
তব চির পদাশ্রিত মোরা—
হও সদয় প্রভু বঞ্চনা ত্যেজিয়ে,
এইমাত্র মিনতি শ্রীপদে !

শঙ্কর। অধিক বলায় কিছু নাহি প্রয়োজন !
একান্তই যদি
ইচ্ছা থাকে মম সাথী হ'তে,
ভুঞ্জিতে কঠোর-ক্লেশ সন্ন্যাস-আশ্রম—
সুদুর্লভ মহাজন পথ,—
সাজহ সন্ন্যাসী-বেশে সত্বর এখনি !
মন কর স্থির
অচল অটল দৃঢ় ভূধর-সমান !
সংসারের নশ্বর সম্পদ

ধনজন, যশমান, স্নেহ মমতাদি,
বিষসম বিষয় বাসনা,—
অরিশ্রেষ্ঠ স্বার্থ-জীবে দেহ বলিদান!
মায়া মোহ সঙ্কীর্ণতা
কর দূর সবে অন্তর হইতে;
ব্রহ্মোপরে কর সমর্পণ
জীবনের যাহা কিছু আছে!
আজিই করিব ত্যাগ সংসার-আশ্রম
কর্ত্তব্য পালন তরে!
চল তবে যাই সবে করিতে উদ্যোগ!

শিষ্যগণ। তথাস্তু—তথাস্তু গুরুদেব।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—শঙ্করাচার্য্যের গুরুগৃহ—বহির্বাটী

(গুরুদেব ও রামানন্দ আসীন)

রামা। হে পূজ্যপাদ আচার্য্য প্রবর!
বহুলোক
পেয়েছে হে জ্ঞানালোক তোমার কৃপায়;—
সকলেই লভিয়াছে সুধাময় ফল!
কিন্তু দেব!
মন্দভাগ্য মোরা,
তেঁই মোদের অদৃষ্টে হায় ঘটিল এমন!
আহা!
স্বর্গীয় বিশ্বজিৎ শঙ্কর-জনক
থাকিতেন যদি এ সময়ে,
বৃদ্ধ বয়সে তবে
কি দারুণ কষ্ট হ'তো তাঁর—

দেখি
পুত্রের সংসারত্যাগ সন্ন্যাসীর বেশ!
—ভগবান! তোমারি এ লীলা।

গুরু। নাহি ক্ষুণ্ণ হ'ও এ কারণে!
ধন্য স্বর্গবাসী বিশ্বজিৎ;—
ধন্যা সাধ্বীসতী বিশিষ্টা রমণী!—
তেঁই
পুত্ররূপে লভিয়াছে সাক্ষাৎ শঙ্কর!
দাও শত ধন্যবাদ ইহারি কারণ,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা করহ প্রকাশ
সেই দয়াময় ঈশ্বরের প্রতি!
শুনেছিনু বাল্যকালে পিতামহ মুখে
হলো বহুদিন গত;—
"পাপে ধ্বংশ মানবের করিতে উদ্ধার,
ভবভার লাঘব কারণ,
অচিরাৎ ভগবান হয়ে অবতার
মর্ত্তভূমে, করিবেন, লীলা।
তাঁর দেব সম ভবিষ্যৎ-বাণী
এতদিনে ফলিল কার্য্যেতে।
শঙ্কর যে অদ্ভুত প্রতিভা শালী
মহাজ্ঞানী ধর্ম্ম পরায়ণ,
তাঁরে হেরে মনে স্থির লয়—
সামান্য মানব তিনি নহে কদাচন।
তবে তুমি কেন বৃথা হও উচাটন?

রামা। গুরুদেব! বুঝি সব মনে;—
কিন্তু সামান্য মানব মোরা,
কেমনে সহিব বল এ ঘোর যাতনা?
কঠিন পাষাণ সম নির্ম্মল অন্তরে,
হে আশ্চর্য্য!

কেমনে ধরিব প্রাণ এচির বিচ্ছেদে ?
সংসার-আশ্রমে হায় দিয়ে জলাঞ্জলি,
বালক শঙ্কর হইবে যে নবীন সন্ন্যাসী—
ভুঞ্জিয়ে কঠোর-ক্লেশ অশেষ প্রকার
এহেন তরুণ বয়সে,
শোকাতুরা মাতা তার—
কেমনে রহিবে বল এ সব সহিয়ে ?
বিজ্ঞবর পূজ্যপাদ তুমি !
জানিছ সকলি হায় অন্তর-বেদনা ;—
সেই হেতু করি হে মিনতি
এখনও দেহ দেব সুমন্ত্রণা তারে।

গুরু। নাহি হেন সাধ্য মম—
করিতে নিস্তেজ তারে
জ্বলন্ত-প্রতিজ্ঞা হ'তে।
হে সুজন !
বুঝি তব অন্তর-বেদনা ;—
জানি আমি,
পিতা সম অকৃত্রিম স্নেহ
আছে তব শঙ্কর উপরে।
কিন্তু কি করিবে বল,—
বৃথা খেদে নাহি কোন ফল।
—অথবা ন্যায়-চক্ষে হের,
অসুখের হেতু নাহি কিছু।
মোহান্ধ পাতকী মোরা,
তেঁই বুঝি হিতে বিপরীত।
এ সংসার-বিপিণ হতে যে পায় নিস্তার,
অতিক্রমি—ভীষণ-শ্বাপদ সম মায়াচক্র হতে,
পরাৎপর করে সার—
বিবেক বৈরাগ্য আদি করিয়া সহায়,

মজে একমাত্র সত্য নিত্যধনে,
এই পাপ-ময় লোকে—
তার সম ভাগ্যবান কেবা আছে আর ?
এ হেন অমূল্য ধন হয়ে অধিকারী—
শঙ্কর হইল ত্রাণ ভব-সিন্ধু হতে,
ইহাপেক্ষা কি আনন্দ আছে বল আর ?

রামা। গুরুদেব !
বুঝি সব মনে,—
কিন্তু প্রাণ ত বুঝেনা।
মূঢ় অভাজন মোরা,
কেমনে বুঝিব প্রভু ধর্ম্মের মহিমা ?
এই হেতু পুনঃ করি অনুরোধ,
দাও সুমন্ত্রণা তারে হয়ে প্রতিবাদী—
ভাগ্য গুণে যদি হই সফল কামনা।

গুরু। বৃথা অনুরোধ
কর তুমি মোরে পুনঃ পুনঃ।
কি সাধ্য আমার
পশিতে অনল-শিখা ক্ষুদ্র কীট হয়ে ?
হেন কেহ নাহি এবে
শঙ্করের করে গতিরোধ !
যদিও আমি তার পূর্ব্ব শিক্ষা গুরু,
কিন্তু তার ন্যায়-যুক্তি খণ্ডিতে না পারি।
লাজ পাই মনে
শুনি তার সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান-কথা !
এ হেন বিষম স্থলে
কেমনে নিবারি তারে বল ?
অতএব ছাড় বৃথা আশা,
স্নেহের নিগড় এবে কাট একেবারে
পাষাণে বাঁধহ বুক পাষাণ হইয়ে।

ওই শুন,
সুগভীর রোলে—মহা জয়োল্লাসে
আসিছে শিষ্যমণ্ডলী শঙ্কর-সহিত।

(নেপথ্য হইতে শঙ্খ ঘণ্টা করতালাদি সংযোগে সমস্বরে গান করিতেং শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও গীত।)

সঙ্কীর্ত্তন সুর।

চল ভাই যাই সবে সেই আনন্দ-আশ্রমে।
যোগী ঋষি সাধুজন রহে যথা ফুল্ল-মনে।
পাপ-মায়া-প্রলোভন, নাহি তথা বিদ্যমান,
শান্তি-সুধা অনুক্ষণ বহে প্রেমের তুফানে।
সংসার এ পারাবারে একমাত্র কর্ণধারে—
না ছাড়িব ক্ষণতরে—মজি অনিত্য-করমে।

শঙ্ক। গুরুদেব!
প্রণমি রাজীব পদে চিরদিন তরে। (প্রণাম)
এ জীবনে—শেষ দেখা এই তব সাথে।
অপরাধ লইওনা প্রভো!
মহাঋণী আছি তব কাছে;
এ জীবনে তাহা শোধিতে নারিনু।
কৃতজ্ঞতা একমাত্র লও প্রতিদান;—
দীন অভাজন আমি,
কিছু মোর নাহি আর দেব!
এবে কর গুরুদেব শেষ আশীর্ব্বাদ
যেন হয় পূর্ণ সিদ্ধ সঙ্কল্প আমার!
—একি গো পিতৃব্য মহোদয়!
এখনও রয়েছ কেন বিষণ্ণ অন্তরে?
এ সুখ সময়ে
নিরানন্দ ভাবে থাকা উচিত কি তব?
পায়ে ধরি তাত!

এ আনন্দ-দিনে হও প্রসন্ন-অন্তর।
দাও হাসি মুখে প্রফুল্ল অন্তরে
এ শুভ-গমনে বিদায় আমায়।
—একি খুল্লতাত!
কেন তুমি না দেহ উত্তর?
অজস্র অশ্রুর ধারা তিতিয়া বসন
সুদীর্ঘ-নিশ্বাস সহ—
কেন পড়ে অবিরল?
পূজ্যাস্পদ পিতৃ সম তুমি,
হেন ভাব সাজে কি তোমায়?
সন্তানের প্রতি হেন সাধ বাদ?
অতএব শ্রীচরণে এই ভিক্ষা মাগি,
দাও মোরে কর্ত্তব্য পালিতে।

রামা। বাপ শঙ্কর আমার।
তোর এ ন্যায় যুক্তি না পারি খণ্ডিতে।
এতই যদিরে তোর হয়েছে চেতন—
লভিবারে সেই মোক্ষ-ধন—
পূর্ণ সত্য নিত্য সারাৎসার,
আর নাহি দিব তোরে বাধা।
করি আশীর্ব্বাদ,
হ'ওরে বিজয়ী সর্ব্বস্থানে—
সদা সুস্থ দেহে থাকি,
পূর্ণ যেন তোর হয় মনস্কাম।
কিন্তু হায় তোর দুঃখিনী জননী—
আহা! চির অভাগিনী সতী,
ভুলে আছে তোরে হেরে বৈধব্য-যাতনা।
কিন্তু হায়! এবে তাঁর হইবে কি দশা,
ভেবে মরি তাই দিবানিশি।

শঙ্ক। তাঁর মত আগে আমি লয়েছি ত তাত

যবে মোরে
ভীষণ-কুম্ভীরে আইল গ্রাসিতে,
ত্রাহি ত্রাহি প্রাণ বুঝি যায় যায়,
সেই কালে কহিনু মাতারে
ইষ্টদেব আজ্ঞা অনুসারে,
" মাগো !
সন্ন্যাসী হইতে যদি দাও তুমি মোরে,
তবে পাই পরিত্রাণ এ বিপদ হতে;
নতুবা যাইবে প্রাণ কুম্ভীর উদরে।
ভগবান তুষ্ট হন সন্ন্যাসী উপরে। "
এই কথা শুনি মাতা
বিদায় দিলেন মোরে সন্ন্যাসী হইতে।
তাঁর কাছে হইয়ে বিদায়
এসেছি হেথায় তবে।
এবে গুরুদেব।
এ জীবনে শেষ দেখা এই।

গুরু। শঙ্কর! সত্য বল মোরে
কি হেতু সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিলি গ্রহণ?
লয়ে এই দল বল—
কি উদ্দেশে কোথা যাবি?
বল তোর অন্তরের কথা।

শঙ্ক। পরম আরাধ্য তুমি মোর দেব!
তব কাছে কিছু নাহি রাখিব গোপন।
শুন প্রভো
জীবনের লক্ষ্য মোর উদ্দেশ্য নিচয়।
দারুণ আঘাত আমি পেয়েছি অন্তরে
জীবের দুর্গতি হেরি;
দেশাচার কুপ্রথা কুসংস্কার আদি
সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম-অবনতি.

হৃদয়ে বেজেছে মম শেলসম রূপে।
সনাতন বৈদিক-ধরম—
সত্য শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বচন,
বেদ বেদান্ত মহাতন্ত্র আদি,
কি বিকৃতি ভাব অহো করেছে ধারণ!
সুধারস মরি হায় বিষে পরিণত!
হে আচার্য্য! কি বলিব বুক ফেটে যায়
মনে হলে নিদারুণ ভীষণ যাতনা,
অনাদি অনন্ত-ব্যাপী সর্ব্ব মূলাধার—
পূর্ণ জ্ঞানময় অপার-দয়ালু যিনি,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে—
অস্তিত্ব বিলোপ তাঁর হয় ক্রমে ক্রমে।
ভিত্তিহীন-অট্টালিকা সম
বহুবিধ সারহীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়
বাড়িতেছে দিনে দিনে হায়!
মিথ্যা ঠাট বানায়ে তাহারা,
কত অভাজন-মন করি আকর্ষণ
পরিত্রাণ-পথ হায় করিতেছে রোধ।
জৈন বৌদ্ধ আদি
নানাবিধ বিধর্ম্ম-প্রবাহে
ভেসে যায় সনাতন পবিত্র-ধরম।
অরি শ্রেষ্ঠ চার্ব্বাকের কুটীল-যুক্তিতে,
ঘোর নাস্তিকতা
পেতেছে প্রশ্রয় হায় দিনে দিনে।
আর
বৈদিক ধরমের ও যাহা কিছু আছে,
অন্তঃসার পরিশূন্য
বাহ্য আড়ম্বরে পূর্ণ তাহা সব।
লৌকিক

ক্রিয়া কলাপ—যাগ যজ্ঞ আদি,
পৌত্তলিক দেব দেবী প্রতিমা অৰ্চ্চন;
বিকৃত ভাবেতে আহা হতেছে সাধিত।
ধৰ্ম্ম-ভেকধারী
ভণ্ডদল-স্বার্থ-সাধন-কৌশলে—
সংস্কার দোষে দেশ যায় রসাতলে।
সত্য সার ধর্ম্ম মত হইয়ে বর্জ্জিত,
কল্পিত অসার-মত হতেছে প্রচার।
ভ্রান্ত-জীব না বুঝে ইহাই,
মজিছে কলুষ-রসে হতেছে পতিত।
দিনে দিনে পাপভার হ'তেছে বৰ্দ্ধিত ;
বসুমতি না পারে সহিতে আর!
এইরূপ বহুবিধ অধৰ্ম্ম-প্রভাব,
ব্যাপিছে সমস্ত দেশ করি ছারখার—
মানব নিচয়ে হায় ডুবায়ে নিরয়ে।
বল গুরুদেব!
জীবের দুর্গতি এত সহি কি প্রকারে?
ধর্ম্ম-অবনতি—ঈশ্বর-অস্তিত্ব লোপ
হেরি কোন মতে?
আমার যা' সাধ্য প্রভু,
প্রাণপণে তাহা করিব সাধন।
সঁপিনু জীবন মম এ ব্রত পালিতে।
এবে সেই সর্ব্ব শক্তিমান
একমাত্র মোর ভরসা কেবল।
দুস্তর-জলধি-মাঝে
তাঁর পদ-তরী মাত্র আশ্রয় আমার।
কত দুঃখ দেব মোর করিব বর্ণন?
মনোভাব প্রকাশিতে নাহি মিলে ভাষা!
যে বিষ-দহনে মম জ্বলিছে হৃদয়,

দেখাবার হতো যদি দেখাতেম তবে।
অহো!
যাঁহা হতে আসিলাম এই ভবধামে
সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ হয়ে বিবেক লভিয়ে,
কি কার্য্য করিনু তাঁর ?
যদি অপব্যয়ে ফুরাইনু সব
সেই মহাধন,
তবে এ বৃথা প্রাণ ধরে কিবা ফল ?
এই হেতু গুরুদেব!
চলিলাম সন্ন্যাস-আশ্রম—
উদ্‌যাপিতে এই সত্য মহাব্রত!
প্রাণ মন
উৎসর্গ করিনু আজি হতে।
কাটাইব এ জীবন এরূপ ভাবেতে—
অতিক্রমি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ;
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিব সাধন।
জীবের দুর্গতি
যদি কিছুমাত্র দেব পারি হে কমাতে,
তবেই সার্থক হ'বে এ নর জীবন!
এ হেন উদ্দেশ্যে যেন হই হে সফল—
সক্ষম হই হে যেন কর্ত্তব্য সাধিতে ;
এই মাত্র দেব মিনতি শ্রীপদে!

গুরু। শঙ্কর রে!
তোর কথা শুনি মৃতপ্রাণ হইল সজীব!
কে তুই রে বল বৎস!
তরাতে আসিলি জীবে মানব রূপেতে ?
ধন্য তোর পিতা মাতা,
সার্থক জনম তোর মানব-জীবনে!
ঈশ্বর-সমীপে শুধু করি এ প্রার্থনা—

কায়মনোবাক্যে শুধু করি আশীর্ব্বাদ—
পূরে যেন তোর এই শুভ মনস্কাম।
(উন্মাদিনী ভাবে বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশি। (ক্রন্দন স্বরে)
কোথা যাস্ ওরে শঙ্কর-রতন—
ত্যেজি তোর দুঃখিনী জননী ?
ওরে !
এতই কি তোর কঠিন অন্তর ?
কিছুতেই না শুনিলি মানা ?
বাপ্ আমার,
একান্তই যদি তুই হবি রে সন্ন্যাসী—
কাটাইয়ে স্নেহ দয়া মায়া,
তবে আগে বধ কর্ মোরে—
তাহা হলে নিষ্কণ্টকে যাবিরে চলিয়ে।
থাকিবেনা আর কোন বাধা,
কেহ হবেনা রে প্রতিবাদী তোর্।
শঙ্কর রে! কত আশা
দিয়েছিনু স্থান হায় হৃদয়-কন্দরে;
কিন্তু
সে দুরাশা এত দিনে মোর,
আকাশ-কুসুম সম হ'লো পরিণত!
বড় সাধে সাধিলিরে বাদ।
ভাল তোর শিক্ষা-পরিণাম—
গুরুভক্তি-পরিচয়!
অথবা রে কেন দোষি তোরে,
অভাগিনী ঘোর পাপিনী আমি,—
পূর্ব্ব জন্মে
কারো পুত্র ধনে করেছি বঞ্চিত—
নিদারুণ দুঃখ দিছি প্রাণে,

সেই কর্ম্ম ফল ভোগ করি এইরূপে!
হা বিধাতঃ এই ছিল মনে! (অধিকতর ক্রন্দন)

শঙ্ক। বড় ব্যথা পাইনু জননী
শুনি এই মর্ম্মভেদী বাণী।
আমার এই শুভ দিনে সুখের সময়ে,
সাজে কি জননী তব এই হেন ভাব?
সন্তানের শুভ কাজে জননীর বাধা?
মাগো! পূর্ব্বেই ত তব কাছে লয়েছি বিদায়;
তবে পুনঃ
কেন মোরে দিতে বাধা আসিলে এখানে?

বিশি। দায়ে পড়ে দিয়েছিনু মত;
কিন্তু প্রাণ ত কিছুতে বুঝেনা।

শঙ্ক। মাগো! যবে
প্রাণ-পাখী বাহিরিবে পাপ-দেহ হ'তে,
রুদ্ধ শ্বাস রুদ্ধ কণ্ঠ হবে যেই দিনে,
সে সময়ে—
কি সম্বন্ধ থাকিবে মা তোমার আমায়?
বড় জোর দুই দিন মায়ায় পড়িয়ে
কাঁদিবে আমার লাগি;
কিন্তু মা!
চিরদিন তরে কি গো ভাবিবে আমায়?
তাই বলি মাগো,
প্রকৃত 'আপন' কেহ নাহি এ জগতে,—
একমাত্র প্রেমময় পরমেশ বিনে।
বিপদে, সম্পদে, দুঃখে সকল সময়ে,
কিবা বনে যোগীবেশে দারুণ সঙ্কটে,
কিবা রাজভোগে রাজার প্রাসাদে,
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে—
তিনিই

একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু সবাকার ;—
তাঁর প্রেম-বারি পান করে সবাজন !
তিনি ভিন্ন
সব শূন্য—সব ফাঁকী এই ধরিত্রিতে !
তাঁহা ছাড়া
নাহি কিছু সত্য নিত্য সার !
তবে কেন হারাব মা এ হেন সুহৃদে ;—
মজে এ
অলীক—অনিত্য ও অসার বিষয়ে ?
(ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহসা বিকল চিত্তে)
—কেবা পিতা—কেবা মাতা—কেবা পরিজন—
দারা সুত পরিবার বান্ধব স্বজন ?
কেবা বল কার—গেলে প্রাণ আয়ু ?
আমি কার—কে আমার ?
কে তুমি—কে আমি মা এই মহীতলে ?
জলবিম্ব সম—
উঠিতেছি পড়িতেছি কত শতবার —;
আছি কিন্তু একভাবে অনন্ত মিশায়ে।
কি অদ্ভুত ভাব মরি আহা !
কেহ নহে ভিন্ন সেই অনন্ত হইতে !
তবে আমি হায়—
কেন এত ক্ষুদ্র ' আমি ' হই ?
এবে হতে তবে,
অনন্ত-সংসার দেখিব 'আমিত্ব' ভাবে,—
ক্ষুদ্র কীট অনু হ'তে মহান্ মানবে !
আত্মতত্ত্ব করিব সন্ধান,—
একসূত্রে বাঁধিব সকলি
অন্তরের-উদ্দেশ্য নিচয় !
মাগো !

বুদ্ধিমতী তুমি কি বলিব আর,—
এখনও প্রসন্না তুমি হও মম প্রতি।
পাপে ধরি মা তোমায়—
দাও হাসি মুখে বিদায় আমায়! (পদধারণ)

বিশি। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া) শঙ্কর রে!
শুনি তোর জ্ঞান কথা চৈতন্য লভিনু।
কিন্তু হায় প্রাণ যে বুঝে না;
এই হেতু অনুরোধ করি তোরে বাপ—
সংসারী হইয়ে তুই যাহা ইচ্ছা কর্!

শঙ্ক। মাগো! কেমনে তা'হবে বল?
সংসারে থাকিয়ে—সংসারী হইয়ে—
কেবা বল পায় গো ঈশ্বর?
কেবা হয় প্রকৃত ধার্ম্মিক?
কামিনী কাঞ্চন—
মায়া মোহ যথা আছে বিদ্যমান,
কোন্ কালে তথা হয় মা মঙ্গল?
বিষয়-বাসনা-বিষ করয়ে অস্থির—
হতে হয় ইন্দ্রিয়ের দাস;—
স্বার্থ-অরি ঘোর প্রপীড়নে
যায় দূরে—ন্যায় ধর্ম্ম—জ্ঞান;—
বিবেক সততা আদি
জীবনের প্রিয় সহচর,—
করে দূরে পলায়ন পাপ-দেহ হতে।
এই হেতু সঙ্কীর্ণতা কুটিলতা আদি—
জীবনের অধোগতি পাপ-সহচর,
করে মন অধিক
সেইকালে
ঈশ্বর হইতে—ছেড়ে ধর্ম্মপথ
অনেক অন্তরে থাকে মন।

এইরূপ কত শত রয়েছে ব্যাঘাত
কি আর বলিব মাগো বুঝিছ সকলি।
হেন স্থলে কেমনে মা বল হেন কথা ?
অতিক্রমি সংসারের এত বিঘ্ন বাধা
কেমনে হবে মা বল অভীষ্ট সাধন ?
এ হেতু করিনু স্থির সন্ন্যাস-আশ্রম—
জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাবারে।
এবে একমাত্র করি মা মিনতি,
প্রফুল্ল-পরাণে দেহ বিদায় আমায়।

বিশি। (স্বগত) কি উত্তর দিব এ কথায় ?
না সরে কণ্ঠেতে স্বর!

(অধোবদনে বিষণ্ণ ভাবে চিন্তা)

শঙ্ক। কেন মাতঃ রহ মৌন ভাবে ?
বিলম্ব না সহে—
দেহ ত্বরা সদুত্তর মোরে।

বিশি। (স্বগত) বিশ্বেশ্বর!
তব ইচ্ছা পূরিল এবার।
এই মনে ছিল হে শঙ্কর!
(প্রকাশ্যে) কি বলিব ওরে বাপধন!
বচন না সরে মুখে—হৃদ্‌কম্প হয়,—
মনে হলে তোর এ চির বিচ্ছেদ।
কেমনে ভুঞ্জিবি তুই কঠোর-সন্ন্যাস,
এ ভাবনা হৃদে মোর বাজে শেল সম।
(ক্ষণপরে) হে শিব শঙ্কর ভয় বিঘ্নহর,
অশিব নিকর নাশন,
পাপ তাপ হারী অকূল-কাণ্ডারী
অনাদি মঙ্গল-কারণ।
দয়ার সাগর বিশ্ব মূলাধার,—
মহেশ! মহিম অপার,

মোর শঙ্করেরে দেখো সদা কাছে রেখো,

তুমি হে ভরসা আমার ॥

—সর্ব্বশক্তিমান লীলাময় দেব !

তব ইচ্ছা কে করে খণ্ডন ?

(শঙ্করের প্রতি) কি বলিব আর বাপ শঙ্কর আমার

আশীর্ব্বাদ করি তোরে—পূরুক কামনা।

কিন্তু—মোর মৃত্যুকালে

একবার দেখাদিস্ বাপ্ ।

শঙ্ক। প্রতিজ্ঞা করিনু মাতঃ পালিব নিশ্চয়। (মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

(বিশিষ্টার সজলনেত্রে পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ-চুম্বন করণ)

শঙ্কর। আসি তবে গুরুদেব—পিতৃব্য সুজন !

বিদায়—বিদায় সবায় ! !

(উভয়ের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম ও আলিঙ্গন)

রামা। (স্বগত) ভগবন !

পুনর্জন্মে পাই যেন তোমা।

গুরু। (সদুঃখে) ফুরাল শঙ্কর-লীলা সংসার-আশ্রমে !

(শঙ্করাচার্য্য ও শিষ্যগণের পূর্ব্বোক্তমতে পূর্ব্বোল্লিখিত গীত গান করিতে ২ একদিকে—ও ভিন্ন দিকে অন্যান্য সকলের ভগ্ন-হৃদয়ে প্রস্থান।)

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য——নিবিড় অরণ্য-সংলগ্ন পাহাড়।

(গিরি শৃঙ্গস্থ একটি সোপানে উপবেশনাবস্থায় শঙ্করাচার্য্যের নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান—ও ক্ষণপরে গীত।)

ঝিঁ ঝিঁট খাম্বাজ——মধ্যমান।

সঁপেছি মন প্রাণ তোমায় পরমেশ;

ভরসা শ্রীচরণ—কেবলি আমার।

তোমা বিনা নাহি জানি সংসার-মাঝারে ;—
কাহারে না চিনি বলিব কি আর।
অকূলে পড়েছি দেব, অবিদিত নাহি তব,
কর মুক্ত এ বিপদে রাখ হে মহিমা ;—
পূরে যেন বাসনা—হে বিশ্ব-আধার ॥

শঙ্কর। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করনানন্তর স্বগত)
অপার অকূল মম চিন্তা-স্রোতস্বিনী।
আশা মম সুদুর্লভ ;
দুরাশাতে পরিণত হইবে কি শেষে ?
এত চেষ্টা ও উদ্যম হবে কি নিষ্ফল ?
হবে কি সকলি বৃথা—পণ্ডশ্রম (ক্ষণ নিস্তব্ধের পর)
না—কভু না হইবে তাহা ;
অবশ্য হইবে মম উদ্দেশ্য পূরণ।
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কর্ত্তব্য-পালন,
সদা যার ধ্যান যপ তপ—
জীবনের লক্ষ মাত্র এক,
হেন জন কথনও না হয় নিরাশ ;
নিশ্চয়ই পূরিবে তবে মম মনোরথ।
দুশ্চিন্তা—নৈরাশ্য আদি হৃদয়-শোষিণী,
তবে কেন পায় মম মানসেতে স্থান ?
হই আমি কেন তবে এ হেন ব্যাকুল ? (ক্ষণপরে)
অমঙ্গল এবে আর না ভাবিব চিতে ;—
যা' করেন তিনি—ভরসা তাঁহার—
তাঁর কৃপা-বল মাত্র সহায় আমার !
(অনতিদূরে মনোহর বালক বেশে আত্মার প্রবেশ)
—(স্বগত) আহা !
মনোহর—চিত্ত স্নিগ্ধকর
কাহার এ শিশু ?
মরি মরি কি সুন্দর মুখচ্ছবি !

ধন্য হে ঈশ্বর তব সৃজন-কৌশল!
শিশু মুখ হেন পবিত্র মধুর?
জানিলাম—
শিশুমুখে যথার্থই তব প্রেম ভাব!
(অবতরণানন্তর প্রকাশ্যে) হে প্রিয়দর্শন!
কেবা তুমি—কিবা তব নাম—কাহার সন্তান?
আসিছ হে কোথা হ'তে—যাইবে কোথায়?
দেহ সদুত্তর শিশু—তুষ্ট কর মোরে!

আত্মা। নাহি পিতা—নাহি মাতা—নাহি মম নাম,
গন্তব্য আমার নাহি কোন স্থান;—
নহি আমি দেবতা মানব
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব,—
নহি আমি
ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়—বৈশ্য—শূদ্রজাতি;
কিম্বা
ব্রহ্মচারী—গৃহী—বানপ্রস্থী
অথবা বিরাগী সন্ন্যাসী!
এ সকলি কিছু নহি আমি,—
কিন্তু আমি সত্য নিত্য নির্ব্বিকার
অন্তরাত্মা—পূর্ণ জ্ঞানরূপী!
আছি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে—
অথচ নির্লেপী বিচিত্র ভাবে!
(সহসা বিলীন হওন)

শঙ্ক। (কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া)
এ্যাঁ! কি শুনিনু—কি দেখিনু আহা!
বুঝি নিদ্রা ঘোরে হেরি এ স্বপন?
না—জাগ্রত যে আমি—
কিছুই যে না পারি বুঝিতে!
কে এ শিশু?—অকস্মাৎ কোথায় যাইল?

এ গভীর তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে শিখিল ?
আসিল কি কোন দেব ছলিতে আমায় ?
কিছুই যে নাপারি বুঝিতে! (বিস্মিত ভাবে পরিক্রমণ)
—ওঃ! এ রহস্য-ভেদ হ'লো এতক্ষণে!—
এতক্ষণে হ'লো মোর চৈতন্য উদয়।
ধ্যানবলে প্রত্যক্ষ হেরিনু—
শিশুরূপী পরম আত্মারে!
ধন্য হে ঈশ্বর তব অপার মহিমা!
হায়! আমি চির আত্ম ভোলা;
বুঝিতে পারিনে তাই এ বিচিত্র লীলা।
যাই এবে সম্মিলিত হ'তে শিষ্যগণে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মধ্যার্জ্জুন নগরস্থ শিব-মন্দির।

(সম্মুখ প্রাঙ্গনে কয়েকজন শিবোপাসকের প্রবেশ)

১ম। দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্য সমস্ত দেশেই আপন 'অদ্বৈত' মত প্রচার করছে; অনেকেই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। না জানি, আমাদেরি বা পরিণাম কি হয়।

২য়। না ভাই, সে কথা মনেও স্থান দিওনি। এখানে 'ফোঁ ফাঁ' করতে এলে উল্টে দু'কথা শুনে যাবে।

১ম। আরে ভাই সে তেমন পাত্র নয়;—তাকে কথায় আঁটে কার সাধ্য! বাবা! এমন ত বিচার শক্তি নয়—যেন কেউ তুবড়ীতে আগুন দেয়।

৩য়। যা বল, প্রকৃত লোকটা খুব শাস্ত্রজ্ঞ;—পাণ্ডিত্য বেশ আছে!

১ম। আহে! তা না থাকলে কি আর এই টুকু বয়সে এত প্রতিপত্তি লাভ করে?—না এত দলপুষ্ট হয়?

২য়। বাঃ—এই যে বলতে না বলতে দল বল নিয়ে হাজির! এই না? দেখ দেখি

৩য়। হাঁ—তাত বটেই! এই যে আমাদের গাঁয়ের ও অনেক গুলোকে দলে নিয়েছে!

(শঙ্করাচার্য্য, শিষ্যগণ ও অন্যান্য কয়েকজন লোকের প্রবেশ)

১ম লো। এই শিব অতি জাগ্রত,—ইনি যা প্রত্যাদেশ করবেন, আমরা তাই সত্য বলে শিরোধার্য্য করবো।

১ম শিবো। ব্যাপারটা কি হে ?

২য় লো। ইনি অদ্বৈতবাদের গুরু, নাম শঙ্করাচার্য্য। দ্বৈত আর অদ্বৈত বাদের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি, তাই বিচার করবেন।

১ম শিবো। তা, কি ঠিক হলো ?

২য় লো। ভগবান শিব সাধারণ সমক্ষে যা' প্রত্যাদেশ করবেন, তাই সত্য বলে গণ্য হবে!

৩য় শিবো। হাঁ! এ অলৌকিক ঘটনা আচার্য্য যদি করতে পারেন, তবে আমরা ও আনন্দের সহিত এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো।

১ম শিবো। বোম্ ভোলা! বেশ পরামর্শ হয়েছে।

(শঙ্করের শিব সন্নিধানে গমন ও প্রণামানন্তর দণ্ডায়মান হইয়া)

—বিশ্বেশ্বর !
বিষম সমস্যা মাঝে পড়েছি হে আমি,—
কর মোরে পরিত্রাণ নাথ !
অন্তর্য্যামী ত্রিলোচন !
অজ্ঞানগণের হৃদে দেহ জ্ঞানালোক,—
সত্য পথ দেখাও সবারে—
রাখি তব সত্যের মহিমা !
মনোবাঞ্চা দেব পুরাও আমার।
ভগবন !
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ
এরি মধ্যে সত্য কি বলহে ?
পুনঃ বলি রেখো প্রভো সত্যের মহিমা !
জয় শিব মঙ্গল কারণ !

(ভগবান শিবের [illegible] মূর্ত্তিতে স্বশরীরে আবির্ভাব ও মেঘ গম্ভীর স্বরে)

সত্যমদ্বৈতং ! সত্যমদ্বৈতং ! ! সত্যমদ্বৈতং ! ! ! (অন্তর্ধান)

(সকলের বিস্ময়াবিষ্ট হওন ও পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

১ম শিষ্য। (আচার্য্যের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া)

কেবা তুমি আইলে ছলিতে

সত্য কহ মহাভাগ !

শঙ্কর। (ত্রস্ত ভাবে পশ্চাতে আসিয়া)

একি—একি !

ছি ছি অকল্যাণ কেন কর মোর !

১ম লো। ধন্য হইনু দেব তোমার প্রসাদে ;

পাপ-চক্ষে হেরিলাম পরম ঈশ্বর !

তব অদ্বৈত মত করিব পালন।

২য় লো। ঘোর নারকী মোরা —

তাই ছিনু এতদিন অজ্ঞান আঁধারে !

পাইলাম এবে জ্ঞানালোক ;

করিব তোমার মতে ঈশ্বর সাধন !

২য় শিষ্য। মোরাও সন্ন্যাসী হ'ব তোমার সহিত।

শঙ্কর। সাধারণ পক্ষে ইহা অতি সুকঠিন,

কর্ত্তব্য ও নহে কদাচন।

আত্মতত্ত্ব যবে জীব পারিবে বুঝিতে,

আধ্যাত্মিক বলে যবে হবে বলীয়ান,

মায়া মোহ জড়ভাব হ'বে বিদূরিত,

জীব ও ঈশ্বরে কি সম্বন্ধ পারিবে বুঝিতে,

সেই কালে অদ্বৈত মতে হবে অধিকারী

কিন্তু যতদিন এ গর্ভের জ্ঞান

না পারে লভিতে জীব,

ততদিন

শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ কালী আদি

ভজিবে পূজিবে সদা সরল অন্তরে ;

জ্ঞানের বিকাশ ক্রমে হবেও ইহাতে
ব্রহ্ম সন্নিধানে যাবে ক্রমে ক্রমে।
এই হেতু
মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত শাস্ত্রকারগণ,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেছে ব্যাখ্যাত
ঈশ্বর স্বরূপ আদি।
বিশ্বাস ও ভক্তি অনুযায়ী
লভিবে সকলে ফল।
কিন্তু সূক্ষ্মভাব করিলে গ্রহণ,
এ ব্রহ্মাণ্ডে
এক ভিন্ন দুই নাই কিছু
জীবের মায়া ত্যাগ হলে—
ব্রহ্মে তাহে না থাকে প্রভেদ!
আরো ধীর ভাবে হের
দেখিবে, একই উদ্দেশ্য সকল ধরমে
কিন্তু হায় অজ্ঞানতা হেতু,
সাধারণে না পেরে বুঝিতে
করে বৃথা গোলযোগ;—
বৈরীভাবে দেখে পরস্পরে!
কিন্তু এ অদ্বৈতবাদ
জ্ঞানজন অভিমত সত্য—নিত্য—সার,
মুক্তির একমাত্র অমোঘ উপায়!

১ম শিষ্য। বুঝিলাম এবে দেব তত্ত্বকথা তব।
কিন্তু প্রভু,
জানিতে বাসনা করি
মোক্ষপথ লভিবারে কি আছে উপায়?

শঙ্কর বৈরাগ্য বিবেক মাত্র তাহার উপায়!
সংসারে থাকিয়ে
সেই ভাব না পায় সকলে;

সংসারের ঘোর কুটীলতা
মায়া মোহ আদি,
দেয় বাধা অশেষ প্রকারে !
এই হেতু বলি
ভক্তিসহ সন্ন্যাস-আশ্রম—নিত্য মোক্ষপথ !

২য় শিষ্য। তবে দেব কৃপা করে
দেহ শ্রীচরণে আশ্রয় সবারে !

শঙ্কর। পরম করুণাময় সত্য সারাৎসার
করিবেন তিনিই মঙ্গল !

২য় লোক। জয় গুরুদেব ! জয় তব জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়—জয় সত্যের জয় !

শঙ্কর। চল তবে যাই সবে গন্তব্য স্থানেতে,
বৃথা আর বিলম্বে কি ফল !

সকলে। শিরোধার্য্য-আজ্ঞা তব !

সত্যমদ্বৈতং ! সত্যমদ্বৈতং !! সত্যমদ্বৈতং !!!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—বারানসী—পথ।

(চণ্ডালবেশে বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বে। আজ পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্যকে পরীক্ষা করাই আমার প্রধান কার্য্য ! দেখি, নশ্বর জগতের ভীষণ মায়াচক্র হ'তে দুর্দ্দমনীয় রিপুকুলকে ইনি কিরূপ আয়ত্ব করে, ভব-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ; আর এই অনন্ত জগৎকেই বা এখন কেমন ভাবে দেখ্‌ছেন ! আজ দেখব, সর্ব্বজন ঘৃণিত চণ্ডালের সহিত ইনি কিরূপ ব্যবহার করেন ! এই যে নান কর্‌তে কর্‌তে আচার্য্য এইদিকে আস্‌ছেন। ভাল একটু পথ যুড়ে দাঁড়াই ! (তথাকরণ)

(স্নান করণানন্তর পবিত্র বেশে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্ক। (স্বগত) আমলো, রাস্তার মাঝে আবার এক চাঁড়াল ! ভাল আপদেই যে পড়্‌লেম। কোথা এলেম গঙ্গাস্নান করে একটু পবিত্র হয়ে—বিশ্বে-

শ্বরের পূজা করব বলে,—তা কিনা এ বেটা রইলো পথ জুড়ে! (প্রকাশ্যে) বলি ওহে বাপু, সর দেখি;—তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই? যাচ্ছি গঙ্গাস্নান করে—মাঝে তুমি রইলে পথ জুড়ে! এখন রাস্তা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াও,—যাই বেলা হলো—বিশ্বেশ্বরের পূজা করতে হ'বে!

বিশ্বে। কারে সর্‌তে বলছেন?

শঙ্কর। কারে আর তোমাকে; এখানে আর কে আছে?

বিশ্বে। আমায় বলছেন—না আমার এ শরীরকে বলছেন?

শঙ্কর। তোমায় বল্‌ছি কি শরীরকে বল্‌ছি—বুঝতে পাচ্ছনা?

বিশ্বে। আমায় বলায় ত আপনার কোন ফল হবে না।

শঙ্কর। বেটা, তুই নীচ জাত চাঁড়াল, তোকে ছুঁলে যে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়।

বিশ্বে! কোন্ শাস্ত্রে এ কথা শিখেছেন?

শঙ্কর। তার সঙ্গে অত বকবার আমার সময় নেই; নে শীগ্‌গির পথ ছেড়ে দে।

বিশ্বে। গঙ্গার জলে 'গু গোবর' পড়লে কি গঙ্গার মাহাত্ম্য যায়?

শঙ্কর। এ কথা বলবার হেতু কি?

বিশ্বে। স্বচ্ছ জলে সূর্য্য কিরণ পড়ে, আর সেই সূর্য্যকিরণ যদি অপবিত্র সুরাপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হয়, তা হলেকি সূর্য্যের পবিত্রতা নষ্ট হয়—না প্রেমিকের হরিণাম পাপীর মুখে উচ্চারণ হ'লে তার ব্যতিক্রম ঘটে?

শঙ্কর। (কিছু আগ্রহের সহিত) বাপু, তোমার কথার ভাব কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—সব খুলে বল।

বিশ্বে। আমার প্রাণের প্রাণ—অনন্তব্যাপী নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ যে ব্রহ্ম বা আমার অন্তরস্থিত আত্মা, তাহা কি তোমার ঐ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন? যদি বল আমার এ দেহ অপবিত্র, কিন্তু তাহার উত্তর, এ দেহ কি? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মারুত, ব্যোম, এই পঞ্চভূত ছাড়া ত আর কিছু নয়! কাজেই এত গেল জড়, এর সঙ্গে 'আমার' সম্বন্ধ কি! এর ত নড়বার ক্ষমতাই নেই।—এ পবিত্র হোক আর অপবিত্র হোক, তাতে আর যায় আসে কি? এ নশ্বর জড় দেহের কার্য্য শেষ হলেই ত এ পঞ্চভূতে মিশাবে। এতে তোমার আমার ত কোন পার্থক্যই থাক্‌বে না। তবে তুমি আমার—

আমার এই—রূপ—রস—স্পর্শহীন, মন—বুদ্ধি—চিত্তাহঙ্কারাতীত অবিনশ্বর সূক্ষ্ম, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্তব্যাপী পূর্ণাত্মায় কোথায় নড়িতে বল? এর স্থান কোথায়? এ যে সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বস্থানেই পূর্ণ। আর এ দেহের ত নড়বার ক্ষমতাই নেই? যেহেতু এ জড়! এখন তবে বুঝে দেখ, আমায় সঙ্গে যেতে বলায় তোমার কোন ফল হলো না! হে মহাত্মন! "দেহ দৃষ্টিতে আমি তোমার দাস,—জীব দৃষ্টিতে তোমার অংশ—এবং আত্ম দৃষ্টিতে তুমিই আমি!!"

শঙ্ক। (ব্রস্ততার সহিত আকুল প্রাণে আলিঙ্গনানন্তর)

ভগবন!
পাপচক্ষু হলো উন্মীলিত;
অজ্ঞান তিমির দূর হলো জ্ঞানালোকে!
হে মহাভাগ!
আর কেন দীনে করেন ছলনা?
হও স্বপ্রকাশ দেখাও স্বরূপ,
ক্ষমা কর মূঢ়ে নিজ ক্ষমাগুণে;
যথেষ্ট সুশিক্ষা দিয়েছেন প্রভু!

বিশ্বে। শঙ্কর!
পরীক্ষাই কার্য্য মোর জানিও জগতে!

(স্বরূপে প্রকাশিত হওন)

শঙ্ক। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব)

জয় বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ত্রিলোক পূজিত
ত্রিগুণ অতীত ত্বংহি শিব;
জয় বিশ্ব বিমোহন মদন মর্দ্দন
সত্য সনাতন ত্বংহি ধ্রুব!
জয় নিত্য নিরঞ্জন অনাদি কারণ
নিখিল তারণ দর্পহারী;
জয় সর্ব্ব মূলাধার হে পরাৎপর
জ্ঞান নির্ব্বিকার—ত্রিপুরারি।
জয় চিদানন্দময় মঙ্গল আলয়
শান্তি প্রেম নয় ত্রিলোচন!

জয় • সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণ অব্যয়
নিত্য লীলাময় পঞ্চানন।
জয় সর্ব্ব শক্তিমান জগত জীবন
সন্তাপ নাশন গুণাকর;
জয় পতিত পাবন অনাথ শরণ
বিপদ বারণ মহেশ্বর।
জয় শশাঙ্ক শেখর পিণাকি শঙ্কর,
অনন্ত ঈশ্বর নমঃ নমঃ;
ওহে করুণা নিধান কর শান্তিদান
নাশি অহংজ্ঞান তব মম।
(পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

বিশ্বে। হে আচার্য্য শঙ্কর—ভোলা মহেশ্বর!
আত্মভোলা তুমি চিরকাল;
সেই হেতু ভোলানাথ নাম!
সন্তুষ্ট হইনু আমি তব ভজনাতে,
হবে তব বাসনা পূরণ—
বিজয়ী হবে হে তুমি অদ্বৈত বাদেতে!
এবে মম আজ্ঞা এক পালহ যতনে,—
করহ বিশদ ভাবে বেদ ব্যাখ্যা আদি
প্রকৃত শাস্ত্রীয় মতে!
তুমি মাত্র যোগ্য এর জানিও নিশ্চয়
সাবধান—দেখো যেন অন্যথা না হয়! (অন্তর্দ্ধান)

শঙ্ক। হরি—হরি!!
অন্তর্য্যামি! এত ছিল মনে?
সুপ্রভাত হয়ে ছিল আজ!
উপযুক্ত শিক্ষা তাই পেয়েছি অন্তরে;
এত দিনে হলো মম চৈতন্য উদয়।
কী মহিমা—ধন্য তব লীলা!!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য—কাশী—মণিকর্ণিকার ঘাটের একপার্শ্ব।

(পদ্মপাদ, বিষ্ণুগুপ্ত, আনন্দগিরি, হস্তামলক প্রভৃতি
শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের পাঠ্যাবস্থায় আসীন।)

আন। ভ্রাতৃবৃন্দ! ধন্য মোরা ভাগ্যবান;
তেঁই লভেছি হে হেন শ্রীগুরু-চরণ।

পদ্ম। তারিতে পাতকী জীব নর নারীগণে,
পাপাক্রান্ত ভব-ভার লাঘব কারণ,
সত্য সিদ্ধ বেদ-বাক্য করিতে প্রচার,
শুদ্ধাদ্বৈত মতে সবে করিতে দীক্ষিত,
ভগবান শূলপাণি সাক্ষাৎ শঙ্কর,
বিরাজেন ধরা মাঝে আচার্য্যের বেশে।
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে—প্রেম ডোরে মোরা
বেঁধেছি তাঁহারে সবে—কি আনন্দ বল।

বিষ্ণু। শাস্ত্রপাঠ কি করিব আর;—
শ্রীমুখের বাণী শুনি তাঁর,
মন প্রাণ প্রেমভাবে হওয়ে বিভোর,—
আত্মহারা হই যেন চৈতন্য হারায়ে!

হস্তা। আসিছেন গুরুদেব মরি কি ভাবেতে!

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও শিষ্যগণের সসম্ভ্রমে প্রণাম)

শঙ্ক। শিষ্যগণ!
পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে আছি বহুদিন;
এই হেতু করি অভিলাষ,
ভ্রমিবারে ভিন্ন ভিন্ন দেশ।
বহুস্থান পর্য্যটন বিনা—
অভিজ্ঞতা লাভ নাহি হয় কভু।

শিষ্যগণ। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা প্রভু।

শঙ্ক। শারীরক ভাষ্য মোর বুঝেছ কি সব?

পদ্ম। প্রভুর চরণাশ্রয় পেয়েছি যখন,
অজ্ঞতা কি রহে তাহে—সম্ভব কখন ?

শঙ্ক। অদূরে কে আসে ঐ প্রাচীন ব্রাহ্মণ ?
(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে বেদব্যাসের প্রবেশ)

বেদ। বলি ওহে বাপু, তুমি কে ? আর কোন শাস্ত্রই বা আলোচনা কচ্ছ ?

আন। দ্বিজবর !
অদ্বৈত বাদী ইনি—গুরু মো সবার ;
শারীরক সূত্র-ভাষ্য এঁরি রচিত,—
বেদান্ত-সম্মত সার সত্য মত
অদ্বৈত বাদ, যাহে হয়েছে নির্ণীত ;
শিখিতেছি মোরা সবে সেই তত্ত্বজ্ঞান।

বেদ। (আচার্য্যের প্রতি) বলি, তোমার শিষ্যগণ বলে কি হে ? এরা কি উন্মাদ না বায়ুগ্রস্থ ? তোমাকে ভাষ্যকার—এ কি কথা বলে ? ভাষ্য যাক চুলোয়,—আরে তুমি বেদব্যাসের যথার্থ বর্ণিত একটি সূত্র বল দেখি ছাই ?

শঙ্ক। বিপ্রবর ! শত শত নমস্কার
ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য-চরণে ;
তা সবার পদধূলি শিরে লই আমি।
হে ব্রহ্মণ ! জিজ্ঞাস, যা' ইচ্ছা তব,
যথাশক্তি দিব পরিচয়।
ব্যাস সূত্রে কিবা মোর আছে অধিকার ?

বেদ। আচ্ছা বল দেখি, "তদনন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ" এর ভাবার্থ কি ?

শঙ্ক। (স্বগত) কে এ ব্রাহ্মণ ?
হেন সূক্ষ্মতর গূঢ় প্রশ্ন কি হেতু করিল ?
আছে শত যুক্তি পূর্ব্ব পক্ষে এর ;
বিরুদ্ধ বাদে ও প্রমাণ বিস্তর।
সহজে ত মীমাংসা এ হবেনা কখন ?
(জনান্তিকে পদ্মপাদের প্রতি)

কেবা এ ব্রাহ্মণ? কিছুই যে পারিনে বুঝিতে!

পদ্ম। (জনান্তিকে) গুরুদেব!

অনুমানি কোন মনিষী তাপস

ছদ্মবেশে এসেছেন হেথা।

(ক্ষণপরে) অনুমান কেন—প্রত্যক্ষ ঐ দেখ দেব,

অলৌকিক জ্ঞানজ্যোতি নয়নে—আননে,

খেলিছে বিজলী সম প্রতিভা বিতরি'।

ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিরাশি

অপ্রকাশ থাকে কতক্ষণ? (ক্ষণপরে)

নহে অনুমান—সত্য কহি প্রভো,

এ বৃদ্ধ নহেক সামান্য ব্রাহ্মণ,—

জগৎগুরু—পরমগুরু ইনি,—

স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাস হরি।

অতএব,

" শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ, ব্যাসোনারায়ণো হরি।

তয়োর্ব্বিবাদ সংবৃত্তে, কিঙ্করা কিঙ্করোবাণিত।"

শঙ্ক। (ব্যাসদেব চরণে প্রণত হইয়া)

হে মহাভাগ!

কর ত্যাগ ছলনা এ দীনে;

অজ্ঞ হীন বুদ্ধি আমি—

চিনি নাই তাই তোমা জনে।

ব্যাসরূপী তুমি নারায়ণ,

বিশাল ভারত-গ্রন্থ অমূল্য-রতন—

অলৌকিক মহাকাব্য ভাবের সাগর,

তোমারি শ্রীমুখ হ'তে হয়েছ নিঃসৃত।

ধন্য ভবে তুমি মহাত্মন!

এবে কৃপাকরি একবার দেখাযে স্ব-রূপ,

কর ধন্য অকিঞ্চন জনে।

বেদ। (স্ব-রূপে প্রকাশিত হইয়া) অবনীতে ধন্য তুমি হে শ

কৃতার্থ অদ্বৈত-গুরু আচার্য্য প্রবর।
শম্ভুর সভায় শুনি, তব ভাষ্যের কাহিনী,
ছদ্মবেশে আইনু হেথায় দেখিবারে তাহা।

শঙ্কর। আঃ ধন্য আমি—ধন্য মোর এ মর জীবন।
প্রভো! কোথা তব
মার্ত্তণ্ড-কিরণ সম সূত্র সমুদয়,
আর কোথা মোর
ক্ষুদ্র দীপ-শিখা ভাষ্য জ্যোতিহীন।
মহান্ হইতে মহোত্তম তুমি,
তেঁই এ উদার ভাব করিলে প্রকাশ।

বেদ। (শঙ্করের হস্ত হইতে ভাষ্য লইয়া ক্ষণকাল দর্শনানন্তর)
হাঁ—তোমারি এ উপযুক্ত বটে;
এ বিশাল ভাষ্য গ্রন্থে
কোনস্থানে নাহি তব স্বীয় তম ভাব।
ওহে আত্মভোলা আচার্য্য শঙ্কর!
যোগ—ন্যায়—বেদ—ব্যাকরণে,
স্মৃতি—সাংখ্য—মীমাংসা—দর্শনে,
নাহি কেহ তব সম স্বর্গ ভূমণ্ডলে;
তুমি নহেক প্রাকৃত,
গোবিন্দ স্বামীর শিষ্য—সাক্ষাৎ মহেশ;
তবে কেন ভ্রম-ব্যাখ্যা বিরচিবে তুমি!
তোমা বিনা দেবাসুর নর ঋষি জনে,
মম মনোভাব কে পারে বুঝিতে -
অনেকে ত ভাষ্য রচিয়াছে,
কিন্তু তোমা সম কে দিয়াছে—
এ হেন সরল ভাব—অকাট্য প্রমাণ?
এবে এক কাজ কর,
ভেদ-বুদ্ধি-মূঢ়মতি নাস্তিক দুর্জ্জনে
করি পরাজয় স্বপ্রতিভা গুণে

অবনীতে স্বীয় মত করহ প্রচার ;—
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবাদিও সম্মত যাহাতে।
তোমা বিনা কে রাখিবে সত্যের মহিমা ?

শঙ্ক। প্রভো ! আয়ুঃ মোর হয়েছে যে শেষ।

বেদ। সত্য বটে, কিন্তু
তোমা ভিন্ন বেদান্তেরে কে দেয় আশ্রয় ?
কে দেখাবে পাতকীরে পথ ?
দেবকৃত আয়ুঃ তব অষ্টবর্ষ মাত্র,
স্বীয় বুদ্ধিবলে
অষ্টবর্ষ আরো পূরিয়াছে ;
এবে ঈশ্বরের বরে, আরো
ষোড়শ বরষ তুমি রবে ধরামাঝে,—
তাঁহারই প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন।
যোগ-চক্ষে ইহা আমি প্রত্যক্ষ হেরিনু ;
যাও এবে স্বকর্ত্তব্য করহ পালন।

শঙ্ক। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা প্রভো !

(শঙ্কর ও শিষ্যগণের ব্যাসচরণে প্রণাম ও ব্যাসের অন্তর্ধান)

শঙ্ক। হরি—হরি !! চল সবে দেশ পর্য্যটনে।

সকলে। তথাস্তু গুরুদেব !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য——প্রয়াগ—নদীতীর।

(প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে কুমারল ভট্টপাদ ও
চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান।)

ভট্ট। প্রিয় শিষ্যগণ !
আজ মোর জীবনের শেষ অভিনয় ;
এ অন্তিম কালে,

গাও সবে একতানে অনন্ত মাতায়ে
পীযুষ পুরিত মোক্ষ-হরি-গুণ-গান!
জগতের কোলাহল হ'তে,
লভিব বিরাম আজি শান্তি-নিকতনে।

শিষ্যগণ। হরের্ণাম! হরের্ণাম!! হরের্ণামৈব কেবলম্!!!

(শিষ্যগণের কীর্ত্তন সুরে গীত)

হরিনাম-গুণগানে মজ ওরে মন।
এমন্ প্রেমভরা সুধাভরা আছে কিবা ধন।
ব্রহ্মা আদি দেব ঋষি, যাঁরে পূজে দিবানিশি,
শিব যাহে শ্মশানবাসী—ত্যেজি কুবের ভবন।
(এমন নাম আর হবেনা রে)
ইহলোকে শান্তি মিলে, পরলোকে মোক্ষফলে,—
নিদান কালে প্রীতি-জলে—ভাসে আত্ম পরিজন॥
(এ নামের এমনি গুণ রে)

সকলে সমস্বরে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

(অদূরে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। (স্বগত) মরি মরি কি বিস্ময়—কি অদ্ভুত ভাব!
জলন্ত-চিতায় এ হেন প্রসন্ন মুখ! ধন্য ধৈর্য্য—ধন্য তেজঃ!

ভট্ট। (আচার্য্যকে দেখিয়া) ভগবন! কৃতার্থ হইনু আজ—
অন্তিম সময়ে হেরি তব শ্রীচরণ।
(অগ্নি-কুণ্ড হইতে উঠিয়া আচার্য্যের চরণ বন্দনানন্তর)
দেব! এ জীবনে শেষ দেখা এই।

শঙ্ক। ভক্ত শ্রেষ্ঠ ভট্টপাদ!
একি কথা তব? কোথা যাবে তুমি?
কেন হও আপন বিস্মৃত?
মোর কৃত ভাষ্য গ্রন্থ দেখাইতে তোমা
আইনু হেথায় আমি;
লোক মুখে শুনি তব বিষম কাহিনী,
প্রত্যক্ষও দেখিলাম তাই।

এবে ক্ষান্ত হও এ হেন ইচ্ছায়।

ভট্ট। (আচার্য্যের ভাষ্য দর্শনানন্তর) স্বামিন!
মংকৃত অষ্ট সহস্র শ্লোক
বার্ত্তিকাখ্য হয়েছে রচিত;
অভিলাষ ছিল বড় মনে,
স্বামীকৃত এই ভাষ্য সমুদয়ে
করিয়া বার্ত্তিক—যশস্বী হইব;
কিন্তু ভাগ্য দোষে তাহা মোর না হ'লো পূরণ।
বিভীষণ কাল-চক্র কে রোধিবে হায়!
যাই হোক
মৃত্যুকালে স্বামীপদ দেখিনু যে আমি,
মম সম পাতকীর এইই গৌরব।

শঙ্ক। সেকি! কোথা যাবে তুমি?
ছাড় এ কামনা করি অনুরোধ।

ভট্ট। ক্ষমা করো দেব ধৃষ্টতা আমার!
শুন প্রভু পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মোর:—
আজিও যে বৌদ্ধদল দেখিছ চৌদিকে;
কিছু পূর্ব্বে ছিল এর শত শত গুণ;
তাহাদের ঘোর উৎপাড়নে
বৈদিক ধরম গিয়েছিল ছারেখার;
বেদ বেদান্ত শাস্ত্র হয়ে অনাদর,
নাস্তিকতা প্রাদুর্ভাব ছিলো চারিদিকে।
স্বধর্ম্মের এহেন দুর্গতি হেরি,
মনে পেয়ে দারুণ আঘাত,
সুধন্বা রাজার গৃহে লইনু আশ্রয়।
বৌদ্ধ মত করিতে খণ্ডন,
হইলাম দৃঢ়ব্রত অতি;
অগত্যা বাধ্য হইয়ে মোরে,
তাহাদের দুষ্য-গ্রন্থ পড়িতে হইল।

হায়! অভ্যাসের গুণাগুণ কে করে খণ্ডন?
প্রাণপণে পাঠাভ্যাস করিতে করিতে,
ক্রমে বিশ্বাসের বীজ হলো অঙ্কুরিত।
বিষময় ফল শেষে ফলিল তাহাতে।
এক দিন গ্রহদোষে শ্রুতিতে ধরিনু দোষ;
ক্ষণপরে আত্মগ্লানি আসি,
চক্ষে জল পড়িল এ হেতু।
বৌদ্ধ দল ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে এ কারণ,
মন্ত্রণা করিল মোর বিনাশের তরে।
পাপযুক্তি হলো শেষে কাৰ্য্যে পরিণত;
অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি হইতে আমারে
ফেলিল সকলে মিলি ঘোর বৈরীভাবে।
পতন সময়ে কহিনু কাতরে,
"যদি সত্য হয় বেদ, তবে কভু না মরিব"
'যদি' এ সংশয় বাক্য,
আর গুরু দ্রোহিতা হেতু,
এক চক্ষু মোর বিনষ্ট হইল।
হায়! কি নারকী আমি,—
একে গুরুদ্রোহিতা—কৃতজ্ঞতা হীন,
তাহে জৈমিনীর মতে ঈশ্বর অবজ্ঞা হেতু,
দাবানল সম পুড়িছে পরাণ মোর।
বিধর্ম্ম শিক্ষা—স্বধর্ম্মে সন্দেহ,
এই দুই মহাপাপ প্রায়শ্চিত্ত তরে,
অনলে পুড়িব আজ হরষ-অন্তরে।
হে মহাযশে!
জানি তুমি মহেশ্বর শিব;
অদ্বৈত মত করিতে প্রচার,
হয়েছ হে অবতার আচার্য্য স্বরূপ।
কৃতার্থ হইনু দেব তোমার দর্শনে;

মরিবারে কষ্ট আর নাহি কিছু মোর।"

শঙ্ক। ষড়ানন! কেন হও আপন বিস্মৃত?
সৌগত কুল করিতে নির্ম্মূল,
তোমার ত জন্ম ধরা মাঝে;
হেন কার্য্যে কলুষ কোথায়?
করি আমি তব প্রাণ দান,
মম ভাষ্যে করহ বার্ত্তিক তুমি।

ভট্ট। স্বামিন! তব যোগ্য বাক্য বটে এই;
সাধ্যাতীত কিবা তব আছে এ ধরায়?
আমার জীবন দান—
তব পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা;
ইচ্ছিলে হে তুমি,
জগৎসংহার করি—পুনঃ সৃষ্টি পারহ করিতে।
কিন্তু তথাপি
মোর ব্রত ভঙ্গে নাহিক বাসনা।
অতএব ধরি শ্রীচরণ
কর দান এ সময় ব্রহ্মাদ্বৈত ভাব—
সংসার-সাগরে যাহে পাব পরিত্রাণ।
আর এক নিবেদন এই,
মণ্ডন মিশ্রায় নামে আছে কর্ম্মী এক,
তাহারে জিনিলে—জগৎ হইবে জিত
তাঁর সম—কর্ম্মকাণ্ডে পক্ষপাতী নাহি দেখি কারে।
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক তিনি,
নিবৃত্তিতে অকৃত আদর;
যদি অদ্বৈত মত করেন প্রচার,
অগ্রে তাঁরে কর পরাজয়।
জানি প্রভু আমি ধর্ম্মের জগতে
তব স্থান সবার প্রধান।
এবে তি ক্ষণ কাল

স্বকর্ত্তব্য করিব পালন। (অগ্নিকুণ্ডে পতন)

শঙ্ক। সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!! সত্যমদ্বৈতং!!!

শিষ্যগণ। সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!! সত্যাদ্বৈতং!!!

শঙ্ক। অহো ধন্য ধৈর্য্য—ধন্য তেজ ভট্টপাদ!
রহিবে জগতে তব কীর্ত্তি চিরকাল।
যাই এবে মণ্ডন মিশ্রের উদ্দেশে।

শিষ্যগণ। হে আচার্য্য প্রবর! তোমার দর্শনে
হইলাম মোরা সবে পাপহীন এবে
ধন্য ভাগ্য মানি এ কারণ।

শঙ্ক। গুরুর ইচ্ছা হইল পূরণ।

[একদিকে শঙ্কর ও অন্যদিকে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য——মাহিষ্মতীনগরী—মণ্ডন মিশ্রের বাটীর একঅংশ।

শ্রাদ্ধোপযোগীবেশে মণ্ডন মিশ্র ও পশ্চাতে ব্যাসদেবের প্রবেশ; যথামন্তে শ্রাদ্ধকার্য্য আরম্ভ। ক্ষণপরে অন্যান্য উপকরণ লইয়া সারসবাণীর (উভয় ভারতী) প্রবেশ ও দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া পুরদ্বার রোধ পূর্ব্বক একস্থলে দণ্ডায়মান।

(নেপথ্যে গীত গাহিতে গাহিতে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্ক। ভৈরব——কারফা।

ভগবানে প্রাণ সঁপে মন সদানন্দে রহ।
ভবের কারখানা সব রে আলোচনা কর।
দুনিয়ার যেই সুখ সব দেখিছ কেমন,
তবে কেন যায় সাধ তাহে ওরে মূঢ় মন?
বাসনারে দিয়ে বলি হও রে নিষ্কাম,
নিজ হতে পাবে তবে নিত্য মোক্ষধাম।
বিশ্বেশ্বর-পদে কর আত্ম-সমর্পণ,
লভিবে অনন্ত-সুখ সত্য জ্ঞান ধন॥

(স্বগত) এই ত আইনু মণ্ডন ভবনে ;
এবে কিরূপে পাঠাই সংবাদ ?
কোথাও যে নাহি দেখি কারে !
—একি দ্বার রুদ্ধ কেন ?
তবে বুঝি মনস্কাম না পূরিল হায় !

(দ্বারদেশে গমন ও ছিদ্রস্থান দিয়া ভিতরে দর্শন)

ওঃ বটে—
মিশ্র ঠাকুর বসেছে শ্রাদ্ধেতে !
তা' বেশ,—
এ সময় দেখা হলে আরো ভাল হয় !
কিন্তু কেমনে যাইব হোথা ?
একে নহি পরিচিত,
তাহে আমি তাঁর ঘোর বিদ্বেষ ভাজন !
অতএব
কেমনে পূরাই মনোরথ মোর ?
ভিতরে যাইতে
ভিন্ন পথ নাহি দেখি আর !
তবে কি করা কর্ত্তব্য এবে ? (পরিক্রমণ করত চিন্তা)
না—যেতে হ'লো কোন ও প্রকারে,
মন স্থির নাহি লয় !

(গম্ভীর ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান ও ক্ষণপরে যোগবলে
শূন্যে উত্থানানন্তর ভিতরে প্রবেশ)

সার। (বিস্মিত ভাবে) একি গো সন্ন্যাসী ঠাকুর !
কোথা দিয়া আসিলে হেথায় ?
রুদ্ধদ্বার যেমন ছিল তেমনি যে আছে !
স্বতন্ত্র আর ত নাহি কোন পথ।—
কিছু গুণ ভেল্কী জান নাকি তুমি ?
(দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকন

শঙ্ক। সন্ন্যাসী উপরে
ঈশ্বর সদয় হন এইমাত্র জানি!

মণ্ড। (বিরক্তি ভাবে) কে তুমি হে আইলে হেথায়?
কাণ্ডজ্ঞান তব নাহি কিহে কিছু?
সন্ন্যাসী না তুমি?
গৃহীর আলয়ে তবে কিবা প্রয়োজন;
মুষ্টি ভিক্ষা চাহ যদি
লয়ে তবে যাও নিজ স্থানে।

শঙ্ক। মহাশয়! ঈশ্বর কৃপায়——

মণ্ড। (বাধা দিয়া) রেখে দাও বুজ্‌রুকি।
বাপু হে,
পাওনি কি অন্যস্থানে ভণ্ডামী করিতে?

ব্যাস। (স্বগত) এতদিনে অভীষ্ট মোর হইল পূরণ।
কর্ম্মযোগ-পক্ষপাতী, মণ্ডন পণ্ডিত,
হবে এবে পরাজিত জ্ঞানযোগ বলে।
শঙ্কর-অদ্বৈত-বাদ,
একছত্রী হবে মহীতলে;
বিধিমতে সহায়তা করিব শঙ্করে।
(প্রকাশ্যে) তাওত বটে—
জান এ বড় 'কেও কেটা' নয়,
স্বয়ং মণ্ডন মিশ্র এঁরই আলয়।
কি সাহসে
এ ক্রিয়াকাণ্ড—যাগ যজ্ঞ স্থলে
আসিলে হে সন্ন্যাসী বিরাগী?
জান তুমি ঘোর শত্রু এঁর;—
ইনি হন কর্ম্মকাণ্ডে ঘোর পক্ষপাতী,
তুমি তার বিপরীত জ্ঞানকাণ্ডবাদী।

শঙ্ক। মহাশয়! তাহাতে কিবা আসে যায়?

মণ্ড। বাপু! বাজে কথা ছেড়ে দাও।

ভিক্ষা লয়ে নিজস্থানে যাও!
এই লও—(ভিক্ষা প্রদানোদ্যোগ)

শঙ্ক। মহাশয়!
মুষ্টি ভিক্ষায় মম নাহি প্রয়োজন ;—
অন্য ভিক্ষা মাগি তব কাছে।

মণ্ড। কিবা তাহা কহ প্রকাশি।

শঙ্ক। বিচার ভিক্ষা!

মণ্ড। ওঃ বুঝেছি! তুমি কি শঙ্করাচার্য্য ?

শঙ্ক। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়!

মণ্ড। (কিছু অপ্রতিভ ভাবে)
ভাল ভাল,
বাপু, কিছু করোনাক মনে!
তোমাদ্বারা উপকার হয়েছে অনেক ;
করেছ হে তুমি—দুষ্ট বৌদ্ধের দমন,
এ কারণে দেই ধন্যবাদ!
কিন্তু অন্যপক্ষে
বিস্তর অনিষ্ট তুমি করেছ মোদের।
পৌত্তলিক উপাসনা—
কর্ম্মকাণ্ডে কেন হে বিরোধী তুমি ?
বল ত হে—কিবা লাভ আছে তব এতে ?

শঙ্ক। মহাশয়!
প্রকৃত ইচ্ছা নহে তাহা মম—
উঠাইতে একেবারে ভক্তি-ক্রিয়া-যোগ।
কিন্তু ইহা অধোশ্রেণী অজ্ঞানের পথ ;
প্রকৃত জ্ঞানীর ইহা নহে হে আশ্রয়!
ভেবে দেখ মনে,
আত্ম তত্ত্বজ্ঞান বিনা কে পায় ঈশ্বর ?
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হয় জীব,

আর জ্ঞান-যোগে পায় পরিত্রাণ।
তাঁই বলি
শুধু ক্রিয়া কর্ম্মে নাহি আছে ফল।
অপক্ষপাতে
ধীর মনে—সূক্ষ্মভাবে কর আলোচনা,
বুঝিতে পারিবে,
আত্মতত্ত্বজ্ঞান কিম্বা মোক্ষলাভ,
প্রেম—ক্রিয়া—জ্ঞান।
এই তিন বিনে নাহি হয় সম্পাদন!
একটি ও হইলে অভাব
কিছু ফল নাহি হবে শেষে।
তারি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান!
আর এই জ্ঞান হ'লে লাভ
এ দুটীও আপনি আসিবে!
তাই বলি
তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তি-মোক্ষ-পথ!
বিবেক জ্ঞানের ভিন্ন তর নাম ;—
এ বিবেক যতদিন না হয় বিকাশ,
ততদিন জীব-আত্মা থাকে বহুদূরে
পূর্ণজ্ঞান অনন্ত হইতে।
মনে কর অজ্ঞান যে জন,
সে কি করিতে পারে ধরম-জগতে?
কিন্তু জেনো স্থির সুনিশ্চয়,
প্রেম—ক্রিয়া—জ্ঞান,
আছে বদ্ধ পরস্পরে সুদৃঢ় সূত্রেতে!
জ্ঞানই সবারি শ্রেষ্ঠ সবারি প্রথম!

মণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড নহে কিছু?
নিতান্ত যে বালকের কথা!
হাসি পায় শুনি এ কাহিনী।

তব এ অসার যুক্তি কভু সত্য নয়!
একান্তই যদি তব বিচারে বাসনা
কিবা পণ বল রাখিবে ইহায় ?
হের হে এখানে
বিরাজিত নারায়ণ বেদব্যাস নিজে।
এখন ও বলি শুন,
ভেবে চিন্তে কর পণ অতি সাবধানে।

শঙ্ক। ব্যাসদেব দরশনে সার্থক জীবন!
হয়েছিল আজি মোর শুভ সুপ্রভাত। (ব্যাসচরণে প্রণাম)
সাক্ষী হোন ব্যাসদেব প্রতিজ্ঞা করিনু,—
যদি হই পরাজিত শাস্ত্রীয় যুক্তিতে,
তাহা হলে জানিও নিশ্চয়,
হইব হে দ্বৈতবাদী কর্ম্মকাণ্ডে রত!
আর যদি মম মত হয় হে প্রধান,
বিজয়ী হই হে যদি ন্যায়-যুক্তি বলে,
তবে বল কিবা পণ রাখিবে ইহাতে ?

মণ্ড। রহিলেন সাক্ষী ব্যাসদেব নারায়ণ,
ভাগ্যদোষে যদি ওহে হই পরাজিত,—
অবশ্য হইব তবে দীক্ষিত নিশ্চয়—
অদ্বৈত মতে তব আর জ্ঞান বাদে।

ব্যাস। সুশিক্ষিতা যিনি শাস্ত্রীয় বিষয়ে,
বেদ বেদান্তে যিনি বিশেষ নিপুণা,
সরস্বতী নামে যিনি সর্ব্বদেশে খ্যাত,
(সারদবাণীকে দেখাইয়া শঙ্করের প্রতি)
ইনিই সে মণ্ডল-গৃহিণী—
মধ্যস্থা থাকুন ইনি তোমা উভয়ের ;
তাহা হ'লে হ'বে সিদ্ধ মীমাংসা—বিচার।

শঙ্ক। প্রভু উপস্থিতে
সত্য জয়ে নাহিক সংশয় মোর।

সার। অজ্ঞান রমণী আমি,
কিবা সাধ্য আছে মোর মীমাংসা করিতে ?

ব্যাস। হেন কথা না কবেন মাতঃ—
পরম আরাধ্যা তুমি পূজ্যা সবাকার।

মণ্ড। এ অবধি থাক আজ,—
আহারান্তে হইবে বিচার!
আসুন সকলে অন্তঃপুরে মোর।

শঙ্ক। (স্বগত) ভগবন!
তব সত্যে যেন হই হে সফল!
রেখো দেব তব সত্যের মহিমা!
(সকলের প্রস্থানকালীন আচার্য্যকে লক্ষ করিয়া)

মণ্ডন। (স্বগত)—সংসারী লোকগুলোকে ধরে যেমন 'সং' সাজাও, এইবার তার বিহিত হ'বে; আমার এ চারে তোমায় পড়্‌তেই হবে!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য——কাশ্মীর প্রান্তভাগ।

(মধ্যস্থলে শঙ্করাচার্য্য ও চতুর্দ্দিকে শিষ্যমণ্ডলীর উপবেশনাবস্থায় ভবানীস্তব)

(ভবান্যষ্টকং)

"ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ণ দাতা, ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যা ন ভর্ত্তা।
ন জানামি বিত্তং ন বির্ত্তিমেব, গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥১
ন জানামি দানং নচ ধ্যান মানং, ন জানামি তন্ত্রং নচ স্তোত্র মন্ত্রং।
ন জানামি পূজাং নচ ন্যাস যোগং গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবাণী॥২
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি ভক্তালয়ং বাল্যমেতৎ।
ন জানানি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ গতিস্ত্ব মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী॥৩

কু কর্ম্মা কুরঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কদাচার লীনঃ কুলাচার হীনঃ।
কু দৃষ্টিঃ কু বাক্যঃ কুদেহ সদাহং গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৪
ভবদ্বার ঘোরে মহাদুঃখ ভীত পপাতি প্রকামী প্রলোভঃ প্রপঞ্চঃ।
কুমার্গী কুসঙ্গী কুসাধ্বী কুসঙ্গী গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৫
প্রজেশং রমেশং মহেশং দীনেশং, নীশিথে স্বয়ং বা গনেনঃহিমাতঃ।
ন জানামি চানং সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৬
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদামাং প্রপাহে, গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৭
অপুত্রো দরিদ্রো জরাবুক্ত রোগো মহাক্ষীণ দীনঃ সদা জাচ্য বক্তা।
বিপত্তি প্রবৃত্তি প্রবন্ধং সদাহং গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৮

শঙ্ক। (কণকাল মৌনের পর)

বড় আনন্দের কথা
মণ্ডন হয়েছে পরাস্ত বিচারে।
সরস্বতী পত্নী তাঁর,—
তাঁরে জয় করিবার তরে
কিনা কষ্ট ভুঞ্জিয়াছি দারুণ সন্ত্রাসে।
কামশাস্ত্র আলোচনা হেতু—
মৃত রাজদেহে করিয়ে প্রবেশ
সংসারে যাইনু পুনঃ,
রাজনীতি প্রজানীতি করিনু পালন।
ছলময়ী সংসার-শৃঙ্খলে
আবদ্ধ হইয়ে
ভুলেছিনু তোমা সব জনে—
ভুলেছিনু স্বউদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি জ্ঞান।
তোমা সবে মোর জীবন আশ্রয়
তেঁই বাঁচিনু এ ঘোর শঙ্কটে।
ওঃ—এখনও কম্পিত হই সে কথা স্মরণে।
জীবনে এ শিক্ষা কভু না হব বিস্মৃত।
ফল কথা—

কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি না হয়,
এ হেন শরীরী অল্প আছে ধরণীতে।
(ক্ষণপরে) বহুলোক আসিবেক আজি এইস্থানে
অদ্বৈত বাদ করিতে খণ্ডন।
ভগবন! ভরসা তোমার মাত্র;
জানি প্রভু সত্য জয় আছে চিরকাল!

বিষ্ণু। আমাদের পরাজয় নাহবে কখন
ইহা স্থির সুনিশ্চয়!

শঙ্কর। বুদ্ধিমান করেনা উপেক্ষা কিছু সামান্য বলিয়ে
কে পারে বলিতে কিবা হবে কার?
ডাক তবে একমনে সত্য সনাতন
জ্ঞানময় শক্তিদাতা—মঙ্গল-কারণ,
যাহার প্রসাদে মোরা হইব বিজয়ী!
(কিয়ৎক্ষণ সকলের নিস্তব্ধ ভাব)

আনন্দ। গুরুদেব!
সুপবিত্র ভাস্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ কি হোলো?

শঙ্কর। হইয়াছে তাহা গুরুর প্রসাদে।
এবে অদ্বৈতবাদ মীমাংসা
হতেছে রচিত,—
মতামত যাহা মম থাকিবে ইহাতে।
মূল কথা—
নির্গুণ ব্রহ্ম—নিষ্কাম ধর্ম্ম—তত্ত্বজ্ঞান আদি
এই গ্রন্থে হবে বিচারিত।
(কয়েক জন বৌদ্ধের প্রবেশ)
—কে হন আপনা সবে
কি নিমিত্ত হেথা আগমন?

১ম বৌদ্ধ। শুনিলাম বৌদ্ধধর্ম্ম করিতে বিলোপ
তোমার এ দিগ্বিজয়!
অকর্ম্মণ্য মহামূর্খে জিনিয়াছ ব'লে

সর্ব্বস্থানে হবে কি বিজয়ী ?
এ হেন দুরাশা মনে দিওনা হে স্থান !

২য় বৌদ্ধ। এ কেমন কথা !
শুনি—ন্যায়বান ধর্ম্মশীল তুমি,
তবে—মিথ্যা প্রবঞ্চনা জালে জড়ায়ে অজ্ঞানে—
পরধর্ম্মে কেন ওহে কর হস্তক্ষেপ ?
এ নহে মহান-রীতি !

শঙ্কর। ভাল কথা কহিলে তোমরা !
উত্থিত কৃপাণ যার গলে পড়ে প্রায়,
আত্মরক্ষা করা তার উচিত কি নয় ?
অরিকার্য্য করেছ সাধিত,
আজিও করিছ সবে তোমরা সবাই
সনাতন সত্যধর্ম্ম প্রতি,
যাহা লাগি হাহাকার উঠেছে জগতে,
নাস্তিকতা প্রাদুর্ভাব হয়েছে বর্দ্ধিত,
হেন দুষ্টে করিতে দমন
যদি থাকে কলঙ্ক স্পর্শিয়া,—
সেই পাপ ভুঞ্জিব হে মোরা,

৩য় বৌদ্ধ। (নিজ সঙ্গীদের প্রতি)
অনধিকার চর্চ্চায় বল আছে কিবা ফল ?
ক্ষান্ত হও অতএব করি অনুরোধ !
(শঙ্করের প্রতি) আচার্য্য প্রবর !
করিতে বাসনা করি সত্যের বিচার।

শঙ্কর। সাধুজন কথা ইহা সুসঙ্গত বটে।

পদ্ম। ভাল
কিবা পণ বল রাখিবে ইহাতে ?

৩য় বৌদ্ধ। ন্যায় যুক্তিমতে সিদ্ধান্ত যা হবে,
দুই দলে সেইমতে হইবে দীক্ষিত।

বৌদ্ধগণ। মোদেরও এই অভিপ্রায়।

শিষ্যগণ। বেশ কথা ইহা।

শঙ্কর। কিবা প্রশ্ন বল তোমাদের ?

৩য় বৌদ্ধ। 'ঈশ্বর অস্তিত্বে' কি আছে প্রমাণ ?

শঙ্কর। তব নিজ সত্বা কিবা আছে বল।

৩য় বৌদ্ধ। আমাতেই 'আমি' আছি

এইমাত্র জানি।

শঙ্কর। 'আমি, কি প্রকার পাও হে দেখিতে!

৩য় বৌদ্ধ। নিজ আত্মা কে কোথা দেখিয়াছে কবে ?

শঙ্কর। ভাল কথা,

কিন্তু এই আত্মা যে আছে কিরূপে জানিলে ?

৩য় বৌদ্ধ। অনুভবে!

শঙ্কর। তবে কেন অনুভবে না মান ঈশ্বরে

যদিই প্রত্যক্ষ বোধ (?)মস্তিষ্কে না আসে!

ভেবে দেখ কেবা তুমি

কোথা হতে আসিলে সংসারে ?

অপগণ্ড শিশু হতে

দিনে দিনে হইলে বর্দ্ধিত কার কৃপাবলে ?

পুনঃ দেখ

কিছুদিনে এই দেহ না থাকিবে আর,

কোথা যাবে ভাব দেখি কিবা চমৎকার!

ঈশ্বর অস্তিত্বে

অবিশ্বাস না করিও কভু।

অনাদি অনন্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়,

অচিন্ত অব্যক্ত যাহা বর্ণিব কেমনে

কিবা হন তিনি আর কেমন সুন্দর!

রবি শশী তারা আদি অনন্ত প্রকৃতি

বার মাস ছয় ঋতু,

তাহার আজ্ঞায়

সাধিছে আপন কাজ পালা অনুসারে।

মুহূর্ত্ত ভিতরে
কত কি হতেছে আহা কে করে নির্ণয়!
সম্পদে বিপদে তিনি সহায় সবার
যেই ডাকে দীনবন্ধু বলে একবার।
পাষণ্ড নারকী জীব!
হেন দয়াময় ঠাকুরে
নাহি ভাব মনে ক্ষণিকের তরে?
তাঁর সত্ত্বা না কর স্বীকার?
মরি অহো কি দুর্ম্মতি!
পরিমিত ক্ষুদ্র কণাসম
মলিন বিবেক বুদ্ধি বল লয়ে
কিসে কর আত্মশ্লাঘা—
সেই অনন্ত পূর্ণ জ্ঞানাধার
জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরে উপক্ষি?
ধিক্ বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানালাভে
ততোধিক বৃথা অহঙ্কারে!
ঘোর অকৃতজ্ঞ মানব কলঙ্ক সেই,
যে নর পাষণ্ড
'ঈশ্বরোস্তিত্ব' কভু না করে স্বীকার।

১ম বৌদ্ধ। নাহি জানি ঈশ্বর আছেন কি না
জানিতে ও নাহি প্রয়োজন;
যে হেতু
সুমঙ্গল শুভনীতি করিলে পালন
হয়না কি ধরম তাহাতে?
"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" মুল মন্ত্র এই।

শঙ্কর। অতি যুক্তিহীন অজ্ঞানের কথা ইহা।
এ ধর্ম্মের লক্ষ্য
ঠিক ভিত্তিহীন অট্টালিকা সম!

যে উদ্দেশে ধর্ম্ম নীতি জ্ঞান
যদি তাই না রহিল,
তবে কিবা ফল তাহা করিয়ে পালন ?
সুফল লাভেতে যদি নাহি থাকে আশা
তবে অকারণ বৃক্ষ রোপে আছে কিবা ফল ?
সেই রূপ মোক্ষদাতা
সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বরে ছাড়িয়ে
ফলহীন-ধর্ম্ম-বৃক্ষে কিবা বল লাভ ?
অতএব ছাড় এ ধারণা
বৃথা তম কর দূর অন্তর হইতে
জ্ঞান চক্ষে দেখ হে ঈশ্বরে !
কুটতর্কে বিচার না হবে
শান্তিহীন প্রাণে না পাইবে সুখ।

৩য় বৌদ্ধ। (ক্ষণকাল নির্ব্বাক অবস্থায় স্থিরদৃষ্টিতে থাকিয়া)
চিনেছি তোমায় দেব !
অধিক বলার আর নাহি প্রয়োজন,
দাও দীক্ষা মন্ত্র তব।

(বৌদ্ধগণ সকলে)

জানিলাম তব জয় হবে সর্ব্বস্থানে
তব অদ্বৈত বাদেতে মোরা হইনু দীক্ষিত !

শিষ্যগণ। সত্যমদ্বৈতং ! সত্যমদ্বৈতং !! সত্যমদ্বৈতং !!!
জয় ধর্ম্মের জয়—জয় সত্যের জয় !

৪র্থ বৌদ্ধ। দেব ! জানিলাম এতদিনে
বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন নিশ্চয়,
হবে অদ্বৈতবাদের জয়।
প্রকৃত ধর্ম্মবীর তুমি।

৫ম বৌদ্ধ। আর্য্যবর্ত্ত ইতিবৃত্তে জ্বলন্ত-অক্ষরে
থাকিবে যে তব বিজয় ঘোষণা !
'শঙ্করবিজয়' গাবে সর্ব্বলোকে

ইহা স্থির সুনিশ্চয় ;
হে আচার্য্য ধন্য তব বল !

শঙ্কর। " যতো ধর্ম্মঃ স্ততো জয় "
শাস্ত্রের বচন চির সত্য জেন।
সত্যই একমাত্র সম্বল আমার ;
জয় সত্য জয় !

সকলে। (পুনর্ব্বার সমস্বরে)
সত্যমদ্বৈতং ! সত্যমদ্বৈতং !! সত্যমদ্বৈতং !!!
জয় অদ্বৈতবাদের জয়—জয় সত্য জয় !

শঙ্ক। এস তবে সবে গন্তব্য স্থানেতে।

পদ্ম। যথা ইচ্ছা প্রভু !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য——প্রান্তর।

(পলায়িত বেশে এক দল বৌদ্ধের প্রবেশ)।

১ম। আর ভাই পারিনা, এখানে একটু জিরুই এস ! (সকলের উপবেশন).

২য়। ওরে ভাই ! এরি মধ্যে পারিনা বল্লে কি হবে ! এখনো ঢের কষ্ট ভুগ্‌তে হবে ; এ মল্লুক একেবারে না ছাড়্‌লে ত রক্ষা নেই। যে কাণ্ড বেঁধেছে, এখন ভালয় ভালয় প্রাণ নিয়ে পালাতে পাল্লে বাঁচা যায়। হায় দয়াময় বুদ্ধ ! তোমার ধর্ম্মের পরিণাম এই হলো ?

৩য়। যা' কেউ কখন স্বপ্নেও ভাবেনি, এতদিনে তা' কার্য্যে পরিণত হলো ! ওঃ কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন ! যে বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থান অধিকার ক'রেছিল, যার প্রবল প্রতাপ, অখণ্ড যুক্তি, সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান, অন্তর্স্পর্শভাব সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও আদর্শ স্থানীয় হয়েছিল,—আজ তার কি শোচনীয় অবস্থা ! ওঃ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা—অসহ্য অসহ্য !!

৪র্থ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই অল্পদিনের মধ্যে কত বৌদ্ধ যে দলে দলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে দীক্ষিত হ'লো, তার ইয়ত্তা নেই ;

শঙ্করের এই অদ্ভুত দিগ্বিজয় পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসে,—বিশেষতঃ আর্য্য-ইতিবৃত্তে চিরকালের জন্য জলন্ত-অক্ষরে দেদীপ্যমান থাক্‌বে! ওঃ সমস্ত ভারতবর্ষে যেন আগুণ জ্বলেছে, কার সাধ্য কাছে যায়। হেন যে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিরোধী চার্ব্বাক, শূন্যবাদী নাস্তিক, তারাও পর্য্যন্ত বিচারে পরাস্ত হ'য়ে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে! ধন্য ক্ষমতা—ধন্য ধর্ম্মশিক্ষা! বৌদ্ধগণ যেন ব্যাঘ্র-তাড়িত মেষপালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চতুর্দ্দিকে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে; আর অধিকাংশই পরাজিত হয়ে জেতার মত অবলম্বন কর্‌ছে! হায় হায়! কালে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম এই হলো? হা ধিক আমাদের পাপ-জীবনে!

৩য়। ভাই! এখন আর অরণ্যে রোদনে ফল কি? চল এই অবস্থায় সাগর পারে কিম্বা অন্য কোন রাজ্যে যাই। বিধর্ম্মী হয়ে প্রাণ রক্ষার চেয়ে এরূপ পথকষ্টে অনাহারে মরে যাওয়াই ভাল!

(নেপথ্যে সমস্বরে সত্যমদ্বৈতং—সত্যমদ্বৈতং—সত্যমদ্বৈতং!)

২য়। ওই শুন সুগভীর জয়োল্লাস ধ্বনি।
আর কেন পাপ কথা শুনিছে শ্রবণে?
চল যাই গন্তব্য স্থানেতে।

সকলে। চল চল তাই ভাল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—নগরপ্রান্তভাগ। (অতি নিৰ্জ্জন স্থান)

শঙ্করাচার্য্য গভীরধ্যানে-মগ্ন; অনতিদূরে অলক্ষিত ভাবে পদ্মপাদ উপবিষ্ট ও নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তামগ্ন। (একজন কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। (স্বগত) হাঁ এই হয়েছে! আজ যদি কোন ছলে এই সিদ্ধ সন্ন্যাসীটাকে আমার চক্রে ফেল্‌তে পারি,—তবে মনের সাধে মা ভৈরবীকে পূজা দিয়ে মনস্কাম সিদ্ধি করবো! এ সদ্য নররক্ত তর্পণে মা চণ্ডিকা নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্না হবেন! হে মা ভৈরবী মহাকালী, এখন তোমারি ইচ্ছা!

(অগ্রসর হইয়া আচার্য্যের নিকট দণ্ডায়মান)

শঙ্ক। (চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক)
—কে তুমি দাঁড়ায়ে হেথা?
কহ মোরে কিবা প্রয়োজন?

কাপা। মহাভাগ!
মূঢ় অতি পাতকী দুর্জ্জন।

শঙ্ক। না নিন্দিও নিয়তিরে,
কহ তব অন্তর-বেদনা;
মম সাধ্য যদি হয়—
পূরাব অবশ্য তাহা জেনো সুনিশ্চয়!

কাপা। (স্বগত) মা ভৈরবী রুদ্রকালী!
পূরে যেন মনস্কাম মোর!
(প্রকাশ্যে) সাধুজন কথা এই বটে।
তবে মহোদয়!
মোর এ প্রার্থনা হায় অতি সুদুর্লভ!

শঙ্ক। যদি তাহা থাকে মম ক্ষমতা অধিনে,
জেনো তবে স্থির তুমি হবে হে সফল।

কাপা। আচার্য্য প্রবর!
দীন এক ভৈরবী-সেবক;
মূঢ়, ঘোর পাপী অতি!
দেব! বিধি-বিড়ম্বনা হায় কে করে খণ্ডন?
তেঁই মম ভাগ্যে অহো ঘটিল এমন!
মহাভাগ! কি কহিব নিয়তির লেখা,—
একদিন ধ্যান-যোগে জননী ভৈরবী
দিলেন দর্শন মোরে;
কহিলেন এই বাণী,—
"জ্ঞানবান সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক রাজন,
প্রজার রক্ষণে সুনীতি পালনে
সদাই তৎপর,

কিম্বা শুদ্ধাচারী সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ
সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী সুজন,
এ উভয় যে কাহারও ছিন্নশির
তাহাদের আপন ইচ্ছায়,—
যদি পার দিতে মোরে উপহার,
তবেই হইবে তুমি সিদ্ধ মহাজন—
তবেই পূরিবে তব বাসনা নিশ্চয়।
ইহা ভিন্ন—
কিছুতে না হবে তব ব্রত উদ্‌যাপন।"
এত বলি গেল চলি মহা রুদ্রেশ্বরী
ভৈরবী জননী মোর!
স্তম্ভিত হইনু আমি শুনি এ কাহিনী!
তদবধি হইয়াছি উন্মাদের মত;
কতদেশ রাজধানী অরণ্য নগর,
দুস্তর পর্ব্বতগিরি করি' উল্লঙ্ঘন,
ভ্রমি দেশ দেশান্তরে কত কষ্ট সয়ে!
কিন্তু হায়!
কে বুঝিবে নিয়তির খেলা,—
এত দিন কোথাও না হনু সফল।
একাধারে সর্ব্বগুণ নৃপতি সুজন
অথবা সন্ন্যাসী সজ্জন,
না মিলিল কোনস্থানে মোর।
যদি বা মিলিল কোথা—
কিন্তু হায়!
স্বইচ্ছায় কেহ নাহি দিল নিজশির।
এবে দেব!
হয় না সাহস বলিতে এ কথা;
কিন্তু আপনিই যোগ্যপাত্র এর।
জানি আমি—

পর উপকার জীবনের ব্রত তব ;
সেই হেতু করিছে মানস
উদ্‌যাপিতে সে সঙ্কল্প আজ !
অগাধ অনন্ত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি,—
শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় সংসার-বিরাগী
সন্ন্যাসী সুজন,—
তুমিই সঙ্কল্পে মোর পূর্ণ উপযোগী !

শঙ্ক। ভাল কথা ইহা;—
মহাপাপী অতি মূঢ় আমি,
আমা হতে যদি কারো হয় উপকার—
বিশেষতঃ ভৈরবী জননী ইচ্ছায়,
সুখে দিব আপন মস্তক !
—ধন্য ভাগ্য মানি এ কারণ !
হে ভৈরবী সেবক !
যদি ইচ্ছা হয়,
লহ এই দণ্ডে মম শির !

কাপা। (স্বগত আনন্দচিত্তে)
আঃ সুপ্রভাত হয়েছিল আজ !
জয় মা ভৈরবী তোমার !
(প্রকাশ্যে) মহাভাগ ! ভৈরবী ইচ্ছায়
যদি হলো বাসনা পূরণ,
তবে আর শুভ কাজে বিলম্বে কি ফল ?
কর তবে দেব তব ইষ্ট মন্ত্র জপ,
সশস্ত্র আছি হে প্রস্তুত আমি।

শঙ্ক। তথাস্তু ! কর তব কর্ত্তব্য সাধন !
(আচার্য্যের ইষ্টমন্ত্র জপ)

কাপা। জয় মা রুদ্রকালী—ভৈরবী জননী !
(নিকটে যাইয়া খড়্গ প্রহারোদ্যোগ)

প। (ত্রস্তভাবে স্বগত) একি !

তুষ্ট কি করে সাধন ?
না,—চক্ষে এ অসহ্য দেখিতে নারিব !
আছি সিদ্ধ আমি নৃসিংহ মন্ত্রেতে,
পরীক্ষার এই সুসময় !
(প্রকাশ্যে) কোথা হে নৃসিংহ দেব !
ত্বরা করি আসি রক্ষ গুরুদেবে—
দিয়ে দুষ্টে সমুচিত ফল।

(অকস্মাৎ নেপথ্য হইতে সহুঙ্কারে বিকটবেশে নৃসিংহ দেবের প্রবেশ)

নৃসিংহ। আরে আরে দুষ্ট কাপালিক
পাপকর্ম্মে প্রতিফল কর্‌রে গ্রহণ !

(কাপালিকের প্রাণসংহার পূর্ব্বক আচার্য্যকে রক্ষা)

কাপা। (বিকৃতস্বরে) ওঃ নিয়তির খেলা কে খণ্ডাবে হায় !
মা ভৈরবী মরি যাই—যাই !
অহো অধর্ম্মের ফলে মরিনু অকালে ;
মা চণ্ডিকে ! ক্ষমা করো দীনে !! (মৃত্যু)

শঙ্ক। নমি হে নৃসিংহরূপী পরম ঈশ্বর ! (প্রণাম)

পদ্ম। জয় নৃসিংহদেবের জয় !! (উভয়ের জয়ধ্বনি করন)

নৃসিংহ। চলিলাম এবে আমি
হউক মঙ্গল তোমা সবাকার ! (প্রস্থান)

পদ্ম। জয় ধর্ম্মের জয়—জয় সত্যের জয় !!

শঙ্ক। প্রিয় পদ্মপাদ !
এ রহস্য ভেদ করিতে নারিনু ;
কহ সবিস্তার মোরে এ অঘট-ঘটন !

পদ্ম। গুরুদেব !
ইতি পূর্ব্বে—
হয়েছিনু সিদ্ধি আমি নৃসিংহ মন্ত্রেতে !
সেই হেতু
স্মরণ করিবামাত্র

আইলেন দিতে প্রভু ছুষ্টে প্রতিফল!
কপটী এ কাপালিক জানিবেন প্রভু।

শঙ্ক। ধন্য হে ঈশ্বর
তব অপার মহিমা!!
এস তবে যাই পূর্ব্বস্থানে
শিষ্যগণে হ'তে সম্মিলিত।

পদ্ম। তথাস্তু—চলুন দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য——দ্বারকাপুরী—— হরি-মন্দির।

(বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক হরিনাম কীর্ত্তন)

(ওহে) হরিনাম বদন ভ'রে গাও সবাজন।
ঘুচিবে ভবের জ্বালা পাবে শান্তি-নিকেতন।
(একবার হরি বলরে——একবার প্রেমে মাতরে)
দয়াল হরি দয়া করি দিবেরে নবজীবন।
ভাসিবে সুখ-সলিলে—লভিবেরে মোক্ষধন।
মাতিয়ে প্রেমে সবাই—কর হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
(একবার ভক্তিভরে রে—একবার নেচে ২ রে—একবার বাহুতুলে রে)

(শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্ক। গাও সবে মিলে পুনঃ ঐ নাম।

১ম বৈষ্ণব। বাপু! তুমি ত অদ্বৈতবাদী;—আবার আমাদের মাথা খেতে এলে কেন? দেখ! আমরা সব মূর্খলোক,—তোমাদেরও বাক্ বিতণ্ডার মীমাংসা করবার ক্ষমতা আমাদের নাই, শুনতেও চাই না। যাও বাপু, তোমরা সর্ব্বদেশে দিগ্বিজয় করে বেড়াও, আমরা এই প্রার্থনা করি।

শঙ্ক। না—না,
হে বৈষ্ণব! পুনঃ নাহি বলো হেন কথা।
করি হে মিনতি

গাও সবে মিলে ঐ নাম।
প্রাণ বড় হয়েছে অস্থির
শুনিতে ঐ প্রাণভোলা নাম!
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!!!

২য় বৈষ্ণ। অদ্বৈত মতে ত মোরা হয়েছি পতিত,
তবে কেন আপনিও হ'ন দ্বৈতবাদী?

শঙ্ক। না—না, দ্বৈতবাদ এ নহে ত কভু!
এ জীবন্ত-আস্থা যার আছে হরি প্রতি,
সে ভক্তি-অন্ধ হলেও পতিত না হয়!
সেইই অদ্বৈতবাদী
যেই করে হরি মাত্র সার!
গাও ভাই সবে মিলে করি অনুরোধ
সে প্রাণভোলা—মোক্ষ-হরিনাম!!!

(উচ্চৈস্বরে) হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

(সকলের বাহুউত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে২ পূর্ব্বোক্ত হরিসঙ্কীর্ত্তন)

শঙ্ক। তোমা সবে থাক এই মতে।
ভক্তি—কর্ম্ম—জ্ঞান নহে ভিন্ন কিছু;
তবে এক জ্ঞান সর্ব্ব মূলাধার!
কিন্তু
তোমা সবে থাক এই মতে;
প্রয়োজন নাহি মম অদ্বৈত বাদেতে।
তোমাদের
এইই অদ্বৈতবাদ মুক্তির উপায়!
হরিনাম—হরিনাম—হরিনাম সার!
হরিই জগত-গুরু হরিই জীবন,
হরি ভিন্ন নাহি কিছু আর!
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল হরি!
ওঁ হরি ওঁ!!
(শিষ্যগণের প্রতি)

—এস সবে মোর জীবন-আশ্রয়
ভ্রমিবারে ভিন্ন ভিন্ন দেশ!

পদ্ম। চলুন—যথেচ্ছা দেবু!

[এক দিকে বৈষ্ণব দল ও ভিন্নদিকে সশিষ্য শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য——রাজপথ।

বহুসংখ্যক শিষ্য পতাকা হস্তে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, করতালাদি সংযোগে বিজয়-সংগীত গীত করিতে করিতে শঙ্করাচার্য্যের সহিত প্রবেশ।

বাগেশ্রী——আড়াঠেকা।

গাও আজি সবে মিলি' শঙ্কর-বিজয়।
সত্য জ্ঞান-প্রচারক যিনি সর্ব্বময়।
যাঁহার প্রতিভাবলে অসদ্ধরম সমূলে
যাইল হে রসাতলে—নব-বিধান-প্রভায়।
বিশ্বধর্ম্ম সনাতন বেদাদি অমূল্য ধন
মুক্ত হলো যাঁর গুণে—বন্দ হে তাঁরে সবায়॥

শঙ্ক। মোর প্রতি কেন জয়ধ্বনি?
সর্ব্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরে দেহ জয়ধ্বনি!
আমি ত নিমিত্ত শুধু;
শম্ভুর অতুল কৃপায়,
এতদিনে হলো মোর সার্থক সকলি।
বৌদ্ধধর্ম্ম-মূল হলো উৎপাটিত,
বেদ বেদান্তও হয়েছে উদ্ধার,
সনাতন সত্যধর্ম্ম হইল প্রচার,
সর্ব্বত্রই হইয়াছে শান্তির স্থাপন;
চির সত্য অদ্বৈতবাদ মোর
সর্ব্ববাদী সম্মত হয়েছে এবে।
এতদিনে হলো মোর সার্থক জীবন!

জয় ধর্ম্ম—জয় সত্য জয়!!

পদ্ম। এস সবে মিলে গাই ধরম-বিজয়!

সকলে। জয়—শঙ্করাদ্বৈতবাদ-জয়! জয় সত্য-জয়!!

(একজন শূন্যবাদী নাস্তিকের প্রবেশ)

শূন্যবাদী নাস্তিক। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আচার্য্য ম'শায়! বলি আপনার এ সব কি? কেন মিছে ভূতের বেগার খেটে মচ্ছেন? এমন নবীন বয়স—এমন সুখের সময়——

শঙ্কর। (বাধা দিয়া) আপনার কিবা প্রয়োজন
জানিতে বাসনা করি!

শূন্য। বলি আপনি এ 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করে এক হুজগ্ তুলেছেন কেন? ঈশ্বরটা আবার কে? "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"—মিছে মিছে যত নির্ব্বোধ লোক গুলোকে সন্ন্যাসী করে এমন সুখের মনুষ্য জন্মটা একেবারে নষ্ট করান কি আপনার উচিত? ভেবে দেখুন, যা' সত্য নয়, তার জন্যে কষ্ট স্বীকারে কি লাভ?

শঙ্কর। কিবা তব নাম ধাম কাম?

শূন্য। (বিদ্রূপচ্ছলে হাস্যের সহিত) স্বামিন! কি মজা কি মজা! সব শূন্য সব ফাঁক্! আমার নাম "নিরালম্ব, পিতার নাম কল্পিতরূপ, মাতার নাম নির্ভরিতা।" বাহবা কিমজা কিমজা! সবই শূন্য আর সবই ফাঁক, ব্রহ্মও নাই! খাও দাও আমোদ কর, মজাকরে গায় বাতাস দে বেড়াও! ধর্ম্মাধর্ম্মের কিছু খোঁজ রাখিনে বাবা! তাই বলি আপনার এ গেরো কেন? এই অল্পবয়সে কেন মিছে এমন কষ্ট করে মরছেন?

শঙ্কর। সে যাহা হোক,
তুমি 'ব্রহ্ম নাই জানিলে কেমনে?

শূন্য। 'যা' কেউ কখন দেখ্‌তে পায় না, তা' যে আছে তার প্রমাণ কি?

শঙ্কর। তুমি কে বল দেখি?

শূন্য। আমি মনুষ, ক্ষিদে পেলে খাই,—ঘুম পেলে ঘুমাই, আর——

শঙ্কর। (বাধা দিয়া) না জিজ্ঞাসি সে কথা তোমায়!
কে তুমি?—কোথা হতে আসিলে ভবভে?

কোথা যাবে পুনঃ ?
কিবা আশ্চর্য্য তবে ভাব দেখি মনে !

শূন্য। ভেবেছি অনেক,—কিন্তু অন্ধকার, ভিন্ন আর ত কিছুই দেখতে পাইনে বাবা !

শঙ্ক। সে কি কথা !—
সত্য মিথ্যা করিতে বিচার
নাহি কি ক্ষমতা তব ?
ভাল,—তবে সরল বিশ্বাসী হয়ে
ঈশ্বর-অস্তিত্ব তুমি করহ স্বীকার ;
দেখিবে—
স্বর্গীয় বিমল সুখ লভিবে তাহাতে !

শূন্য। বাবা ! কাজ নাই সে সুখে আমার,
এতে আমি বেশ সুখে আছি !
এবে চলিলাম নিজ কাজে—
যাহা ইচ্ছা কর ওহে তুমি ? (গমনোদ্যোগ)

শঙ্ক। (গণ্ডদেশে করাঘাত করিয়া) কোথা যাও মূঢ় ?

শূন্য। উহু হু,—একি বাবা ! এই কি তোমার ধর্ম্ম প্রচার ? যত ভণ্ডামী (থতমত খইয়া) এঁ্যা—এঁ্যা—একা পেয়ে বাবা শেষে মার দিলে ? বেশ সাধু যা' হোক ! ,

শঙ্ক। মূঢ় ! কিবা দোষ দিতেছ আমায় ?

শূন্য। আমার গালে ব্যথা হলো—তোমার আর কি ? তুমি ত দিব্বি হাতে সুখ্ করে নিলে !

শঙ্ক। আচ্ছা—দেখাইতে পার তব ব্যথা ?

শূন্য। বেশ কথা বল্লে যাহোক তুমি। (ঈষৎ বিদ্রূপ ভাবে) হাজার হোক আপনি একজন মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত কিনা,—তাই ব্যথা দেখ্তে চাচ্চেন।

শঙ্ক। তবে এই ব্যথা
তুমিই বা জানিলে কেমনে ?

ন্য। আমার লেগেছে তাই টের পাচ্ছি ;—তুমি বুঝ্তে পারবে

কেন? ম'শায়! ঈশ্বর ধর্ম্ম বুঝ্‌তে পারিনে বলে কি শরীরের ব্যথাটাও অনুভব কর্‌বার ক্ষমতা নেই?

শঙ্ক। (কৃত্রিম ক্রোধের সহিত)

—তবে রে মূঢ় নারকী,
অন্তত অনুভবে কেন না মান ঈশ্বরে?
ইহাতেই—
সাক্ষাৎ ঈশ্বর দেখিবে যে ক্রমে!
যাঁর দয়া পারাবার সম
সে মহান জনে মূঢ় না কর বিশ্বাস?
অকৃতজ্ঞ এত রে তুই?
যাঁর কৃপাবলে এলিরে ধরাতে,
যাঁর খেয়ে হলিরে মানুষ
যাঁর বলে শক্তিলি সকলি,
এ হেন পরম ঈশ্বরে—
এককালে না মানিস মূঢ়?
যাঁর সুশৃঙ্খল নিয়মের বলে,—
ক্ষুদ্রকীট অনু হতে—
জীবজন্তু আদি অনন্ত প্রকৃতি
এক সূত্রে আছে বাঁধা অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায়,
তাঁর সৃজ্য শ্রেষ্ঠ হয়ে
বিন্দুমাত্র নাহি মান তাঁর?
মূলে অস্তিত্ব তাঁর না কর স্বীকার?
ইহাপেক্ষা আর কি আছে আক্ষেপ।
—ভাব দেখি তব নিজ জন্ম কথা!
কিবা ছিলে—কোথা হতে এলে—
এবে কি হয়েছ—পুনঃ হবে কি আবার!
—ভাব দেখি মনে কে চালায় তোমা!
হায় হায় কি বিস্ময়!
হেন জনে তুমি না কর স্বীকার!

অহো! দুর্ব্বিসহ তোমা সম নারকীর ক্লেশ!

শূন্য। (সহসা দিব্যজ্ঞান পাইয়া আচার্য্যের পদতলে লুণ্ঠন ও সরোদনে)

—গুরুদেব! শুভক্ষণে পাপ-চক্ষু হলো উন্মীলিত!
নারকীর কিবা আছে গতি?
মুক্তির উপায় দেহ ব'লে মোরে!
অহো! অন্তর্ভেদী অসহ্য যন্ত্রণা মোর—
বৃশ্চিক দংশন সম হলো পরিণত!
দাও বলি প্রভু কিসে যায় জ্বালা—
বল ত্বরা দেব বিলম্ব না সহে!

শঙ্ক। (পশ্চাতে সরিয়া) ধর্ম্ম-রস পানে হও মাতোয়ারা
ধর্ম্মই একমাত্র ঔষধ ইহার।

শূন্য। আজি হ'তে বিসর্জ্জিনু নশ্বর বিভব
ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয় আমার!
দেব! এবে হতে হইলাম দলভুক্ত তব!

শিষ্যগণ। জয় ধর্ম্মের জয়—জয় সত্যের জয়!!

শঙ্ক। চল তবে যাই সবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে।

শিষ্যগণ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব।

(ক্রমিক দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

শিষ্যগণের পুনর্ব্বার পূর্ব্বমতে পূর্ব্বোক্ত গীত গান করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, নগর, গ্রাম, অরণ্য, প্রান্তর, পর্ব্বতময় স্থান প্রভৃতি ভ্রমণ; এবং পরিশেষে কেদারনাথ বা কেদারেশ্বর তীর্থে উপনীত হওন।

শঙ্ক। আহা! বিধাতার কি সুন্দর সৃজন-কৌশল।
অনন্ত-রহস্য তাঁর কে বর্ণিতে পারে?
চর্ম্মচক্ষে হেরিলাম কত শত দেশ,
ইহা এক অপরূপ স্থান!
তুষার আচ্ছন্ন চারিদিক—
সূর্য্যালোক অস্পষ্ট বিকাশে,
সন্ধ্যা বা গোধূলি কিছু নাহি বুঝা যায়?

(শিষ্যগণের প্রতি)

আজ নির্জন বাস করিব হে আমি
তোমা সবে যাও কিছু দূরে,
তথা গিয়া করহ বিশ্রাম।
ক্লান্তি দূর হ'লে পুনঃ আসিও হেথায়,
দেখা পাবে মোরে এইখানে!

শিষ্যগণ। যথা ইচ্ছা প্রভু! (সকলের প্রণামান্তে প্রস্থান)

শঙ্কর। (ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত)
—অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিছে জীবন,
জীবনের উদ্দেশ্যেও হয়েছে পূরণ!—
যে কারণে ভবে আশা
সিদ্ধও হয়েছে তাহা!
কালপূর্ণ হলো আজ মোর,
ভগবান ব্যাস-বাক্য হইল স্মরণ—
দ্বাত্রিংশ বর্ষ আজি মোর শেষ।
মাতৃ আজ্ঞা করেছি পালন,—
অন্তিম সময়ে তাঁর দিয়ে দরশন,
মনোবাঞ্ছা করেছি পূরণ।
চিরতবে তিনি
বৈকুণ্ঠেতে পেয়েছেন স্থান।
অবশিষ্ট কাজ কিছু নাহি মোর।
তবে আর কেন বৃথা থাকি মরলোকে?
পবিত্র এ তীর্থস্থানে সাঙ্গ করি লীলা!
শক্তি হারা প্রাণে আছে কিবা ফল?
কোথা শক্তি কোথা তুমি জীবনের ধন?
অহো শঙ্কর যে শক্তি হারা!
হায়! জীবন তোষিণী শক্তি সর্ব্বস্ব আমার,
কোথা তুমি—কোথা আছ ত্যেয়াগিয়ে মোরে?
এতই তুমি কি নিঠুরা হইলে?

অহো! কেআমি—কোথা যাব—কিই‌ংবা করিব ?

হায়! একদিন—
জীবনের পরীক্ষায়, একদিন মোর,
করিনে বিশ্বাস অস্তিত্বে-তোমার,
উপহাস করেছিনু হীন বুদ্ধি দোষে ;
তেঁই কি নিঠুরা তুমি হ'লে প্রাণেশ্বরী ?
(ক্ষণপরে) না—না,
আত্মভোলা আমি হায় চির আত্মময় !
তুমি যে আমারি—আমি যে তোমারি !
তোমা আমা ভেদ সম্ভবে কি কভু ?
এক আত্মা—এক প্রাণ ভেদাভেদ হীন,
তুমি আমি নহি ভিন্ন প্রকৃতি পুরুষ !
তোমায় আমায় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন
তোমায় আমায় পালন কারণ
তোমা আমা পুনঃ সংহার মূরতি।
সূক্ষ্ম অনু হতে জলধি ভূধর
যক্ষ রক্ষ নর দেবতা নিকর
অনন্ত মেদিনী তোমা আমা লয়ে।
(ক্ষণপরে) ভ্রান্তজীব !
কতকাল আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে
মরিবি ঘুরিয়া কণ্টকিত পথে ?
কাটি মোহ-ডোর মেলরে নয়ন
এ অদ্বৈত ভাব কর রে গ্রহণ
সংসার-তুফানে বাঁচিবি যদি !
(ক্ষণপরে) একি! এক একরূপ—
সর্ব্বভূত একাকার ময় !
মরি মরি কি সুন্দর ভাব !

(যোগাসনে উপবেশন ও গম্ভীর ভাবে তন্ময় চিত্তে ধ্যান,—সমাধি হওন)

ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!! ওঁ তৎসৎ!!!

(শিষ্যগণের প্রবেশ)

আন। একি! আচার্যের আজ রূপান্তর দেখি কেন? এ কিরূপ সমাধি!

পদ্ম। তাইত আজ্ যেন কিছু নূতন নূতন দেখ্‌তে পাচ্ছি!

শঙ্ক। ওঁ ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম সর্ব্বময়!

ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!! ওঁ তৎসৎ!!!

হস্তা। একি! এ কেমন ভাব? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! (আচার্য্যকে লক্ষ করিয়া) গুরুদেব! একি ভাব হেরি তব আজি?

শঙ্কর। "ওঁ মনোবুদ্ধহঙ্কার চিত্তাদ্যিনাহং—
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রম্
নচ ব্যোম ভূমির্ণতেজো ন বায়ুঃ
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্।
অহং প্রাণসংজ্ঞো নতে পঞ্চ বায়ু—
র্নবা সপ্ত ধাতুর্নবা পঞ্চকোষাঃ
ন বাক্যানি পাদো নচোপস্থপায়ুঃ
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্।
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥
নমে দ্বেষ রাগৌ নমে লোভ মোহৌ।
মদোনৈব মেনৈব মাৎসর্য্য ভাবম্।
ন ধর্ম্মো নপর্থো ন কাম ন মোক্ষঃ
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥
ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা নমে জাতি ভেদাঃ
পিতানৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু ন মিত্রং গুরু নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকার রূপঃ
বিভূর্ব্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম্।

নবন্ধন নৈব মুক্তি র্ন ভীতিঃ
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥"

(সহসা স্বর্গীয় জ্যোতি বিকাশ,—যোগবলে শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ)

বিষ্ণু। একি—একি!
হায় হায় কি হ'লো কি হ'লো!

আন। অহো! গুরুদেব কোথায় যাইল!

পদ্ম। হে আচার্য্য! গুরুদেব! (গাত্রে হস্তস্পর্শ) একি স্পন্দ নাই! বুঝি অচেতন?—না এযে মৃত দেহ! অহো! তবে কি হলো কি হলো!

হস্তা। হায়! কিবা মর্ম্ম পীড়া!
অহো অসহ্য যন্ত্রণা!
গুরুদেব! একবার উঠ—এ অধম শিষ্যদের সঙ্গে মুখ তুলে একটি কথা কও!

পদ্ম। হা বিধাত এই ছিল মনে?
কাঁদাইলে সমগ্র ভুবন?

আন। হায়! মধ্যাহ্নে অস্তমিত হইল ভাস্কর মেদিনী।
ঘোর অ ধার রূপে ঘেরিলা ভুবন!

(শিষ্যগণের বিলাপ-কোলাহল)

(সহসা শূন্যদেশে উজ্জল জ্যোতি প্রকাশ ও সৌম্যমূর্ত্তিতে শিবের আবির্ভাব)

শিব। বৎসগণ!
বিধাতার উদ্দেশ্য হয়েছে পূরণ,
সনাতন সত্যধর্ম্ম হয়েছে প্রচার,
ভব-ভার হয়েছে লাঘব,
জীব-মুক্তি-পথ পেয়েছে প্রকাশ।
অসদ্ধর্ম্ম গিয়েছে সমূলে,
বেদ বেদান্তাদি হয়েছে উদ্ধার,
তোমাদেরও স্বকর্ত্তব্য হয়েছে পালন!
ধর্ম্ম-রাজ্যে তোমাদের সর্ব্বত্র বিজয়,
ভাবিবার নাহি কিছু আর।
অকারণ কেন খেদ কর মোর তরে?

হয়েছে হে সাঙ্গ মোর লীলা,
সেই হেতু নরলোক আইনু ছাড়িয়ে
বৃথা মোহ করি দূর হের হে আমায়!
(শিষ্যগণের কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব)

সাহানা———ধামার।

জয় দেব বিশ্বেশ্বর—ত্রিলোচন গুণাধার
ভূতনাথ মহেশ্বর—প্রণমি হর তোমায়।
দর্পহারী কাম-অরি—মুক্তিদাতা ত্রিপুরারি
সৌম্যরূপী ভয়হারী—পিনাকি হে মৃত্যুঞ্জয়।
আশুতোষ ভগবান—জয় সর্ব্বশক্তিমান
শঙ্কর কৃপা-নিধান—প্রণমি হে লীলাময়॥
ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

———

সমাপ্ত।

বিশ্বাস ও বিশ্বাসী।

যদি ইহ পরলোক সুখে কাটাইতে চাও,—ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা কর,—দুর্লভ ও বহু আয়াসলব্ধ বস্তু উপভোগ করিতে যত্নবান হও, তবে অগ্রে বিশ্বাস রূপ আরাধ্য-দেবতাকে মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কর, তন্ময় ভাবে তাঁহার অর্চনা ও ধ্যান কর,—সরল ও অকপট চিত্তে তাঁহাকে আত্মজীবন উপহার দাও। ইহার বলে দুর্ব্বল মহাবলীর কার্য্য করে, দরিদ্র সম্রাটের সমকক্ষ হয়, মহামূর্খ—সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অধ্যাপকের উপযুক্ত হইতে পারে। ইহারই অচিন্ত্যনীয় মহিমায়—ঘোর নাস্তিক আস্তিকে পরিণত হয়,—পরশ্রীকাতর দুষ্টহৃদয়—দয়ার অবতার হইতে পারে এবং কদাচারী নরপাষণ্ড—প্রেমের মূর্ত্তিমান দেবতা হইয়া থাকে। অতএব এই বিশ্বাসই ধর্ম্ম, বিশ্বাসই জ্ঞান; এই বিশ্বাসই প্রেম,—বিশ্বাসই শান্তি; এই বিশ্বাসই আদি-বিশ্বাসই অনন্ত! যদি সর্ব্বমূলেই ইঁহাকে দেখিতে পাই,—তবে ইনি সর্ব্ব মূলাধার—সুতরাং ব্রহ্ম! অতএব আমি ভক্তিভরে বিশ্বাসরূপী ব্রহ্মকে প্রণিপাত করি।

"তর্ক নাই—বিচার নাই—মীমাংসা নাই,—প্রাণ যায়, তাই হরি বলি!" কি গভীর ভাবমূলক সুন্দর কথা! হে ক্রিয়াভিমানী জ্ঞানীবর! তোমার অতলস্পর্শ সূক্ষ্মতম তত্ত্বজ্ঞান কি এখানে দাঁড়াইতে পারে? ভাই দার্শনিক! তোমার গভীর পাণ্ডিত্য পূর্ণ দর্শনে কি এমন প্রাণারাম মীমাংসা আছে? ধন্য চৈতন্যদেব—ধন্য তুমি, ধন্য তোমার উদার প্রেম,—ধন্য তোমার অলৌকিক বিশ্বাস! ধন্য তোমার আত্মবল! ভক্ত শিশু ধ্রুব! তোমার অপার মহিমা এ পাপ সংসারে কয়জন বুঝিবে? পঞ্চম বর্ষে তুমি যে অমূল্য-নিধি চিনিয়াছিলে,—যে প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলে,—যে বিশ্বাস-বলে গভীর রজনীযোগে ভয়াল-হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল-ভীষণ অরণ্যে "হরি—হরি—পদ্মপলাশলোচন—কোথা তুমি হরি!" বলিয়া প্রাণের ব্যাকুলতায় কাঁদিয়াছিলে,—কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণকেও চমকিত করিয়াছিলে,—সে গভীর উদাত্ত প্রেম,—সে জাগ্রত জীবন্ত-বিশ্বাস, কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়? হরিদ্বেষী পাষণ্ড দৈত্যকুলের অমর প্রহ্লাদ! তোমার বিশ্বাস-কাহিনী কি সামান্য ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে? তোমার নিষ্কাম-প্রেম স্বর্গ হইতেও গরীয়ান!

তুমি বিশ্বাসে গঠিত,—তোমার প্রাণ বিশ্বাসময়,—তুমি বিশ্বজননী প্রেমের আদর্শ! তাই তুমি অনন্ত অনলে,—প্রমত্ত হস্তীপদতলে—ভীষণ সমুদ্রজলে, মৃত্যুর অব্যর্থ সন্ধান—কালকূট ভক্ষণেও জীবিত হইয়াছিলে! মদোন্মত্ত হিরণ্যকশিপুকে যখন তুমি বিশ্বাসবলে সর্ব্বব্যাপী হরিকে স্ফটিকস্তম্ভে দেখাইলে, তখন তোমার বিশ্বাস, ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিল। বিশ্বাসের যে কি অচিন্তনীয় বল, কি অলৌকিক মহিমা, তাহা তুমি জগতের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে খোদিত করিয়া গিয়াছ। ধন্য তুমি—ধন্য পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যস্থান! বঙ্গের আদর্শবণিক—সওদাগর পুত্র বালক শ্রীমন্ত! তোমায়ও ধন্য! তুমি যে অদ্ভুত বিশ্বাস বলে সিংহলমশানের বধ্যভূমিতে "মা—কোথা মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, দেখা দে মা!" বলিয়া বিশ্বাসের অভয়দুর্গে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ করিলেও সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়—প্রাণ চমকিত হইয়া উঠে। আর অসভ্য অমর্ককুলের আদর্শ ভক্ত,—সরল বিশ্বাসীর শীর্ষস্থানীয়—মহাবলী হনু! তোমার প্রভু-ভক্তি ইহজগতে অতুলনীয়! তোমার অলৌকিক্ ভক্তি-বিশ্বাস অতীব মনোহর! যখন শ্রীরামচন্দ্র প্রদত্ত বহুমূল্য হীরকমালা তুমি গলদেশে ধারণ না করিয়া দন্তে কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিলে এবং লক্ষ্মণের উপহাস বাক্যে মর্ম্ম পীড়িত হইয়া সদর্পে বলিয়াছিলে, যে দ্রব্যে রাম নাম নাই, হনু তাহা স্পর্শ করিতেও চাহে না!" তদনন্তর লক্ষ্মণের সন্দেহ-বাক্যে যখন তুমি অবলীলা ক্রমে আপন বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া রামসীতার অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া বীর লক্ষ্মণকে চমকিত করিলে,—জগতে বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইলে,—তখন জগৎ বুঝিল,—তুমি কেবলি বিক্রমশালী বীরপুরুষ নহ, তুমি ভক্তের প্রাতঃস্মরণীয়—বিশ্বাসীর আদর্শস্থল! ধন্য তুমি—ধন্য তোমার পশু জন্ম! আমরা সুসভ্য হইয়াও তোমার এই অনন্ত বিশ্বাস—এই অমূল্য বিশ্বাসের কণাংশও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিনা। এই ত বিশ্বাস, এই ত বিশ্বাসীর পরিচয়! নচেৎ দেশ কাল পাত্র ভেদে যে বিশ্বাস, তাহা বিশ্বাস নামের কলঙ্ক—বিশ্বাসীর মর্ম্মান্তিক যাতনা ও আত্মদুর্ব্বলতার পরিচায়ক মাত্র!

গুরুশিষ্য সম্বাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুরু। আহারের দোষে এবং সঙ্গ দোষে আমাদিগের বুদ্ধির ভাব যে বিশেষরূপ মলিন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি দেখঃ—যে দিবস আমরা উত্তম সাত্বিক ও পরিমিত আহার করি, এবং সাধুচর্চ্চায়—যে চর্চ্চায় কোন লৌকিক গ্লানি না হইয়া ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা করি ও মনের প্রসন্নতা লাভ হয়, সে দিবস আমাদিগের বুদ্ধির ভাব সুন্দররূপ থাকে। কিন্তু যে দিন মাংসাদি উৎকোচক গুরু পদার্থ বা অধিক জলীয় আহার করি, সে দিন আমাদের অন্তঃকরণের ভাব নিতান্ত মলিন হয়। শরীর অসুস্থ হইলেই সমুদয় মানসিক বৃত্তি ও জড় ভাব ধারণ করে,—ইহা স্বভাবসিদ্ধ। যাহাতে পুনর্ব্বার নূতন সংস্কার না জন্মে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মনকে সংযত ও বিশুদ্ধ করিতে হইলে, প্রথম হইতেই নির্জ্জন বাস অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। যখন দেখিবে যে একাকী থাকিতে তোমার কোন কষ্ট না হইয়া বরং অধিক আনন্দ হয়, তখন অন্তর্সঙ্গ অর্থাৎ মনের ও বুদ্ধির যে সঙ্কল্প-বিকল্প নিশ্চয় অহংভাব, সে গুলিকে বিশেষ সতর্কতা ও যত্নের সহিত ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে। এ অভ্যাসটী অল্পে হইবার নয়,—অতি ধীরে ধীরে যে প্রণালী করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করঃ* অহং ও মম অর্থাৎ আমি ও আমার এই কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কার, বুদ্ধি ভাবটী জীব ভাব এবং কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কার জন্য; শুদ্ধ বুদ্ধি ঈশ্বর ভাব; এই শুদ্ধ বুদ্ধি কিরূপে হয়, এক্ষণে ইহার বিচার কর্ত্তব্য।

• অহংভাব মন ও বুদ্ধির অনুগত প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় কার্য্য হইল এবং ঐ বুদ্ধি প্রকৃতির সত্ত্ব গুণের কার্য্য; অতএব সমস্ত প্রকৃতির কার্য্য স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে যখন বুদ্ধি নিজে প্রকৃতির গুণের কার্য্য, তখন ইহা পরতন্ত্র হইল; কিন্তু জীবভাব স্বতন্ত্র চৈতন্য প্রকাশ পদার্থের প্রতিবিম্ব, কেবল বুদ্ধি রূপ জলেতে পতিত হইয়া এরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ বুদ্ধিরূপ জলে

---

* শিবসংহিতা, গীতা এবং ভাগবত ১১শ স্কন্ধ—বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অন্তর্হিত হইলে আর সেরূপ প্রতিবিম্ব থাকে না—তখন স্বরূপ হয়; অতএব এই স্বরূপ ভাব কিরূপে হয়, এই বিচার করিতে হইবে।

আমাদিগের অন্তঃকরণ (মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারাদি) সর্ব্বদা মলিনভাবে থাকে—যে ভাব ঐ প্রকৃতির রজঃ ও তমগুণের কার্য্য; অতএব সত্বগুণ যে প্রকাশ ও সুখ ভাবটী প্রকৃতির আছে, সেই ভাবে আমাদিগের অবস্থান করিতে হইবে। সত্ব গুণের প্রকাশ ভাব (জ্ঞান) ও সুখভাব (শান্তি) বুঝিতে হইবে এবং এই দুই ভাবই আদিভাব, অন্যান্য ভাব সমস্ত মলিনভাব রজঃ ও তমগুণের কার্য্য। এই শান্ত ও প্রকাশ ভাব বুদ্ধিতে স্থির করিয়া রাখিতে গেলে, আমাদিগের প্রথমে নির্জ্জনে বাস এবং উত্তম সঙ্গ ও উত্তম আহার এবং উত্তম স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। এক্ষণে এই উত্তমটী কি, ইহা জানিতে হইবে। অতএব এস্থলে উত্তম এই বুঝিতে হইবে যে, যে স্থানে, যে সঙ্গে, যে আহারে চিত্ত অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি—প্রসন্ন, সচ্ছন্দ ও আনন্দভাবে থাকে। এটী আপন আপন আয়ত্বে বিবেচনা করিতে হইবে; কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে অহং ভাব (আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখি, দুঃখি বা গরিব) এই ভাবটী হইতে সর্ব্বদা সতর্ক ও পৃথক থাকিতে অভ্যাস করিতে হইবে এবং তাহার অভ্যাসের প্রথম উপায় সঙ্গবর্জ্জিৎ এবং দেহ আমি নহি এই ভাব সর্ব্বদা চিন্তা করা, পরে সদ্‌গুরুর আশ্রয় এবং অন্তর্য্যামি ভগবানের ধ্যান অর্থাৎ ওঙ্কার অবলম্বন; ইহাই আত্মোন্নতির প্রধান সোপান।

জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিশেষ কথা।

সুষুপ্তি অবস্থা:—চৈতন্য প্রকাশ দ্বারা আনন্দের ভোক্তা প্রাজ্ঞ (জীব), এই নিমিত্ত নিদ্রাভঙ্গে আমি সুখে ছিলাম অথচ কিছু জানি না। বেদান্তসার ১৬ পৃষ্ঠা। "আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ।" মায়া—অবিদ্যা (অজ্ঞান) সত্ব রজ তম গুণযুক্তা।

ঈশ্বর।—এই অজ্ঞান সমষ্টি অখিল প্রপঞ্চের কারণ, শরীর আনন্দ প্রচুর হেতু, এবং কোষের ন্যায় আচ্ছাদক প্রযুক্ত আনন্দময় কোষ; সকল ইন্দ্রিয়াদিরও পরম স্থান হেতু সুষুপ্তি; অতএব স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় স্থান। এই অজ্ঞান সমষ্টিতে উপস্থিত চৈতন্য ঈশ্বর শব্দবাচ্য,—যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামী বলে।

অবিদ্যা—এই অজ্ঞানের সমষ্টি অপকৃষ্ট উপাধি সুতরাং তমোমিশ্রিত সত্ত্ব প্রধান।

জীব—এই ব্যষ্টি অজ্ঞানে উপস্থিত চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ (জীব) বলে। যিনি মলিন সত্ত্ব প্রধান অস্পষ্ট উপাধি দ্বারা অল্প প্রকাশক।

এই অজ্ঞান সমষ্টি অহঙ্কারাদির কারণ প্রযুক্ত কারণ শরীর, প্রচুর আনন্দ হেতু ও কোশের ন্যায় আচ্ছাদক প্রযুক্ত আনন্দময় কোষ এবং ইন্দ্রিয়াদির উপরমস্থানী হেতু সুষুপ্তি হইয়া থাকে।

সুষুপ্তিকালে ঈশ্বর ও জীব উভয়ে চৈতন্য প্রকাশিত অতি সূক্ষ্ম অজ্ঞান-বৃত্তির দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন। এবং উভয়েই এক চৈতন্যমাত্র। (বেদান্তসার ১৩—১৫ পৃষ্ঠা)

ঈশ্বর।—সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টিরূপ উপাধিদ্বারা উপস্থিত চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বলে।

জীব।—সূক্ষ্মশরীর সমষ্টিরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে তৈজস বলে;—যেহেতু তেজোময় অন্তঃকরণ তাহার উপাধি।

এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস উভয়ে সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্ম মানোবৃত্তিদ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করেন। (বেদান্তসার ২৯—৩১ পৃষ্ঠা)

জাগ্রতাবস্থাতে চক্ষু শূল উদর বেদনাদি বিশেষরূপ অনুভূত হইয়া থাক; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় তাহা অনুভব না হইবার কারণ, সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধি ও নিদ্রিতের ন্যায় থাকে; সুতরাং বুদ্ধির বোধশক্তির অভাবে কিছুই অনুভব হয় না। অতএব সমস্তই একমাত্র বুদ্ধির (অন্তঃকরণ) খেলা। (ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অজ্ঞান বোধিনী ১২ পৃষ্ঠা।)

সুষুপ্তির পূর্ব্বে বুদ্ধিবৃত্তি প্রথমতঃ বৈষয়িক সুখের প্রতি ধাববান হয়; পরে সুষুপ্তিকালে পরমসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। প্রথমে শয্যাদি সুখ অনুভূত হয়, পরে নিদ্রা হইলে অন্তর্মুখ বুদ্ধি বৃত্তিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। পরে পরমাত্মাভিমুখে গমন করতঃ তাহার সহিত অভিন্নরূপে থাকে। এস্থলে জীবোপাধিভূত বুদ্ধিসকল ভ্রান্তিবশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় রূপ স্বপ্ন ও জাগ্রত-কালে ব্যাপৃত থাকিয়া পশ্চাৎ ভ্রান্তিভোগপ্রদ কর্ম্মক্ষীণে ব্রহ্মানন্দে বিলীন হয়;—যেরূপ অপগণ্ড শিশু জননীর স্তন্যপান করত আনন্দে শয্যায় শয়ান হইয়া রাগ দ্বেষের অভাবহেতু কেবলি আনন্দমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে।

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় সকল বিলীন হইলে তম প্রধান অবিদ্যা (মায়া) দ্বারা আচ্ছন্ন জীবোপাধি বুদ্ধি সুখ স্বরূপ হয়, এবং অজ্ঞানাবস্থায় থাকে। কারণ আত্মা স্বয়ং প্রকাশ এবং চেতন স্বভাব; কিন্তু তদ্বিষয়ক যে অজ্ঞান (অবিদ্যা—মায়া) তাহাতে বিজ্ঞানময় ও মনোময় বিলীন হইয়া থাকে। (পঞ্চদশী—৬১৩—৬৩০ পৃষ্ঠা) ওঁ গুরো ওঁ!

শ্রী——

ভক্তি-গান।

১।

প্রাণ গাওরে হরিনাম।

হরিনাম—মধুর নাম।

ম হরি দুঃখ যাবে, অন্তকালে মোক্ষ হবে,

জীবন কালে শান্তি পাবে, থাক্‌বে সুখে অবিরাম॥

২।

তালে তালে পা ফেলে হরি ব'লে নাচি ভাই।

গলে গলে বা তুলে হরিনামের গুণ গাই॥

হাতে হাতে তালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে।

হরিনামের ভিক্ষা দিয়ে—হরিনামের ভিক্ষা চাই।

৩।

পরের আপন ভুলে—পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।

পরম দয়াল পরম ব্রহ্ম, পরের তুমি নিজের নও।

সৃষ্টি তোমার পরের তরে, দৃষ্টি তোমার পরের 'পরে,

পরের তরে অগুণ হরি, আকার ধ'রে সগুণ হও।

পরের তরে কার্য্য কর, পরের তরে কেবল ঘোরা,

পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথায় কথা কও;—

পরকে দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র (কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর) শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত মূল্য ১৻ মাত্র। গিরিজা বাবু সাহিত্য-জগতে অপরিচিত নহেন। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পাঠে আনন্দিত হন, তাঁহারা এই অভিনব সমালোচনা গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আরও সন্তোষলাভ করিবেন। বস্তুতঃ এরূপ সর্ব্বসুন্দর ভাবমূলক মর্ম্মব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় এই নূতন।

---

* বীণা রঙ্গভূমে গীত।

—প্রণয়-পরিণাম (সামাজিক উপন্যাস) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা। যোগেন্দ্র বাবু একজন উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস লেখক। আমরা ইঁহার আরও কয়েকখানি উপন্যাস পাঠ করিয়াছি। এখানি অতি উচ্চ দরের উপন্যাস হইয়াছে। স্বর্গীয় নিষ্কাম প্রণয় এবং ঘৃণিত স্বার্থময় প্রণয়ের পরিণাম যে কিরূপ, তাহা অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

—হিন্দু-বিবাহ-প্রণালী মূল্য ৴৹ আনা। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে প্রবন্ধটী পাঠ করেন, তাহা প্রথমে নবজীবনে প্রকাশিত হয়; এক্ষণে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও ভাবুক; তাঁহার পুস্তক যে গভীর ভাবপূর্ণ ও বিশেষ আবশ্যকীয় হইবে, তাহা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কর্ত্তব্যানুরোধে এস্থানে একটি কথা বলিতে হইল যে, তাঁহার সুধাপূর্ণ কলসীতে এক বিন্দু বিষ মিশ্রিত হইয়াছে। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আধুনিক যুক্তিতে যদিও তিনি এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রীয় মত উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি হিন্দুর মর্ম্মে আঘাত দিয়াছেন।

ভারত-প্রসঙ্গ। পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত মূল্য ১৲এক টাকা মাত্র। শ্রদ্ধাস্পদ রজনী বাবু বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস লেখক। প্রসিদ্ধ সিপাহী যুদ্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি ইতিহাস ইঁহারি রসময়ী লেখনী প্রসূত। ভারত প্রসঙ্গে যে কয়েকটী প্রবন্ধ আছে, সকল গুলিই অতি প্রয়োজনীয় ও সারবান। হতভাগ্য সিরাজের কঠোর নিষ্ঠুরতার সম্বন্ধে সাধারণের যে বিশ্বাস, ইহাতে তাহার বহু অমূলকতার প্রমাণ আছে। পুস্তকের ভাষা বিলক্ষণ তেজময়ী।

—বিভা—মাসিকপত্র। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য ২৸৹ মাত্র। ইহাতে অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। পত্রিকার ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। কয়েকটী প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যদি বরাবর এরূপ ভাবে সম্পাদিত হয়, তবে বিভা শীঘ্রই বঙ্গের একখানি প্রধান সাময়িক পত্রিকার মধ্যে গণ্য হইবে।

সাধু-দর্শন—শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য এক টাকা। ইহাতে মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামী মহাত্মা ভাস্করানন্দ এবং ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ আছে। ভূধর বাবুর এরূপ সাধু কার্য্যে যত্ন থাকিলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হইবে। এরূপ গ্রন্থ সকলেরই পাঠ্য।

ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত—শ্রীরসিকলাল বন্দোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৸৹ আনা। দেশ ভ্রমণ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সুতরাং এরূপ গ্রন্থ পাঠে অনেক উপকার দর্শে। পুস্তক খানির মুদ্রণ কার্য্যে বড় শৈথিল্য দৃষ্ট হয়।

Lawn Tennis By the De Criketers মূল্য দুই আনা। ইহাতে ক্রিকেট খেলার অনেক গুলি সুন্দর নিয়ম আছে।

—বঙ্করত্ন শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারি-ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য ।০ আনা। ইহাতে মহাত্মা ঘনরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। ভাষাটী বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। এরূপ জীবনচরিত সাধারণের বড় উপকারী।

পত্রাষ্টক কাব্য মূল্য ।০ আনা। এখানিও উক্ত অম্বিকা বাবুর। সীতা প্রভৃতি কয়েকটী আদর্শ আর্য্য রমণীর পত্র পদ্যচ্ছন্দে লিখিত। দুই একখানি পত্র অতি উৎকৃষ্ট ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে।

সৌভদ্র সংহার ১ম খণ্ড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ।০আনা। ইহা একখানি ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্য। মহাবীর অভিমন্যু বধ অবলম্বনে ইহা লিখিত। স্থানে স্থানে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাটী একটু প্রাঞ্জল হইলে আরও ভাল হইত।

ধর্ম্ম-নিগম। ধর্ম্ম বিষয়ক মাসিক পত্র, শ্রীশশীভূষণ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। আমরা ইহার এক সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনাই ইঁহার উদ্দেশ্য। যে দুইটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা ইঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। মুদ্রণ কার্য্যের প্রতি একটু মনোযোগ দেখিলে আমরা সুখী হইব।

দণ্ডী-চরিত বা উর্ব্বশীলীলা। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত মূল্য ৸০ আনা। ইহা একখানি পৌরাণিক নাটক। অধিকাংশই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। স্থানে স্থানে কবিত্ব ও নাটকত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাটি একটু সরল হওয়া ভাল ছিল।

লম্পটের কারাবাস। এ খানিও উক্ত প্রাণকৃষ্ণ বাবুর। ইহা একখানি সামাজিক প্রহসন। সুরা সেবন ও বেশ্যা সংসর্গের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা ইহাতে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। দুই একটি দৃশ্য কিছু সংক্ষেপে লিখিলে আর ও ভাল হইত।

নব-যুগ—মাসিকপত্র। শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা। আমরা ইহার দুই সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইরাছি। দুই একটি প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা ইঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।